গল্পে দাদশ

মাতৃভাষা—বাংলা

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ

পশ্চিমবঙ্গ

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম নবীকরণ

ইউনিসেফ্ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প-দুই

শিক্ষণ দীপিকা গ্রন্থমালা

বাংলা • গণিত • স্বাস্থ্য

শারীরশিক্ষা ও খেলাধুলা

সৃজনধর্মী কাজ • উৎপাদনধর্মী কাজ

পরিবেশ পরিচিতি

শিক্ষণ দীপিকা

মাতৃভাষা-বাংলা

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য

রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিভাগ

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ

পশ্চিমবঙ্গ

PRIMARY EDUCATION CURRICULUM RENEWAL
UNICEF ASSISTED PROJECT—TWO.

Shikshan Dipika
Curriculum Guide

BENGALI
CLASSES I & II

Developed by a Working Group Consisting of:
Dr. Vivekananda Dev
Sri Dinanath Sen
Sri Achintya Mukhopadhyay
And
Sri Aloknath Maiti [Writer]

General Editor
Sri Kamalkumar Chattopadhyay

Cover Designed by
Sri Prabhatkumar Das
Smt. Alpana Maiti

১৯৯

November—1983

Paper used for printing this book has been made available as gift by the UNICEF and printing expenditure has also been borne by the UNICEF.
এই বই ছাপার কাগজ ইউনিসেফ্ কর্তৃক উপহার হিসাবে প্রদত্ত। ছাপার খরচ-ও ইউনিসেফ্ বহন করছেন।

Published by State Council of Educational Research and Training, West Bengal 25/3 Ballygunj Circular Road, Calcutta—19, and Printed at Habra Art Press Post Office Road Habra, 24 Parganas.

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গে বিগত ১৯৮১ থেকে প্রবর্তিত প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রমের সার্থক রূপায়ণের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও বিতরণ, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন-বিধি প্রণয়ন প্রভৃতির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমাদের এই দেশে যেখানে শিক্ষার জন্য বিবিধ সহায় সম্পদ এবং উপকরণের একান্ত অভাব, সে ক্ষেত্রে বিদ্যালয় স্তরে সুপরিকল্পিত পাঠ্য বই শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক।

তেমনি শিক্ষক মহাশয়ের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে, অপরাপর কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে একটি উদ্দেশ্যসাধক শিক্ষণ-নির্দেশিকা বা শিক্ষণ-ব্যবহারিকারও প্রয়োজন আছে। বিদ্যালয়-পরিবেশে শিক্ষার্থীকে যথাযথ শিখন-অভিজ্ঞতা দিতে হলে শিক্ষক মহাশয়কে যে সব কলাকৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এবং শিক্ষার্থীর বিকাশধর্মী মূল্যায়নে যে ধরণের প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে ভাল হয় তার জন্য এই রকম 'শিক্ষণ-দীপিকা' গ্রন্থমালার অনন্যসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে।

ইউনিসেফ্ সহায়তা পুষ্ট 'প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম নবীকরণ—প্রকল্প দুই'-এর বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য 'শিক্ষণ-দীপিকা' গ্রন্থমালা রচিত হলেও রাজ্যের অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও এ থেকে সহায়তা পাবেন বলেই আশা করা যায়।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ, এই পুস্তকসমূহ প্রকাশে কাগজ উপহার এবং মুদ্রণ ব্যয় নির্বাহে সহায়তার জন্য ইউনিসেফ্-কে আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই পুস্তকসমূহ প্রকাশে পশ্চিমবঙ্গে ইউনিসেফ্ সহায়তা পুষ্ট প্রকল্প—দুই-এর রাজ্য সংযোজক অধ্যক্ষ শ্রীকমলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগী ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁকেও ধন্যবাদ।

সুনীল কুমার চৌধুরী

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ

পশ্চিমবঙ্গ

ভূমিকা

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ভারতে বিগত কয়েক দশক ধরে বিবিধ প্রয়াস চালানো সত্ত্বেও এর লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়নি। বর্তমানে জাতীয় কর্মসূচীতে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে 'সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার' দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা বরাদ্দ করা গেলেও, ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সী সব শিশুকেই বিদ্যালয়ে আনা যাচ্ছে না। আর বিদ্যালয়ে কোনোভাবে শিশুদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখতে পারলেও বৃহত্তর জীবন ও সমাজ পরিবেশে শিশুর জীবনযাপনের মান আশানুরূপ উন্নত হচ্ছে না।

নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় পরিত্যাগজনিত যে অপচয় এবং একই শ্রেণীতে একাধিক বছর আটকে থাকার ফলে যে অবরোধ সমস্যা, গ্রামাঞ্চলের অভিভাবকদের মধ্যে যে ব্যাপক দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতা, কোনো কোনো আদিবাসী এলাকায় জনবসতির স্বল্পতার দরুণ বিদ্যালয় না-থাকা প্রভৃতিকে সকলের জন্য শিক্ষার পথে মস্ত বাধা বলে মনে করে ছাত্রবৃত্তি, দ্বিপ্রাহরিক আহার, বিনামূল্যে শ্লেট-খাতা-পুস্তক প্রদান, পোশাক সরবরাহ, ছাত্রাবাস স্থাপন, নতুন বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

আবার নিছক ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিকেই যথেষ্ট বলে মনে করা ঠিক হবে না। সমাজ ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাছেই শিক্ষাকে অর্থবহ এবং কার্যকরী করে তুলতে হবে। উল্লিখিত উৎসাহদায়ক কার্যসূচীসমূহ থাকা সত্ত্বেও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য দূরে সরে যাবার মূলে শিক্ষাক্রমের প্রাসঙ্গিকতার ব্যাপার এবং গতানুগতিক ছকবাঁধা শিক্ষাপদ্ধতি যুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে। যার ফলে শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহও চলে যাচ্ছে।

শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পঠন-পাঠন পদ্ধতি শিশু শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত চাহিদার সঙ্গে, যে পরিবেশে সে বড় হয়ে ওঠে তার সঙ্গে ছন্দিত বা সঙ্গতিপূর্ণ এবং যথেষ্ট পরিমাণে নমনীয় ও ব্যবহারিক করে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই ভারত সরকার ইউনিসেফ্-এর সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম নবীকরণ [Primary Education Curriculum Renewal বা PECR—Unicef Assisted Project—2] প্রকল্পের সূচনা করেন। প্রথম দফায় ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৩টি রাজ্যে এবং ২টি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে এ প্রকল্পের সুরু হলেও পরবর্তীকালে সকল রাজ্যেই শিক্ষাক্রম নবীকরণের কাজ সুরু হয়। এই প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষাক্রমকে প্রাসঙ্গিক এবং সামর্থ্য-নির্ভর করে তোলার কাজে বিদ্যালয় শিক্ষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যেহেতু অতিসম্প্রতি [১৯৮১] পশ্চিমবঙ্গে একটি নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে এই মুহূর্তে সেটির নবীকরণ বা উন্নয়নের অবকাশ কোথায়, প্রয়োজনই বা কি ?

বলা বাহুল্য মাত্র পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে আর একটি নতুন শিক্ষাক্রম যেমন প্রস্তুত হচ্ছে না, তেমনি যে শিক্ষাক্রম সবেমাত্র বিদ্যালয়সমূহে চালু করা হয়েছে তার পরিবর্তনের কথাও বলা হচ্ছে না। এ রাজ্যের বিদ্যালয়ে যাবার বয়সী এরূপ সকল শিশুর কথা, বিশেষ করে সমাজের দুর্বল অবহেলিত শ্রেণীর শিশুর প্রয়োজনকে স্মরণে রেখে, শিশুর সার্বিক বিকাশের প্রয়োজনের সঙ্গে বিকাশশীল সমাজের চাহিদাকে সমন্বিত করার মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে যেরূপে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহকে বিস্তারিতভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যেভাবে শিক্ষাক্রমকে চাহিদাভিত্তিক আর জীবনকেন্দ্রিক করে তোলার চেষ্টা হয়েছে, তা বিদ্যালয়ের বাস্তব পরিবেশে কতদূর কার্যকরী হতে পারে সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখাই পশ্চিমবঙ্গে এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। বস্তুতঃপক্ষে স্থানীয় প্রাকৃতিক-সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে সামর্থ্যনির্ভর শিখন অভিজ্ঞতা দেবার ফলে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসতে এবং অভিভাবক শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে আরও উৎসাহবোধ করেন কিনা, তাও এ প্রকল্প রূপায়নের মাধ্যমে জানা যাবে। যেহেতু শিশুর শেখাটা হবে চাহিদাভিত্তিক-জীবনকেন্দ্রিক তাই সাধারণ ধরণের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পাশ ফেলও থাকবে না—কেননা প্রতিটি শিশুই নিজ নিজ চাহিদা আর সামর্থ্যমত শেখে এবং শিক্ষা-সোপানের উচ্চতর ধাপে উঠে যায়। শেখার বিষয়বস্তু, বইপত্র, পঠন-পাঠন পদ্ধতি এরূপে পরিকল্পিত যাতে শিক্ষার্থীর ক্রমিক অগ্রগতি এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নের সহায়তা হয়। শিক্ষাক্রম নবীকরণ প্রকল্পের সাহায্যে বিদ্যালয় পরিবেশের অভিজ্ঞতার আলোয় শিক্ষাক্রমকে প্রয়োজনমত আরও উন্নত এবং প্রয়োগসাধ্য করে তোলা সম্ভব হবে।

পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবনের অনুন্নত এলাকায়, বৃহত্তর কলকাতার শহরতলিতে, পুরুলিয়ার আদিবাসী এবং উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের মোট ত্রিশটি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার নবীকরণ প্রকল্প চালু হয়েছে। ইতিমধ্যেই এ সকল বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্থানীয় নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থার অধ্যক্ষ-অধ্যাপকদের প্রকল্পের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার কাজ শেষ হয়েছে। ন্যূনতম শিখনের ক্রমোন্নত রূপরেখা প্রান্তীয় সামর্থ্য নির্ধারণ এবং সামর্থ্যনির্ভর পঠন-পাঠন পদ্ধতি অবলম্বনে সহায়তার জন্য রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা অনুসারে বিষয়ের ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিভাগ প্রথম দফায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মোট ছয়টি বিষয়ের শিক্ষণ নির্দেশিকারূপে ব্যবহার্য 'শিক্ষণ দীপিকা' গ্রন্থমালা প্রস্তুতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেগুলি হল ঃ

১] ভাষা-বাংলা [Language]
২] গণিত [Mathematics]

৩] পরিবেশ পরিচিতি [Environmental Studies]

৪] সুস্থ জীবনযাপন [স্বাস্থ্য, শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলা] [Helthy Living]

৫] [সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয়] উৎপাদনধর্মী কাজ [Socially useful Productive Work]

৬] সৃজনধর্মী [অভিব্যক্তি] কাজ [Creative Expression]

উল্লিখিত বিষয়ের শিক্ষণ নির্দেশিকাগুলি প্রস্তুতির জন্য রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ-এর কার্যালয়ে গত ৪—৯ জুলাই, ১৯৮৩ এবং ১৬—২২ আগষ্ট, ১৯৮৩—দুই পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের কার্যকরী সদস্য এবং বিশেষজ্ঞদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার আলোচনা ও প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে [SPCDC] ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ 'শিক্ষণ-দীপিকা' গ্রন্থমালা প্রণয়ন করেছেন।

শিক্ষণ-নির্দেশিকা প্রস্তুতির কর্মশালা চলাকালে বিভিন্ন দিনে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্তা ডঃ সুশীলচন্দ্র দাশগুপ্ত, তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্তা [মাধ্যমিক ও প্রাথমিক] ডঃ সুনীল রায় চৌধুরী, উপশিক্ষা অধিকর্তা [শিক্ষণ] ডঃ রমেশচন্দ্র দাশ, অধ্যক্ষ শ্রীপ্রদীপচন্দ্র চৌধুরী উপস্থিত থেকে মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশাদি দিয়ে গভীরভাবে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই প্রকল্প বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্থানীয় নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থার অধ্যক্ষ/অধ্যাপকগণ সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করে এই পুস্তকমালা প্রকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করায় তাঁদের অশেষ ধন্যবাদ।

বিভিন্ন বিষয়ের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে ডঃ বিবেকানন্দ দেব, ডঃ সরোজ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিতাইচন্দ্র দত্ত, মহম্মদ রেফাতুল্লাহ, শ্রীঅনিলরঞ্জন গুহ, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বকসী, শ্রীমতী চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী মৃণালিনী দাশগুপ্তা, শ্রীমতী মিনতি সেন, শ্রীশিশিররঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীদীননাথ সেন, শ্রীঅচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিমাইচাঁদ রায়, শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী, শ্রীঅনিলবরণ নিয়োগী, শ্রীকমল বসু এবং শ্রীপ্রভাতকুমার দাস মহাশয়গণের সক্রিয় উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

সামগ্রিকভাবে এই প্রকল্প রূপায়নে সহায়তা এবং বিশেষভাবে শিক্ষণ দীপিকা গ্রন্থমালা প্রকাশের কাগজ সরবরাহ ও মুদ্রণ ব্যয় নির্বাহের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফ্-এর কাছে আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

জাতীয় শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ এবং বিশেষভাবে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিভাগের শ্রীমতী শুকন্যা ভট্টাচার্য ও শ্রী এস্ এইচ খাঁ মহাশয়কেও তাঁদের সুচিন্তিত মতামতের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিভাগের শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু, শ্রীনিমাইদাস দত্ত, শ্রীসুধাংশুশেখর সেনাপতি এবং শ্রীআলোকনাথ মাইতির অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কর্মনিষ্ঠা এই পুস্তকমালা প্রকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্রম নবীকরণ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কাজের সঙ্গেও তাঁরা যুক্ত আছেন—তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

শিক্ষণ-দীপিকা গ্রন্থমালার প্রচ্ছদ-পরিকল্পক শ্রীপ্রভাতকুমার দাস ও শ্রীমতী আলপনা মাইতিকেও জানাই বিশেষ ধন্যবাদ।

শিক্ষণ-দীপিকা গ্রন্থমালা যে সকল প্রকল্প বিদ্যালয়সমূহের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পনা এবং প্রস্তুত করা হয়েছে—তাদের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করবেন বলেই আশা করা যায়। শুধু তাই নয়, তাঁদের অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে শিক্ষন-দীপিকা গ্রন্থমালাকে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে রাজ্যের অধিক সংখ্যক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হবে।

কমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

নভেম্বর, ১৯৮৩

অধ্যক্ষ,
রাজ্য শিক্ষা সংস্থা।
সংযোজক,
প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম নবীকরণ
ইউনিসেফ্ সহায়তা পুষ্ট প্রকল্প—দুই
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
পশ্চিমবঙ্গ।

সূচীপত্র

- মুখবন্ধ
- ভূমিকা
- প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বাংলা পড়ানো ১
  - উদ্দেশ্য ও পাঠ্যসূচী ১
  - শিখনের ক্রমোন্নত রূপরেখা ও প্রান্তীয় সামর্থ্য ১
  - মাতৃভাষা শিক্ষার চারদিক ৩
    - শ্রবণ ও কথন সামর্থ্য ৩
    - পঠন প্রস্তুতি কার্যক্রম ৪
    - পঠন সামর্থ্য ৭
    - লিখন সামর্থ্য ৯
  - পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্যান্য বিষয় ও কাজ অবলম্বনে মাতৃভাষার সামর্থ্য অর্জন ১০
  - পাঠ্য বই ও ভাষার সামর্থ্য অর্জন ১১
  - মাতৃভাষার পাঠ্যবই-এর পঠনপাঠন ১১
  - মাতৃভাষা শিক্ষার উপকরণ ১৫
  - সামর্থ্য-নির্ভর মূল্যায়ন ১৫
- পড়ার আগে শোনো আর বলো ১৮
- লেখার আগে আঁকো আর আঁকো ২২
- এস, বর্ণ চিনি ২৪
- নিজে পড়ো ২৮
- প্রথম থেকে অষ্টাদশ পাঠ [কিশলয় দ্বিতীয় ভাগ] ৩১—৮২
- স্বাধীন পাঠ—কবিতা গদ্য [কিশলয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ] ৮৩
- পরিশিষ্ট ঃ
  - প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী ৮৭
  - প্রান্তীয় সামর্থ্য এবং ক্রমোন্নত রূপরেখা ৮৯
  - ভাষা শেখার সহায়ক কার্যক্রম ৯৪
  - সময় পত্রিকা ৯৬
  - এই পুস্তকে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ ১০০

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বাংলা পড়ানো

১. উদ্দেশ্য ও পাঠ্যসূচী

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষা বাংলা পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য ও পাঠ্যসূচী সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ "প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাস কমিটির প্রতিবেদন" "প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী"-র প্রাসঙ্গিক অংশ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। আশা করা যায় শিক্ষক মহাশয়গণ এই পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে "প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী"র সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটিও যত্নসহকারে পর্যালোচনা করবেন।

২. শিখনের ক্রমোন্নত রূপরেখা এবং প্রান্তীয় সামর্থ্য

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর প্রতিবেদনে (১৯৭৯) মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে, শিখনের ক্রমোন্নত রূপরেখা এবং প্রান্তীয় সামর্থ্য আবার কেন? এর প্রয়োজন বা সুবিধাই বা কিরূপ? এ প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে একটি পৃথক পুস্তিকাতে আলোচনা করা হলেও এখানে সংক্ষেপে বিষয়টির উল্লেখ করা হল।

"প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী"-র (১৯৭৯) অন্যতম নির্দেশ হল—প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কোন বহিঃপরীক্ষা থাকবে না। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কোন শ্রেণীতেই কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবর্ষান্তে আটকে রাখা হবে না। সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনবোধে কাম্য উপযুক্ততা অর্জনের জন্য কোন কোন শিক্ষার্থীকে পঞ্চম শ্রেণীতে অতিরিক্ত এক বছর রাখা যেতে পারে। [পৃষ্ঠা ৯] পঠনপাঠন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত নির্দেশের সুদূরপ্রসারী ফলাফল এবং তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিখনের ক্রমোন্নত রূপরেখা এবং প্রান্তীয় সামর্থ্যের ধারণা ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

প্রারম্ভিক শিখন অভিজ্ঞতা থেকে সুরু করে পাঁচ বছরের প্রাথমিক বিদ্যালয়-শিক্ষার শেষে শিক্ষার্থীর কাছে প্রত্যাশিত শিখন-অভিজ্ঞতার স্তর পর্যন্ত কোনো সামর্থ্যের (সামর্থ্য বলতে—দক্ষতা, পটুতা, নৈপুণ্য, পারদর্শিতা প্রভৃতি অর্থ বুঝানো হচ্ছে) নিয়মিত ও ক্রমিক বৃদ্ধি বা অগ্রগতিকে শিখন সামর্থ্যের ক্রমোন্নত রূপরেখা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষাকালের শেষে অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা যে সকল সামর্থ্য অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করে হচ্ছে সেগুলির চূড়ান্ত রূপকেই প্রান্তীয় সামর্থ্য বলা যায়।

শিক্ষাকে অবিভাজ্য সমগ্রতার দিক থেকে দেখা হলেও সব সামর্থ্যগুলির জন্য একটি মাত্র ক্রমোন্নত রূপরেখা প্রণয়ন অস্পষ্টতাই সৃষ্টি করে। স্বচ্ছতা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক থেকে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রার্থিত প্রান্তীয় সামর্থ্য নির্ভর বহু সংখ্যক ক্রমোন্নত রূপরেখা প্রণয়ন করাটাই অধিকতর বাঞ্ছিত।

প্রান্তীয় সামর্থ্যসমূহ এবং তার ক্রমোন্নত রূপরেখার সাহায্যে শিক্ষার্থী তার শিখন-অভিজ্ঞতার কোন পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে [কোনো একটি বিষয়ের কোনো একটি দিকের কতটুকু আয়ত্ত করা গেছে] এবং উচ্চতর স্তরে পৌঁছবার জন্যে তাকে প্রাসঙ্গিক কি ধরণের প্রচেষ্টা চালাতে হবে সে বিষয়ে সহায়তা হতে পারে। শিক্ষার্থীর বিকাশের ক্ষেত্রে গৃহ, বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষার দিক থেকেও এর প্রয়োজন রয়েছে।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪—৬৬) তাঁদের প্রতিবেদনে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমহীন বা অক্রমিক এককের সুপারিশ করে লিখেছেন—

"প্রথম শ্রেণীর শেষে পরীক্ষা বন্ধ হওয়া উচিত এবং প্রথম দুটি শ্রেণীকে [যেখানে সম্ভব প্রথম তিনটি বা চারটি] একটি মাত্র শিখণ একক হিসাবে দেখা উচিত—যার মধ্যে প্রতিটি শিশুই নিজ নিজ সামর্থ্যমত অগ্রগতি করবে।" [পৃষ্ঠা ১৫৯ ও ১৮৮]

অবরোধ সমস্যার হাত এড়াবার জন্যেই কমিশন ঐ ধরনের প্রতিবিধানের উল্লেখ করেছেন। অবরোধ হল বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হবার ফলশ্রুতি স্বরূপ একই শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর একাধিক বছর আটকে থাকা। সাধারণতঃ অবরোধ হলে শিক্ষার্থীরা বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের, আদিবাসী, তপশিলী এবং অনুন্নত এলাকার বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ের আগে বিদ্যালয় ছেড়ে যাবার ফলে যে বিপুল অপব্যয় ঘটে তার মূলে অবরোধ সমস্যা। যদি অবরোধ বন্ধ করা যায়, তাহলে অপব্যয় কমিয়ে আনা সম্ভব। বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ-ফেলের রীতি তুলে দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ সামর্থ্যমত শিখবে এবং শিখনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ভাবে অগ্রগতি করবে। এর ফলে বিদ্যালয়ে ধীরগতি থেকে দ্রুতগতি শিখন সামর্থ্যের সকল শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক ঊর্ধ্বমুখী অগ্রগতি সুনিশ্চিত হবে। শিক্ষার্থীর শিখনের সময় তার সর্বোচ্চ সামর্থ্যকে কাজে লাগাতে পারবে। শুধু তাই নয়, স্ব-শিখনের সন্তোষ অধিকতর উৎসাহ সৃষ্টি করে, ফলে বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষার্থীর পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলশ্রুতি স্বরূপ শিক্ষার্থীর শিখন হয় গভীর ও কার্যকরী যা পরবর্তী বিষয় শিখতে সহায়তা করে। আবার সামর্থ্য অনুসারে শিখন হওয়া বিষয়বস্তুর অযথা পুনরুক্তি বা শিখনের শূন্যতা দুই-ই এড়ানো সম্ভব হয়। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত ভাল ছেলেদের একঘেয়েমি যেমন কাটবে (পিছিয়েপড়া সঙ্গীদের সঙ্গে শিখতে হচ্ছে না বলে) তেমনি অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মানসিক উত্তেজনাও কমবে [ভাল ছেলেদের সঙ্গে দ্রুততাল রাখতে গিয়ে অনুত্তীর্ণ হবার সম্ভবনা নাই বলেই]।

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে এককেটি বিষয় শ্রেণী অনুসারে বিন্যস্ত আছে। প্রতিটি বিষয়ের একক এবং এককগুলির মধ্যেও যে বিভিন্ন উপ-বিভাগ তার সুস্পষ্ট বিভাজন না থাকার ফলে—শিখন সামর্থ্য অনুসারে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরবর্ত্তী শিখন এককটি সুনির্ধারিত করা যাচ্ছে না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে "কথন" শিখন সামর্থ্যের বিকাশ ঘটুক এটা যেহেতু মাতৃভাষা পঠন-পাঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য সেজন্যে 'কথন' এই শিখন সামর্থ্যের মধ্যে যে সকল উপ-সামর্থ্য আছে [ক্রমোন্নত রূপরেখা দ্রষ্টব্য] সেগুলি যেমন চিহ্নিত করতে হবে, তেমনি প্রতিটি স্তরে [বর্তমান অবস্থায় শ্রেণী বা শিক্ষাবর্ষ কথাটিও ব্যবহার করা যায়] শিক্ষার্থীরা উল্লিখিত এককের কোন্ কোন্ উপ একক বা সামর্থ্যগুলি আয়ত্ত করবার পরে পরবর্ত্তী একক শিখবে তাও সুনির্ধারিত করা প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে শ্রেণী অনুসারে ক্রমোন্নত পর্য্যায়ে সামর্থ্যগুলির বিন্যাসের ফলে শিক্ষক মহাশয়ের পাঠ পরিকল্পনা, পাঠপরিচালনা এবং সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের যেমন সুবিধা হবে, তেমনি বিষয়বস্তু পুরোপুরি আয়ত্ত করে শিক্ষার্থীদের পক্ষে ধারাবাহিক অগ্রগতিও সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৩. মাতৃভাষা শিক্ষার চার-দিক

ভাষা একদিকে বিশাল জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের, অপরদিকে ব্যবহারিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে সাফল্যলাভের প্রধান চাবিকাঠি। স্বাভাবিক মানুষের ভাষাহীন জীবন ভাবা যায় না। আবার মানবশিশু গৃহ-সমাজ পরিবেশের মধ্যে থেকে অবলীলায় তার মাতৃভাষা শিখে নেয় বলে,—নিজের কথা বলতে পারে, অপরের কথা শুনে বুঝতে পারে,—ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন বা গুরুত্ব কম এরকমটা মনে করা সংগত হবে না। ভাষার যে কথ্য বা মৌলিক রূপ তার সঙ্গে জন্মের পর থেকে পরিবেশের মধ্যে পরিচয় ঘটলেও, ভাষার যে লিখিতরূপ—যা মৌখিক ভাষারও স্থায়ী প্রতিনিধি—যা বক্তা আর শ্রোতার স্থান-কালের ব্যবধানকেও দূর করে দেয়, তা শিখন-নির্ভর। ভাষার পটুতা বা নৈপুণ্য অর্জন করতে অবশ্যই তা শিখতে হবে। বলা বাহুল্যমাত্র কোনো সামর্থ্য বা পটুতাই এমনি এমনি জন্মায় না—এটা সুপরিকল্পিত শিখন সাপেক্ষ।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ভাষাগত সামর্থ্য অর্জন করাতে হলে শিক্ষার্থীকে ভাষার প্রধান চারটি দিকেই—শোনা, বলা, পড়া, লেখায় [শ্রবণ, কথন, পঠন, লিখন] দক্ষ করে তুলতে হবে। ভাষার গ্রহণ ক্ষমতা [শ্রবণ-পঠন] এবং প্রকাশ ক্ষমতার [কথন-লিখন] সবগুলিতেই শিক্ষার্থীকে সামর্থ্য অর্জন করতে হবে।

শ্রবণ ও কথন সামর্থ্য

জন্মের পর থেকে শিশু যে ভাষা মায়ের কাছে আত্মীয়স্বজনের কাছে শুনছে, একটু বড় হয়ে গৃহ-সমাজ পরিবেশে প্রতিনিয়ত শুনছে এবং বলছে, সে সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, বিদ্যালয়ের

শিখন-কার্যক্রমে শিশু-শিক্ষার্থীকে শোনা এবং বলার ক্ষেত্রে কুশলী করে তোলার জন্যে পৃথক কার্যক্রমের প্রয়োজনই বা কি, গুরুত্বই বা কোথায় ?

শিশু তার প্রাত্যহিক জীবনে ভাষা ব্যবহারের যে পরিমাণ সামর্থ্য অর্জন করে তা দিয়ে তার পক্ষে কোনরকমে সীমিত পরিবেশের মধ্যে সাধারণ বিষয়ে কথাবার্ত্তা চালানো সম্ভব হতে পারে। বাড়ী বা সমাজের অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ভাষার নিত্য নতুন শক্তি অর্জনের সুযোগও অনেক সময় থাকে না। ভাষাকে শক্তিশালী একটি হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতে, ভাষার সাহায্যে যুক্তি নির্ভর বিচার-বিশ্লেষণ শক্তি গড়ে তুলতে এবং সকল কিছুর সমবায়ে একটি সমঞ্জস্যপূর্ণ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠতে, শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সুপরিকল্পিত শিক্ষাধারার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

ঠিকভাবে ভাষা শোনার সঙ্গে শুদ্ধভাবে ভাষা বলতে পারা নির্ভরশীল। অপরের কথা ঠিকমত শোনার অভ্যাস গড়ে না উঠলে ভুল লেখারও সম্ভাবনা আছে। এ কারণেই বড়রা অনেক সময় শিশুদের কাছে মজা করে যে আধো আধো কথা বলেন সেটা শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকারকই হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা মনোযোগ সহকারে শোনে না বলেই, শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলতে পারে না, ফলে তাদের লেখাতেও বানান ভুলের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়। একদল পরীক্ষার্থীর খাতায় কয়েকটি বানান ভুলের নমুনা হল,—নির্চাতন (নির্যাতন) ; গারস্থ/গ্রাহস্থ (গার্হস্থ্য) ; স্নাগার (স্নানাগার) ; প্রাষঙ্গিক (প্রাসঙ্গিক) প্রত্নতাত্মিক (প্রত্নতাত্ত্বিক) ; অবকমরণী (অবিস্মরণীয়) ইত্যাদি। বলাবাহুল্যমাত্র এসব উদাহরণ ভুল শোনা এবং বলার সঙ্গেই বিশেষভাবে যুক্ত।

কথা শোনার মানে দু'কান খুলে বসে থাকা নয়, শিশু যা শুনছে তার অর্থ বুঝতে পারছে কিনা, মনে রেখে যথাসময়ে তা ব্যবহার করতে পারছে কিনা তাও বুঝায়। অনিচ্ছাকৃত শোনা [to hear] আর ইচ্ছাপ্রণোদিত শোনা [to listen] এক ব্যাপার নয়। আবার কথা বলার মানে তো আর যা খুশি, যেমন খুশি আবোল-তাবোল নয়। বিদ্যালয়ে আমার সাথে শিশুরা কথা শুনেছে আর বলছে, তবু তা ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ থেকে যায়—শিক্ষকের সহযোগিতা এবং যথাযথ নির্দেশনায় তা সংশোধিত এবং সুন্দর হতে পারে। শ্রবণ-কথন সামর্থ্যের মধ্যে কোন্ কোন্ দিক আছে, শ্রেণি অনুসারে কি কি কার্যক্রম অনুসরণীয় তা প্রবন্ধের সামর্থ্যের তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

পঠন প্রস্তুতি কার্যক্রম

সুদূর সুন্দরবনের গ্রামাঞ্চলে কিংবা পুরুলিয়ার পাহাড় অরণ্যের ঝুপড়িতে এমন অনেক শিশু আছে, যারা বিদ্যালয়ে আসার আগে জানার সুযোগই পায় না, ছাপার হরফে বই হল নানা তথ্যের উৎস, হরেকরকম মজাদার গল্পের ভাণ্ডার। বাড়ীতে বড়দের তারা কোনো বই-কাগজ পড়তে দেখে না। গ্রামে কোন খবরের কাগজ যেতে দেখে না, এমন কি [illegible] কোনো বিজ্ঞপ্তিও তাদের নজরে আসে না। বেশীরভাগ শিশুই

বিদ্যালয়ে পড়বার আগ্রহ নিয়েই আসে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই গোড়াতেই এই উৎসাহ উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলে। কারণ বিনা প্রস্তুতিতেই তাদের হাতে পড়বার বই তুলে ধরা হয়, যথাযথ আগ্রহ জানার আগেই তাদের বর্ণপরিচয় করানো হয়। পঠন-প্রস্তুতি ছাড়াই পঠন আরম্ভ করলে এমনও হতে পারে ব্যর্থতাজনিত হতাশার ফলে এইসব শিশু-শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসাও বন্ধ করে দিতে পারে। আবার এমনও দেখা যেতে পারে, প্রথম প্রথম দ্রুততালে শিখলেও পরে এই সব শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়তে পারে।

যেহেতু বিদ্যালয়ে আসবার আগে অনেক শিশুই জানে না তারা যে ভাষা শুনছে, যে ভাষায় কথা বলছে তা ছাপার হরফে প্রকাশযোগ্য ; সেজন্যে বই পড়ার প্রতি তারা কোনো আগ্রহ বা কৌতূহল দেখায় না। একথা ঠিক জন্মের পর থেকেই শিশু পড়ার জন্য তৈরী থাকে না। স্বাভাবিক শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, ঘটনা, অভিজ্ঞতার আলোকে, নানারকম কথা শুনতে এবং বলতে বলতে মাতৃভাষার শব্দভান্ডার এবং বাচনিক প্রকাশ ক্ষমতাকেও বাড়িয়ে তোলে। কিছু পঠন এবং লিখনের মধ্যে বর্ণ ও শব্দের যে জটিল দৃশ্যরূপ, সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য তার সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করানো দরকার। বিভিন্ন বর্ণ ও শব্দের উচ্চারণ ধ্বনির যে পার্থক্য তা ধরবার উপযোগী শ্রবণ সামর্থ্য অর্জন করাতে হবে। অর্থাৎ অর্থবহ যে সকল শব্দ ও বাক্য শিশু দেখবে বা শুনবে সে সম্পর্কে দৃশ্য-শ্রাব্য প্রস্তুতির প্রয়োজন, তা না হলে পঠন-লিখনের ক্ষেত্রে অসফলতা জনিত হতাশা দেখা দেবে, যার ফলে একই শ্রেণীতে একাধিক বছর থাকা বা বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়া, দুটিও ঘটতে পারে।

প্রথম শ্রেণীর জন্য কিশলয় পাঠ্যবইয়ের গোড়াতেই "পড়ার আগে শোনো আর বলো" শীর্ষে যে সকল ছড়াগুলি আছে, সেগুলিকে অবলম্বন করে কিভাবে পঠন প্রস্তুতির পাঠ পরিচালনা করতে হবে তার ইঙ্গিত এই বইয়ের যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাছাড়াও আরও কতকগুলি উপায়ে শিক্ষক মহাশয়গণ পঠন প্রস্তুতির কার্যক্রম পরিচালনা করবে বলেই আশা করা যায়। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত কতকগুলি দিক এবং বিদ্যালয়ের স্থানীয় পরিবেশ বিবেচনা করে সুপরিকল্পিত পঠন প্রস্তুতি কার্যক্রম রচনা করা যায়। শিক্ষার্থীর নিম্নলিখিত দিকগুলি সম্পর্কে শিক্ষক মহাশয়কে সাধারণভাবে অবহিত হতে হবে—

- অতীত অভিজ্ঞতা
- বাচনিক শব্দভান্ডার
- উচ্চারণের শুদ্ধতা ও কথা বলার ভঙ্গী
- প্রকাশ ক্ষমতা
- পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা—দেখা ও শোনা বস্তুর মধ্যেকার যোগসূত্র লক্ষ্য করার ক্ষমতা
- সাধারণ স্বাস্থ্য
- দর্শন ও শ্রবণ শক্তি
- প্রাক্ষোভিক সাম্য
- সামাজিকতা ও নিরাপত্তা বোধ
- দলে মিলেমিশে কাজ করার ক্ষমতা

ঃ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করার ক্ষমতা

ঃ সম্বন্ধ নির্ধারণের ক্ষমতা

ঃ ঘটনা ও অন্যান্য বিষয় পারমার্থ অনুসারে মনে রাখার ক্ষমতা।

ঃ ছবি ও ছাপা লেখার প্রতি আগ্রহ

ঃ পঠনের প্রতি সাধারণ ইচ্ছা

শিক্ষার্থী সম্পর্কিত উল্লিখিত দিকগুলি এবং বিদ্যালয়ের স্থানীয় পরিবেশ বিবেচনা করে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিতরূপ কার্যক্রমের সাহায্যে পঠন প্রস্তুতির আয়োজন করা যেতে পারে—

ক] দৈনন্দিন কথোপকথন বা আলাপন ঃ

কথোপকথন মানে এলোমেলো কথাবার্ত্তা নয়। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতানির্ভর (যেমন—বাড়ী / বিদ্যালয় / প্রতিবেশীর সঙ্গে যুক্ত ঘটনা-উৎসব ; প্রকৃতি / প্রাকৃতিক পরিবেশ ; পাখি / জীবজন্তু ; পাখি/জীবজন্তুর গল্প ; খাদ্য-পোষাক-পরিচ্ছদ ; খেলাধুলা ; ভ্রমণ/পর্যটন ; যানবাহন ইত্যাদি) বিষয় স্বাভাবিকভাবেই শিশুদের কথা বলতে আগ্রহী করে তোলে। তারা নিজেদের কথা বলতে চায়। একজন বলবে, অন্যরা শুনবে। তাদের মনোযোগী রাখার জন্য শিক্ষক মহাশয় মাঝে মাঝেই প্রশ্ন রাখতে পারেন। এমন হতে পারে একটি অভিজ্ঞতা একাধিক ছাত্রের আছে, সেক্ষেত্রেও অন্যান্যদের মনোযোগী রাখার জন্য শিক্ষক মহাশয় বলতে পারেন—তোমরা সবাই শোন ও কি বলছে। ও যদি কোনো কথা বলতে ভুলে যায়, পরে সেকথা তোমরা বলবে। একজন যখন কথা বলবে, অন্যরা তখন ধৈর্যসহকারে শুনবে, শিশুদের সেভাবেই প্রস্তুত করা দরকার।

খ] দেখাও—অংশ নাও ঃ

এসময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের কাছে রাখা উল্লেখযোগ্য ছবি, বস্তু ইত্যাদি দেখাতে পারে এবং তা অবলম্বন করে কথাবার্ত্তা বলার সুযোগ হবে।

গ] ছড়া, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ ঃ

শিশুর প্রক্ষোভ, অনুভূতি ভাবনার স্বাভাবিক প্রকাশ মাধ্যম হল মাতৃভাষা। ছড়ায়, গানে, অভিনয়ে শিশুরা নিজেদের কল্পনাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করতে চায়। পঠন প্রস্তুতির নামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণীতে শিক্ষক মহাশয়গণ শিশুদের জীবনের আনন্দময় যে রূপ সেটিকে যেন ক্ষুণ্ণ হতে না দেন। বস্তুতঃপক্ষে ভাষা ও সৌন্দর্য বিকাশের ক্ষেত্রে সুন্দর পরিবেশ রচনার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরণের উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের সময় শিশুদের এসব কাজে অংশ নিতে উৎসাহ দিতে হবে।

ঘ] গল্পের আসর ঃ

শিশুর ভাষা বিকাশে, ভাষার আগ্রহ সৃষ্টিতে গল্প বলা গল্প শোনার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা আছে। গল্পের দৈর্ঘ্য খুবই ছোট বা বড় যাইহোক না কেন—শিশুর কৌতুহল বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গল্পটি অঙ্গভঙ্গী সহকারে উপস্থাপিত হলেও হৃদয়গ্রাহী হতে পারে। গল্পের শেষে শিক্ষক মহাশয় সাধারণভাবে কয়েকটি প্রশ্ন রাখতে পারেন—যাতে শিশুর গল্পের মূল সূত্রগুলি আরেকবার ঝালাই করে নেবার সুযোগ এবং উত্তর দিতে পারে। যে সব শিশুরা সহজে ধরতে পারবে তাদের নিজের মত করে গল্পটা বলতে উৎসাহীত করতে হবে। নিয়মিত গল্প বলার ফলে শিশুদের মধ্যে মনোযোগ সহকারে শোনার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে—তাদের বাচনিক শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হবে।

পঠন সংক্রান্ত ক্ষিপ্রতা বা প্রস্তুতির জন্যে আরও কতকগুলি কাজকর্ম করা যেতে পারে। যেমন ছবি দেখতে বলা, ছবির বিভিন্ন অংশ মেলানো, দুটি প্রায় একই ধরণের ছবির খুঁটিনাটি বলতে বলা যায়। তাছাড়া ছবিতে কি ঘটনা ঘটছে—কে কি করছে তা বলতেও উৎসাহ দেওয়া যায়। শিশুরা যাতে পূর্ণ বাক্যে মনের প্রকাশ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

পঠন সামর্থ্য

প্রথম শিক্ষার্থীদের কিভাবে বর্ণ শেখাতে হবে, কিরূপে সহজ বিষয়বস্তু পঠনে অভ্যস্ত করাতে হবে সে সম্পর্কে কিশলয় পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর শেষ দিকে কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম দিকের কিছু পরে শিক্ষার্থীরা যখন কিছু কিছু স্বাধীন পাঠে [গল্প-কবিতা-জীবনকাহিনী প্রস্তুতি] অভ্যস্ত হচ্ছে তখন থেকে তাদের মধ্যে দ্রুত মৌল পঠন দক্ষতা অর্জন এবং আরও পরিণত পঠনের আগ্রহ ও অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়োজন।

নিছক শব্দ প্রতিরূপ চেনার ব্যাপারটাকে পুরোপুরি পঠন সামর্থ্য অর্জন বলা যাবে না। লেখক তাঁর লেখায় কি বলতে চেয়েছেন তা আবিষ্কার করবার জন্যে পাঠকের একদিকে যেমন শব্দ-পরিচিতি প্রয়োজন, তেমনি অপরদিকে শব্দার্থও জানা দরকার। আবার একটি শব্দের অর্থ জানাই যথেষ্ঠ নয়, বাক্যের অর্থ কি তাও জানতে হয় এবং পরবর্ত্তী বাক্যের সঙ্গে পূর্ববর্ত্তী বাক্যের যোগসূত্রও স্থাপন করতে হয়। লেখক "আসলে কি বলতে চেয়েছেন", কোন্ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, কোন্ অনুভূতি জ্ঞাপন করেছেন, পঠনের সময় এসব নজর এড়িয়ে গেলে পাঠকের সঙ্গে তোতাপাখির তেমন কোন পার্থক্য আর থাকে না। দেখা গেছে পঠন ক্রিয়ার সঙ্গে কমবেশী পরিচিত হলেও এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে সর্বদা সকলে সচেতন নহেন। কিছু বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে এটা একান্তই আবশ্যক, যেহেতু যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, পঠন এক ধরণের দক্ষতা—এটা আয়ত্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণীয়। অভিজ্ঞতা সংযুক্ত করে মুদ্রিত পাতার অর্থ পাওয়া সম্ভব এবং এই যে অর্থ পাওয়া তা নিছক আক্ষরিক [literal] অর্থ নয়, সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অর্থ [related meanings] অবং অন্তর্নিহিত [implied] অর্থও গঠনের

দ্বারাও পাওয়া সম্ভব। একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কিশলয়ে "আসলকথা" নামে একটি কবিতা আছে। কবিতাটি বারবার পড়াবার সময় শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্ন রাখা যায়—আসল কথাটা কি? "আসল কথা দুটি তো নয় / একটি মেয়েই মোটে"—তা কেমন করে? কিভাবেই? মেয়েটি মিঠে দক্ষিণ হাওয়া? কাকে তোমার ভাল লাগবে—ছিঁচকাদুনিকে না খুশির মূর্তিকে?

এভাবে পঠনের ফলেই ছাত্রছাত্রীরা পঠনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করতে শিখবে এবং বুঝবে নিছক শব্দ উচ্চারণ করাটাই পঠন নয়। প্রকৃতপক্ষে পঠন প্রক্রিয়ার প্রধান কয়েকটি স্তর হল—

- মুদ্রিত পাতার শব্দ প্রতিরূপ;
- পাঠকের চোখ মুদ্রিত লিপির ছাপ গ্রহণ করে, শব্দগুলো লক্ষ্য করে;
- মস্তিষ্কে এই খবর পৌঁছে যায়;
- শব্দগুলো চেনা হলে সঙ্গে সঙ্গে তার ধ্বনি ও অর্থ পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়। অচেনা শব্দ হলে শিক্ষক মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে বা অন্য কোনো ভাবে সে তার অর্থ আবিষ্কার করে;
- ক্রমশঃ সম্পূর্ণ বাক্য এবং বাক্য পরম্পরায় অর্থ তার কাছে সুপরিস্ফুট হয়। পঠন যতই এগোতে থাকে ততই তার অর্থও সুবিন্যস্ত হতে থাকে;
- বাক্যের অর্থ স্পষ্ট হবার পরে, শিশু তার অভিজ্ঞতার আলোয় সেটিকে যাচাই করে দেখে। যেমন, "মনে হচ্ছে যেন একটা পর্বত ছুটছে" (কিশলয় দ্বিতীয় শ্রেণী পৃষ্ঠা ২২) বাক্যটির কোনো গূঢ় অর্থ আছে, নাকি শব্দার্থ যা বুঝায় তাই? এটা কি কোনো মত না তথ্য?
- এরপর পাঠক প্রক্ষোভিক দিক থেকে প্রতিক্রিয়া করে। হয় সে লেখককে আংশিক বা সম্পূর্ণ সমর্থন করে নতুবা অসমর্থন। মনে মনে সে নানারকম যুক্তি খাড়া করে, বিচার করে, আনন্দ পায়, হাসে বা অন্য কিছু অনুভব করে।
- পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠক তার বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যকে যাচাই করে। তার চিন্তা ও আচরণের পরিবর্তন বা পরিমার্জন ঘটে। পাঠকের মানসিক অবস্থা এমন একটা স্তরে পৌঁছায় যার ফলে ভবিষ্যতে প্রয়োজন মাফিক সে এই পঠন অভিজ্ঞতাকে যথোপযুক্তরূপে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।

দেখা যাচ্ছে যে কোন পঠনের একদিকে তার যান্ত্রিক [mechanical] দিক—শব্দ দেখা, চেনা প্রভৃতি আর অপরদিকে তার বিচারবোধ [intellectual] সংক্রান্ত প্রক্রিয়া স্মরণ করা, বিচার করা, আস্বাদন বা মূল্যায়ন প্রভৃতি থাকে। পঠনের যান্ত্রিক দিকের ফলশ্রুতি হল তার পঠন কৌশল [technique], বৌদ্ধিক দিকের ফলশ্রুতি হল উপলব্ধি বা আয়ত্ত করা [comprehension]

পঠনসামর্থ্য প্রসঙ্গে উল্লিখিত দিকগুলি স্মরণ রেখে বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্য পরিচালিত হলে পঠন-পাঠন এবং মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের কাছেই তা সহায়ক হবে।

লিখন সামর্থ্য

পঠন সামর্থ্যের মত লিখন সামর্থ্যও শিক্ষার্থীকে সুপরিকল্পিতভাবে অর্জন করতে হয়। প্রথম শিক্ষার্থীর বর্ণ লিখনের কলাকৌশল কিরূপ হবে, সে সম্পর্কে "লেখার আগে আঁকো আর আঁকো" শীর্ষে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রেণী অনুসারে ধাপে ধাপে শিশুর লিখন সামর্থ্য কোন্ দিকে রূপ নেবে সে সম্পর্কেও শিখনের ক্রমোন্নত রূপরেখা ও প্রান্তীয় সামর্থ্য অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

লিখবার যে আকাঙ্খা, তার মূল রয়েছে নিজেকে প্রকাশের বা আত্মপ্রকাশের যে স্বাভাবিক বাসনা মানুষ মাত্রেই আছে তারই মধ্যে। সামান্য একটা পেন্সিল বা চকখড়ি নিয়ে খেলাচ্ছলে শিশু সহজ আঁকিবুকি থেকে ক্রমশঃ জটিল বস্তুও অংকন করে। এভাবেই তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জন্মায় এবং এক সময় সে অনুভব করে আঁকার মাধ্যমে সে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। শিশু শিক্ষার্থী শিক্ষক মহাশয়কে লিখতে দেখে, বুঝতে পারে শব্দগুলো কিছু না কিছু বলছে। সে তার নিজের আঁকা ছবিরও নাম দিতে চায়। শিশুর ভেতরের তাগিদ আর বাইরের পরিবেশের প্রয়োজন লেখার মধ্যে দিয়ে প্রকাশে তাকে উন্মুখ করে তোলে—

শিশু তার উপহার পাওয়া জিনিসপত্রে নাম লিখতে চায় ;
সে তার আঁকা ছবির নাম দিতে চায় ;
নানা কারণে শিশু নিমন্ত্রণ চিঠি লিখতে চায় ;
সে দূরের আত্মীয়দের চিঠি লিখে খবর দিতে চায় ;
বিদ্যালয়েও নতুন নতুন শেখা শব্দ তাকে লিখতে হয় ;
পর্যবেক্ষণজাত সহজ সহজ বিষয় লিখে রাখতে হয় তাকে ;
এক সময় পরীক্ষায় বসে উত্তরও লিখতে হয় শিশুকে।

দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ে হাতের লেখা লিখন কার্যক্রম শিশুকে হাতের লেখায় কুশলী করে তোলার চেয়েও অধিকতর তাৎপর্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এর ফলে সে আত্মপ্রকাশে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। অপরের মনের আবেগ, বাসনা, মনোভাবের পরিচয় যেমন লেখার মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায়, তেমনি লেখার মধ্যে দিয়েই শিশুমনের কল্পনা আবেগ মুক্তির পথ পায়। বস্তুতপক্ষে আগেকার দিনের নিছক আদর্শলিপি দেখিয়ে বা বর্ণের উপর দাগ বুলিয়ে লিখন শেখাবার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, সেটা শিশুমনের কাছে আকর্ষণীয় মনে হত না। নিজেকে প্রকাশের স্বাভাবিক তাগিদের মধ্যেই লেখার ইচ্ছা আসে—বিদ্যালয়ে সেরকম পরিবেশই রচনা করা দরকার।

স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন এবং যুক্তিসঙ্গত দ্রুতগতিতে লেখার জন্য শিশুর বয়স, সামর্থ্য, প্রকৃত আগ্রহ এবং প্রয়োজনকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। হাতের লেখার ক্ষেত্রে শিশুর ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথাও বিবেচনা

করতে হবে। হাতের লেখার মধ্যে যে জটিল শারীরিক প্রক্রিয়া আছে, বাহু, হাত ও আঙ্গুলের ব্যবহারও অবস্থানের এমন সব কৌশল আছে, যেগুলি সাধারণ পরিবার থেকে যে সব শিশু আসে তাদের মধ্যে থাকে না। এজন্যই পঠনের মত লিখনের ক্ষেত্রেও প্রস্তুতি কার্যক্রম একান্ত আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে, মোটামুটি পড়তে শেখার প্রাকপর্বেই লিখন প্রস্তুতি কার্যক্রম থাকবে, যাতে পরবর্তীকালে পঠনের সঙ্গে সঙ্গে শিশু লিখতেও পারে।

বাড়ীতে শিশুরা খেলাধুলা এবং নানারকম কাজকর্মের সময় যে অভিজ্ঞতা লাভ করে সেটাকে অবলম্বন করেই হাতের লেখা প্রস্তুতি কার্যক্রম হবে। আবার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করেই শিশুর কাছে অর্থবহ এমন কিছু অবলম্বন করে হাতের লেখা অভ্যাসের কাজ এগোতে থাকবে। লেখার সাজসরঞ্জাম এবং হাতের অবস্থান সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। পেন, পেন্সিল, খড়ি ইত্যাদি যে সব সরঞ্জাম সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব,—যেগুলি দিয়ে মোটা হরফে লেখা যায়, যেগুলি শিশুরা সহজে ধরতে পারবে, এমন কিছুকেই লেখার জন্য বেছে নেওয়া যেতে পারে। শিশু ব্ল্যাকবোর্ডে লেখার সময় কিভাবে দাঁড়াবে, বেঞ্চে বা মেঝেতে বসে লেখার সময় কিভাবে বসবে—কাগজ বা শ্লেট কিভাবে রাখবে তাও দেখিয়ে দিতে হবে। কলমের কোথায় কিভাবে ধরতে হবে তাও প্রতিটি শিশুকে শিখিয়ে দিতে হবে। বাংলা বর্ণমালা লেখার সময় মাত্রা, অর্ধমাত্রা বা মাত্রাহীনতার দিকে শিশুকে সজাগ রাখতে হবে। এ বিষয়ে সুরুতেই সতর্ক না হলে পরবর্তীকালে শিশুর লেখায় গুরুতর অসংগতি দেখা দিতে পারে।

অভ্যাসের ফলে শিশুর হাতের লেখায় দেখা দেবে সংগতি (uniformity), আসবে ধারাবাহিকতা (continuity), আসবে ছন্দ সুষমা (rhythm), তার অঙ্গুলির নাড়াচাড়া হয়ে উঠবে সহজ সাবলীল।

প্রকৃতপক্ষে শিশুর হাতের লেখার গতি এবং গুণ (speed and quality) পরিমাণ করেই বলা যাবে লিপি লিখনে তার কুশলতা কতদূর অর্জিত হয়েছে।

৪. পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্যান্য বিষয় ও কাজ অবলম্বনে মাতৃভাষার সামর্থ্য অর্জন

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষা বাংলা পঠনপাঠনের যে সকল উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, শিশুরা যে সব সামর্থ্য অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে, সেগুলি কেবলমাত্র পাঠ্যবই অবলম্বনেই অর্জিত হবে না। বিদ্যালয়ের সময়সূচী এরূপে নির্ধারিত হবে, মাতৃভাষা বাংলা পঠনপাঠনের কাজ এরূপে পরিচালিত হবে, যাতে পাঠ্য বই ছাড়া ও অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ও কাজ অবলম্বন করে, ভাষার সামর্থ্য অর্জনে শিশুদের সহায়তা করা হবে। পাঠ্য বই এর বাইরে কোন্ কোন্ বিষয় এবং কাজ অবলম্বন করে ভাষার সামর্থ্য অর্জনে শিশুদের সহায়তা করা যাবে, সে বিষয়ে "সময় পত্রিকা" অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. পাঠ্যবই ও ভাষার সামর্থ্য অর্জন

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রাথমিক স্তরে শিশুদের ভাষা শিক্ষার যে পুস্তকক্রম প্রকাশ করেছেন,—বিশেষতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য সেগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—

- শিক্ষার্থী শিশুদের বয়স, পছন্দ, চাহিদা, পরিবেশ এবং শিখন-সামর্থ্য অনুসারে বিষয়বস্তুর সংকলন এবং বিন্যাস করার চেষ্টা হয়েছে ;
- বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় সেগুলি গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে ক্রমকঠিন আকারে দেবার চেষ্টা হয়েছে। বাস্তব জীবন ও ঘটনার সঙ্গে বিষয়বস্তুর যোগসূত্র রাখার চেষ্টা আছে ;
- প্রতিটি পাঠই সচিত্র, যাতে শিশুদের আগ্রহ ও উপলব্ধির সহায়ক হয় ;
- প্রতিটি পাঠ এর গোড়াতেই (স্বাধীন পাঠ এর জন্য গল্প কবিতাদি থাকে) নির্দিষ্ট পাঠের মূল সামর্থ্য, যেমন আ-কার যোগ বা 'ম্ভ' দিয়ে শব্দ গঠন ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে ; প্রতিটি পাঠের শেষে সামর্থ্য অর্জনের সহায়ক পুনরায় অনুশীলন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুশীলনী সংযুক্ত আছে ;
- পাঠ্য বইতে পঠন-লিখন প্রস্তুতির জন্য ছড়া ও লিপি লিখন কৌশলেরও উল্লেখ আছে ;
- যেহেতু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে মাতৃভাষা এবং গণিত এর পাঠ্য বই ছাড়া অন্য কোনো বই নাই সেজন্যে মাতৃভাষার পাঠ্য বই এর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। তাহল অন্যান্য বিষয়ে শিশুদের আগ্রহসৃষ্টি এবং সহায়তার জন্য মাতৃভাষার পাঠ্য বইটির বিষয়বস্তুর সংকলন। স্বাস্থ্য অভ্যাস, শারীর চর্চা, পরিবেশ পরিচিতি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সৃজন ও উৎপাদনধর্মী কাজের ক্ষেত্রে সহায়ক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে মাতৃভাষার বইটি যাতে সহায়ক হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

৬. মাতৃভাষার পাঠ্যবই-এর পঠনপাঠন

প্রথম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত মাতৃভাষার পাঠ্যবই কিশলয়-এর পঠনপাঠন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা "শিক্ষক মহাশয়দের প্রতি" শীর্ষক অধ্যায়ে পাঠ্যবই-এর প্রারম্ভেই সন্নিবেশিত হয়েছে। উল্লিখিত দিক্ নির্দেশ এবং এই পুস্তিকার বাংলা পড়ানো প্রসঙ্গে যেসব সাধারণ কথা বলা হয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে কোনো একটি বিশেষ পাঠ বা পাঠ এককসমূহ কিভাবে উপস্থাপিত করলে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা হতে পারে তা পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে উল্লেখ করা হোল।

নিম্নলিখিতরূপ পরিকল্পনা অনুসারে বিশেষ একটি পাঠ একক / পাঠ একক সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে—

- সামর্থ্য
- প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ
- শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন
- শিক্ষক মহাশয়ের কাজ / শিক্ষার্থীদের কাজ
- শিক্ষার্থীদের সরব পঠন এবং
- মূল্যায়ন

উল্লিখিত শীর্ষগুলিতে যে সব বিষয় আলোচিত হয়েছে তা হল—

সামর্থ্য

কোনো একটি বিশেষ পাঠ-একক বা কাজের শেষে শিক্ষার্থীর মধ্যে যে বিকাশধর্মী আচরণগত পরিবর্তন আশা করা হচ্ছে সেগুলিকেই সামর্থ্য (competency) বলা যেতে পারে। ঠিক ঠিক শিখন হলে শিক্ষার্থী নতুন এবং ভিন্নতর ক্ষেত্রে ও অধীত বিষয়কে পুনরায় কাজে লাগাতে সক্ষম হবে। কোনো একটি পাঠ-একক বা কাজের মধ্যে একাধিক শিক্ষণীয় দিক থাকতে পারে,—সেগুলির প্রত্যেকটিকে চিহ্নিত করা গেলে পঠনপাঠন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব। প্রত্যেকটি পাঠ-একক উপস্থাপনের সময় মোটামুটিভাবে প্রধান প্রধান সামর্থ্য যা শিক্ষার্থী অর্জন করতে পারবে, সেগুলিকে লেখা হয়েছে। আবার একাধিক পাঠ এককের মধ্যেও যে বিশেষ একটি বা একাধিক সামর্থ্য অর্জনের দিক থাকলে সেটিকেও পুনরায় সেই পাঠের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষক মহাশয়কে সচেতন রাখার প্রয়োজনেই বারবার এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

কোনো একটি বিশেষ পাঠ উপস্থাপনের আগে, যে যে সামর্থ্য শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে বলে আশাকরা হচ্ছে, তার কথা মনে রেখে, কৌতূহল, আগ্রহ, উপযুক্ত পরিবেশ রচনার জন্য যে যে স্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে তার কিছু কিছু সহজ ইঙ্গিত রাখা হয়েছে। বলাবাহুল্যমাত্র এগুলি নির্দেশাত্মক ধর্ম্ম নয়—এছাড়াও পরিস্থিতি অনুসারে শিক্ষক মহাশয় অন্য কিছু প্রসঙ্গের অবতরণা করতে পারেন। বর্ণযোজনা বা বুদ্ধিবল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সেগুলির লিখন এবং উচ্চারণ কৌশল পাঠদানের আগেই শেখানো প্রয়োজন। এ বিষয়েও কিছু ইঙ্গিত মাত্র রাখা হয়েছে—শিক্ষক মহাশয় সুবিধামত ভিন্নভাবে ও প্রারম্ভিক প্রসঙ্গের অবতরণা করতে পারেন।

শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন

সরব পঠন সম্পর্কে শিক্ষক মহাশয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং ধারণার পটভূমিকায় এটুকু বলা যেতে পারে, শিশুদের যথাযথ সামর্থ্য অর্জন, অর্থবহ উপলব্ধির ক্ষেত্রে আদর্শ সরব পঠনের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

প্রয়োজনমত একাধিক বার সরব পঠন শোনানো যেতে পারে। শিক্ষক মহাশয়ের সরব পঠন সকল সময়েই উদ্দেশ্যপূর্ণ হবে। প্রয়োজনমত সম্পূর্ণ বা কিছুটা অংশের, এমন কি একটি মাত্র বিশেষ বাক্যের সরব পঠন তিনি শোনাবেন। স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণ, সুন্দর সতেজ কণ্ঠস্বর এবং যথাযথ আবেগসহ ধীরগতিতে পঠন হলে শিক্ষার্থীদের কাছে তার প্রভাব আকর্ষণীয় এবং অর্থবহ হয়ে উঠবে। বলাবাহুল্যমাত্র শিক্ষক মহাশয়ের পঠনের সময় আঞ্চলিক টান পরিহার করবার দিকে সতর্ক থাকতে হবে। বাংলা বর্ণমালা ও শব্দের কতকগুলি বিশেষ ধরণের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের দিকেও তাঁর আগে থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

শিক্ষক মহাশয়ের কাজ / শিক্ষার্থীদের কাজ

কোনো নির্দিষ্ট পাঠ একক পরিচালনার সময় শিক্ষক মহাশয় কি করবেন এবং শিক্ষার্থীরাই বা কি করবে তার কিছু কিছু ইঙ্গিত রাখা হয়েছে। এগুলি ইঙ্গিতমাত্র—অন্যরূপও করা যেতে পারে। "খুঁজে দেখো / লক্ষ্য কর", শব্দ আর অর্থ শেখো (অর্থ সংকেত, প্রসঙ্গ সংকেত বা উদ্দেশ্যপূর্ণ সরব পঠনের সাহায্যে) "পড়ো আর লেখো" ইত্যাদি উপশীর্ষে যে সকল কাজের উল্লেখ আছে, সেগুলির অন্যতম লক্ষ্য হল ঐ পাঠটিতে যে বা যে সকল সামর্থ্য শিক্ষার্থীদের অর্জন করতে হবে, সেগুলি তারা যেন বারবার বিভিন্ন উপায়ে অনুশীলনের সুযোগ পায়। বারবার মুখে বলে বা লিখে বা পড়ে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সামর্থ্যটি অর্জনের সুযোগ পাবে। লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষার্থীরা স্ব-প্রচেষ্টায় শিখনে যাতে অধিকতর উৎসাহিত হয়। এ কারণেই শব্দের অর্থ সরাসরি বলে দেবার পরিবর্তে শিক্ষার্থীরা যাতে সেটি আবিষ্কার বা অনুমান করতে পারে তার জন্য নানারূপ প্রসঙ্গ বা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে শিক্ষক-ছাত্র সংখ্যার অনুপাত, বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ এবং আরও কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এসব কাজ সুবিধামত পরিচালনা করা দরকার।

শিক্ষার্থীদের সরব পঠন

ভাষার বিবিধ সামর্থ্য অর্জনে বিশেষতঃ বানান উচ্চারণ শুদ্ধি এবং অর্থ উপলব্ধির ক্ষেত্রে সরব পঠনের (একক বা সমবেত) বিশেষ গুরুত্ব ও প্রয়োজন আছে বিবেচনা করেই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সরব পঠন পরিচালিত হয়। শিক্ষক মহাশয়গণ লক্ষ্য করবেন এই পুস্তিকাতে নির্দিষ্ট পাঠ-এককটি উপস্থাপনার সূচনাতেই শিক্ষার্থীদের সরব পঠনের কথা যে বলা হয়নি—তার অন্যতম কারণ হল শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ পঠন শ্রবণের পরে শিক্ষার্থীদের সরব পঠন হলে তা উল্লিখিত সামর্থ্যগুলি অর্জনের সহায়ক হবে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয় যদি মনে করেন শিক্ষার্থীদের সরব পঠন পাঠের সূচনাতেই হলে ভাল হয়, তাহলে সেভাবেও তিনি পাঠ পরিচালনা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা পঠনের সময় কিভাবে বসবে বা দাঁড়াবে, বই কিভাবে ধরবে, বিশেষ ধরণের বানানের কোন্ কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখবে, বাংলা শব্দের উচ্চারণের যে সকল প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিরাম চিহ্ন

প্রভৃতির যথাযথ অনুসরণ করছে কিনা শিক্ষক মহাশয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। চোখের থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে বই না ধরলে ভুল দেখার সম্ভাবনা আছে, ভুল দেখলে ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থেকে যায় এবং ভুল উচ্চারণের ফলে ভুল বানান শেখার সম্ভাবনা আছে। শুধু তাই নয় ঠিক অর্থের বদলে অন্য অর্থও বুঝার সম্ভাবনা আছে। বাংলা শব্দের উচ্চারণ ধ্বনির প্রধান প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শিক্ষক মহাশয় পূর্বেই পরিচিত হবেন বলেই আশা করা যায়।

যেমন, আদ্য অ—জল, ফল, অবাক (শব্দের উচ্চারণের সময় আবার আদ্য ধ্বনিতে ঝোঁক আসে) অনেক সময় আবার এটা 'ও'-কার এর মত উচ্চারিত হয়—খই (খোই), রবি, (রোবি), নদী (নোদী) ইত্যাদি।

অন্ত-অ : কোথাও অনুচ্চারিত, কোথাও বা 'ও'-কার এর মতো উচ্চারিত হয়। বাংলা শব্দের অন্ত্য-অ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চারিত হয় না। ফলে ঐ সব শব্দের শেষ ব্যঞ্জনটি হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ শব্দের শেষে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না।

যেমন—গৃহ, দেহ, পুলকিত (অন্ত্য-অ উচ্চারিত)। কিন্তু "ঐ বক ধর ধর। এই উট চল চল" এটি পড়তে হবে—ঐ বক্ ধর্ ধর্। এই উট্ চল্ চল্। তেমনি 'আজ উৎসব' পড়তে হবে—আজ্ উৎসব্। কিন্তু "তৃণ, নৃপ, মৃগ, তৈল" ইত্যাদির অন্ত্য-অ উচ্চারিত সেজন্যে এগুলিকে তৃণ্, নৃপ্, মৃগ ইত্যাদি রূপে পড়া যাবে না।

এ-কার : এই বর্ণটিরও স্বাভাবিক ও বিকৃত দুটি ধ্বনিই আছে। বিকৃত বলে এ অ্যা-র মতো উচ্চারিত হয়।

যেমন—রেখা, দেশ, সেতু, নেতা, কেষ্টা ইত্যাদি।

কিন্তু ফ্যানা (ফেনা), ব্যালা (বেলা), দ্যাখ (দেখ), খ্যালা (খেলা), অ্যাকা (একা), অ্যাকটা (একটা), য়্যাক (এক) ইত্যাদি।

এছাড়াও আরও যে সকল উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলির সঙ্গেও শিক্ষক মহাশয় নিজেকে পরিচিত রাখবেন। প্রসঙ্গক্রমে এটাও উল্লেখ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে আঞ্চলিক উচ্চারণ থাকলে পাঠ্য বই পঠনের সময় শিক্ষক মহাশয়কে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে যাতে তার প্রভাব না পড়ে। যদিও একথা সত্য বিদ্যালয়ের বাইরে গৃহে ও সমাজেই শিশুরা বেশী সময় থাকে—তবু বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনকালে বাংলা ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ আয়ত্তের দিকেই শিশুরা যাতে মনোযোগী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

একক সরব পঠনের সময় অন্যরা যাতে মনোযোগী থাকে তাও যেমন লক্ষ্য লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন তেমনি সমবেত সরব পঠনের সময় যাতে কেউ ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস আয়ত্ত না করে সেদিকে ও সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

৭. মাতৃভাষা শিক্ষার উপকরণ

যে কোনো বিষয় পঠনপাঠনের সময় নানারকম শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ থাকলে ভাল হয়। এর ফলে শিক্ষার্থী একই সঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগায় ফলে শিখন হয় দ্রুত এবং স্থায়ী। কিন্তু আমাদের দেশে প্রাথমিক-বিদ্যালয়গুলির সহায়সম্পদ এরূপ যে খুববেশী শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ নাই। একারণেই মাতৃভাষার বিভিন্ন পাঠগুলি উপস্থাপনের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৃথকভাবে শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহারের কথা বলা হয়নি। এর অর্থ এটা নয় যে শিক্ষক মহাশয় সুযোগ-সুবিধামত স্থানীয়ভাব সংগ্রহযোগ্য বা সুলভ কোনোরূপ-শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার করবেন না।

পাঠ্যবই, ব্ল্যাকবোর্ড, নানারকম ছবি সব সময়েই ব্যবহারের সুযোগ আছে, এবং ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে খুব বেশি পরিমানে এগুলির ব্যবহার করা দরকারও। কেননা এগুলি শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের কাছেই থাকা সম্ভব। পাঠ্যবই এর ছবিগুলিকে সব সময়েই শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি, কৌতূহল বৃদ্ধি, অর্থ-উপলব্ধির কাজে ব্যবহার করা যায়। ব্ল্যাকবোর্ডকে লেখার কাজে ব্যবহার ছাড়াও, রঙীন চকের সাহায্যে ছবি আঁকার কাজেও শিক্ষক মহাশয় ব্যবহার করতে পারেন। বস্তুতঃপক্ষে শিক্ষক মহাশয়ের আঁকা ছবি—সবসময়েই ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দ দেয় তাঁদের মধ্যে প্রেরণা জাগায়। যে সব জিনিস শিশুদের অভিজ্ঞতায় বা পরিবেশে নাই সেগুলি ছবি-মডেলের সাহায্যে দেখাতে পারলে ভাল হয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল, সহায়ক উপকরণ যেন শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা করে। অনাবশ্যক, অপ্রয়োজনীয় বা আড়ম্বরপূর্ণ কোন উপকরণ শ্রেণীতে উপস্থিত করলে শিখনে সহায়তার বদলে বাধাই সৃষ্টি করে; শিক্ষার্থীর আগ্রহ অন্যদিকে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহারের সময় নির্দিষ্ট পাঠের ক্ষেত্রে উপকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, থাকলে কতটুকু আগেই তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং তদনুসারে যথাসময়ে সেটি ব্যবহার করা দরকার।

৮. সামর্থ্য-নির্ভর মূল্যায়ন

"প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কোন বহিঃপরীক্ষা থাকবে না। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কোনো শ্রেণীতেই কোনো শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবর্ষান্তে আটকে রাখা হবে না। সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনবোধে কাম্য উপযুক্ততা অর্জনের জন্য কোনো কোনো শিক্ষার্থীকে পঞ্চম শ্রেণীতে অতিরিক্ত এক বছর রাখা যেতে পারে।" প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর (পৃষ্ঠা-৯) এই কথাগুলির প্রকৃত তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগ প্রকাশিত "প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়ন" পুস্তিকাতে মূল্যায়ন সম্পর্কে যে বিষয়গুলি রাখা হয়েছে, আশাকরা যায় শিক্ষক মহাশয়গণ তার সঙ্গে পরিচিত আছেন। এই সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও স্মরণ রেখে মূল্যায়নের কাজ পরিচালনা করা যেতে পারে।

ঃ মূল্যায়ন বলতে কেবল নম্বর দেওয়া বা ক, খ, গ মান নির্ধারণ করা কিংবা খুব ভাল, ভাল,

মাঝারি ইত্যাদি বলা নয়। শিক্ষার্থীকে অন্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে তুলনা করে দলের মধ্যে তার স্থান নির্ধারণ করা মূল্যায়নের উদ্দেশ্য নয়।

ঃ বিদ্যালয় পাঠ্য কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব নিরূপনের মধ্যেও মূল্যায়ন সীমাবদ্ধ নয়, বরং দক্ষতা, অভ্যাস, আগ্রহ দৃষ্টিভঙ্গী মূল্যবোধ ইত্যাদি বিকাশের অগ্রগতি যাচাই করাই মূল্যায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঃ সুতরাং নিছক জ্ঞান বা তথ্য পরীক্ষার পরিবর্তে যথাযথ সামর্থ্য অর্জিত হয়েছে কিনা তা দেখাই মূল্যায়নের উদ্দেশ্য।

ঃ যেহেতু বিভিন্ন সামর্থ্যের অধিপত্যজ্ঞাপক শিখন (Mastery level learning) সুনিশ্চিত করাই মূল্যায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য, সেজন্যে কেবল বছরের শেষে বার্ষিক পরীক্ষার সাহায্যে নয়, ধারাবাহিকভাবে মাঝে মাঝেই বা কিছু সময় পরপর একেকটি অধ্যায় বা একক বা কাজের বা সামর্থ্যের মূল্যায়ন করা আবশ্যক।

ঃ যেহেতু সামর্থ্যটি ঠিক ঠিক অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখা মূল্যায়নের উদ্দেশ্য, সেজন্যে শিখনের ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা নির্ধারণ, তার কারণ বিশ্লেষণ, শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তিসামর্থ্য নির্ধারণ করা একান্ত আবশ্যক, যাতে শিক্ষক মহাশয় প্রয়োজনমত সংশোধনধর্মী [Remidial teaching] শিক্ষা-কৌশল অবলম্বন করতে পারেন।

ঃ পর্যবেক্ষণ, মৌখিক, লিখিত এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার সাহায্যে মূল্যায়ন করা গেলেও প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ এবং মৌখিক পরীক্ষার উপরেই বেশী নির্ভর করা যেতে পারে। ভাষারক্ষেত্রে প্রধানত মৌখিক এবং লিখিত পরীক্ষার সাহায্য নিতে হবে।

ঃ সম্পূর্ণ বইটি পঠনপাঠনের শেষে শিক্ষার্থীরা যখন নির্দিষ্ট বিষয়ে অধিকাংশ সামর্থ্য অর্জন করেছে তখন একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হল যখন পঠনপাঠন চলছে তখন অধ্যায় বা পাঠ-এককের মধ্যে যে সকল সামর্থ্য অর্জনের কথা, সেগুলি শিক্ষার্থী ঠিক ঠিক অর্জন করতে পারছে কিনা, না পারলে কোথায় অসুবিধা হচ্ছে, পারলে কতটুকু পারছে ইত্যাদি যাচাই করে দেখা।

মূল্যায়ন প্রসঙ্গে উল্লিখিত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে মাতৃভাষা বাংলার যে সকল সামর্থ্য শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই অবলম্বন করে বা পাঠ্যবই ছাড়া অন্যান্য বিষয় বা কাজ অবলম্বন করে অর্জন করবে তার মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

পাঠ্যবই এবং এই পুস্তিকার প্রতিটি পাঠ-এককের শেষে সামর্থ্য-নির্ভর মূল্যায়নের পর্যাপ্ত ইঙ্গিত রাখা হয়েছে। শিক্ষক মহাশয়গণ এছাড়াও অন্যান্য ভাবে পঠনপাঠন চলাকালে মাঝে মাঝেই মূল্যায়ন করতে পারেন। আবার বৎসরান্তে সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলি অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ, কথনের দ্রুততা-শুদ্ধতা, লিখনের গতি এবং গুন, শ্রবন সামর্থ্যের, পঠন সামর্থ্য প্রভৃতির মূল্যায়ন করতে পারেন।

"..... ....কেউ কাউকে শিক্ষা দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই সুশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই, এমনকি এক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই ; এবং আমরা অমাদের ছেলেমেয়েদের তাঁদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিন্ত থাকি, এই বিশ্বাসে যে যেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে তারা বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যে ও দান গ্রহণ সাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারেই ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়।

—প্রথম চৌধুরী

পড়ার আগে
শোনো আর বলো

১. সামর্থ্য

শিক্ষার্থী—ক] শিক্ষক মহাশয়ের পঠন ধৈর্য্যসহকারে শোনার ক্ষমতা অর্জন করবে ;

খ] শুদ্ধ উচ্চারণ, শ্বাসাঘাত এবং সুরভঙ্গী সহকারে সমবেতভাবে আবৃত্তি করতে পারবে ;

গ] ছবিতে যা দেখল, ছড়ায় যা শুনল তা নিয়ে সহজ কথাবার্তার অংশ নিতে পারবে ;

ঘ] আনন্দময় আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে [একক বা সমবেত] উচ্চারণের জড়তা কাটিয়ে তুলতে সমর্থ হবে ।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] ছড়াগুলি পঠনপ্রস্তুতি সহায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হবে । [পঠন প্রস্তুতি কার্যক্রমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই পুস্তিকার অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে ।]

খ] শিক্ষক মহাশয় পাঠের জন্য নির্ধারিত ছড়াটি একটি বড় কাগজে বা গোটানো / সাধারণ ব্ল্যাকবোর্ডে আগে থেকে বড় হরফে লিখে রাখলে ভাল হয় । সম্ভব হলে ছবি এবং রঙীন কালি বা চক ব্যবহার করা যায় ।

গ] শিক্ষক মহাশয় প্রত্যেক শিশুকে তার বইয়ের পাতায়, পঠনের জন্য নির্ধারিত ছড়াটি খুঁজে বের করতে সহায়তা করবেন । ছড়ার সঙ্গে যে ছবিটি আছে প্রথমে সেদিকে শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন ।

নিম্নরূপ প্রশ্নাবলীর সাহায্যে ছবির খুঁটিনাটি বিষয়ে বিশেষ করে যে সব শব্দ ছড়ায় ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলির প্রসঙ্গে সহজ কথাবার্ত্তা বলবেন । শিশুরা আলোচনায় অংশ নেবে । তাদের ভাসাভাসা অস্পষ্ট কথাবার্তাকে শিক্ষক মহাশয় সম্পূর্ণ করে পূর্ণ বাক্যে পুনরায় শোনাবেন । যেমন ছবিতে কি কি দেখা যাচ্ছে,—এ প্রশ্নের উত্তরে শিশুদের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দেবার সম্ভাবনা,—ছবির সবগুলি বিষয় তাদের কাছে পরিচিত

নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয় শিশুদের কাছে ছবির বিষয়গুলি স্পষ্ট করে তুলে ধরবেন এবং ছড়ায় ব্যবহৃত শব্দগুলি আলাদা আলাদা ভাবে উচ্চারণ করবেন।

যেমন—"আতা গাছে তোতা পাখি".....

এই ছড়ার সঙ্গে দেওয়া ছবিতে কি কি দেখা যাচ্ছে, এ প্রশ্নের জবাবে শিশুরা সাধারণভাবে গাছ, ফল, পাখি, বাচ্চা ছেলে, বুড়ী মানুষ, পাখা ইত্যাদির কথাই বলবে। এ সময় শিক্ষক মহাশয় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছড়ায় ব্যবহৃত শব্দগুলি নিম্নানুরূপভাবে শিশুদের কাছে উপস্থাপিত করতে পারেন—

ঃ গাছে যে ফল দেখছ তার নাম কি ? [আতা]

ঃ কার কার বাড়ীতে আতা গাছ আছে ?

ঃ কে কে আতা খেয়েছ ? আতা খেতে কেমন ?

ঃ আতা গাছে কি পাখি বসে আছে ? [তোতাপাখি]

ঃ তোতাপাখির ঠোঁটটি কি রঙের ?

(তোতাপাখি যে কথা বলা পাখি, দেখতে সুন্দর, অনেক দিন বাঁচে, রূপকথার গল্পের পাখি ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করা যেতে পারে।)

ঃ আতা গাছ ছাড়া ছবিতে আর কি গাছ আছে ? [ডালিম]

ঃ কার কার বাড়ীতে ডালিম গাছ আছে ?

ঃ ডালিমের ফুল কি রকম দেখতে ? ডালিম খেতে কেমন লাগে ?

ঃ কে কে মৌচাক দেখেছ ? মৌচাক কোথায় কোথায় থাকে ?

ঃ মৌমাছিরা কি করে মধু জমায় ? মধু খেতে কেমন লাগে ?

ঃ মধু কে সহজ কথায় আর কি বলা যায় ? [মৌ—মউ]

ঃ ছবিতে কাকে কাকে দেখা যাচ্ছে ?

ঃ ছেলেটি কি পরে আছে ? [মড়মড়ে থান]

(শিশুরা কাপড় বা ধুতির কথা বলবে—কিন্তু মড়মড়ে থান যে পাড়হীন সাদাধুতি সেটা সহজ ভাবে জানাতে হবে)

ঃ ছেলেটির একটা নাম দিতে হলে কি দেবে ? [হীরে দাদা]

ঃ হীরে দাদার পাশে কে বসে আছে মনে হয় ? [ঠাকুর দাদার বৌ]

(শিশুরা সাধারণভাবে বুড়ী মানুষ বলবে, এ ক্ষেত্রে ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা বা ঠাকুরদিদি কথাগুলির উল্লেখ করতে হবে)

ঃ ঠাকুরদাদার বৌ কি পরে আছেন, তাঁর কপালে কি ? ইত্যাদি

ঘ] ছড়ার শব্দগুলি ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে শিশুদের কাছে উপস্থাপনের সময় শিক্ষক মহাশয় উল্লিখিত প্রশ্নাবলী এরূপে ব্যবহার করবেন যাতে একটি গল্পের আদল ফুটে ওঠে। এতে শিশুরা আরও আনন্দ পাবে এবং ছড়াটি শুনতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। যেহেতু ছড়ায় থাকে শিশুমনের খোরাক, যেহেতু ছড়াগুলি ভাবও কল্পনারাজ্যে প্রবেশের চাবিকাঠি, সে কারণে ছড়ার আজগুবি উদ্ভট ব্যাপার ও শৈশবে স্বাভাবিক মনে হয়। একারণে জীবজন্তু পশুপাখিকেও শিশু তার পরিবারেরই একজন মনে করে। মোটকথা ছড়াটি পাঠের আগে শিক্ষক মহাশয় ছড়ার মধ্যে যে অসম্ভবের জগৎ আছে, যে মায়ারাজ্য আছে তার উপযোগী পরিবেশ রচনার প্রয়াস নেবেন, যাতে শিশুরা ছড়াটি শুনতে এবং তা সহজে মুখস্থ করে রাখতে আগ্রহী হয়।

৩. সরব পঠন

ক] শিক্ষক মহাশয় সম্পূর্ণ ছড়াটি সুললিত কন্ঠস্বরে, শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে, ছন্দ ও তাল অনুসরণ করে, প্রয়োজন হলে অঙ্গভঙ্গী সহকারে ধীরে ধীরে পড়বেন—যাতে ছড়ার অর্থ ছবির মত মত শিশুদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছড়াটি বলবার সময় বইয়ের পাতায় (বা তাঁর বড় কাগজে বড় হরফে লেখা ছড়াটিতে) বা ব্ল্যাকবোর্ডে ছড়ার শব্দগুলির এবং ছবির ওপরে শিক্ষক মহাশয় হাত বা লম্বা একটি কাঠি দিয়ে দেখাবেন। নির্দিষ্ট একটি শব্দের মুদ্রিতরূপ, ছবি এবং উচ্চারণ একই সঙ্গে শোনা/দেখার ফলে শিশুদের মনে তা সহজে গেঁথে যায়।

খ] শিক্ষক মহাশয় ছড়ার এক এক ছত্র বলবেন। তাঁর বলার পরে শিশুরা তাঁর সঙ্গে কন্ঠ মিলিয়ে অনুরূপভাবে ঐ ছত্রটি বলবে। এভাবে শিশুরা সম্পূর্ণ ছড়াটি (বা একেক স্তবক) বারবার বলবে এবং মুখস্থ করে ফেলবে।

গ] ছড়াটি বলবার সময়ে শিশুদের উচ্চারণশুদ্ধি ও স্পষ্টতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪. শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ

ক] প্রারম্ভিক প্রসঙ্গে ছবি ও ছড়ার যে সব প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি কিছুটা ভিন্নভাবে পুনরালোচনা করা যেতে পারে। যাতে করে শিশুদের পক্ষে আরও সহজে ছড়াটি মুখস্থ করা সম্ভব হয় এবং ছড়া ও ছবির অর্থ উপলব্ধিতে ও সহায়তা হয়। যেমন শিশুকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে—

আতা গাছে কি পাখি বসে আছে ?
ডালিম গাছে কি ?
হীরে দাদা কি পরে আছে ? ইত্যাদি

খ] আতা, তোতাপাখি, ডালিম, মৌ ইত্যাদি শব্দগুলি শিশুদের হাতের আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে বলা যায়।

গ] শিশুদের সমবেত/এককভাবে ছড়াটি বারবার বলতে উৎসাহ দিতে হবে।

ঘ] ছড়ার মধ্যে যে সকল বর্ণের আকৃতি কিছুটা একইরকম সেগুলি শিশুদের আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে বলা যেতে পারে।

৫. সরব পঠন [পুনরাবৃত্তি]

শিক্ষক মহাশয় সম্পূর্ণ ছড়াটি পুনরায় পড়ে শোনাবেন।

৬. মূল্যায়ন

ক] শিশুদের একক/সমবেত ভাবে ছড়াটি মুখস্থ বলতে বলা যায়।

খ] শিক্ষক মহাশয় একছত্র বলার পরে শিশুদের পরের ছত্র বলতে বলা যায়।

গ] ছবি দেখিয়ে সেটি কি তা জিজ্ঞাসা করা যায়।

উল্লিখিত ভাবে 'পড়ার আগে শোনো আর বলো' শীর্ষের অন্তর্গত ছড়াগুলি শ্রেণীতে একে একে উপস্থাপিত করা যাবে। নতুন ছড়া উপস্থাপনের আগে—পূর্বে শেখা ছড়া/ছড়াগুলি শিক্ষার্থীরা মুখস্থ বলবে।

"শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, এর বেশি আর কিছু করতে পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত ও ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমতবিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।"

—প্রমথ চৌধুরী

লেখার আগে
আঁকো আঁকো

১. সামর্থ্য

শিক্ষার্থী—ক] আঙ্গুল, চক, খড়ি, পেনসিল প্রভৃতি দিয়ে মাটি, বালি, শ্লেট, বোর্ড বা কাগজে বাঞ্ছিত আঁকিবুকি, গোল, হেলানো, বাঁকা, খাড়া, সরলরেখা প্রভৃতি আঁকতে পারবে ;

খ] রঙ দিয়ে বিচিত্র ছাঁদের ঘর ভরাট করতে পারবে ;

গ] ক্রমে ক্রমে বাংলা বর্ণের আদল তৈরী করতে পারবে ;

ঘ] পেন্সিল, খড়ি প্রভৃতি ঠিকমত ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করবে ।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] লিখন-প্রস্তুতির সহায়করূপে এই কাজটি করা হবে । [লিখন প্রস্তুতির প্রসঙ্গে এই পুস্তিকার অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে]

খ] বিদ্যালয়ের সুবিধামত যে কোনো একটি স্থানে বালি বা নরম মাটি দিয়ে কিছুটা জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা যেতে পারে, যেখানে শিশুরা আঙ্গুল দিয়ে নানান রকম আঁকিবুকি টানার সুযোগ পেতে পারে ।

গ] শ্রেণীকক্ষের দেয়ালে একটি বড় কাগজে বাংলা বর্ণের আদল ফুটে ওঠে এরকম কিছু রেখাচিত্র এঁকে রাখা যেতে পারে । সময়মত শিশুরা তাতে আঙ্গুল বুলাতে পারে, বালি/মাটির নির্দিষ্ট জায়গাতেও ঐভাবে আঙ্গুল দিয়ে আঁকতে পারে, কিংবা শ্লেট বা কাগজের পাতায়ও ঐভাবে বর্ণের আদল দেবার চেষ্টা করতে পারে ।

ঘ] বাতাসে (শূন্যে) আঙ্গুল ঘুরিয়ে লেখার ভঙ্গীও শিশুরা যাতে খেলাচ্ছলে অভ্যাস করে তাও বলা যেতে পারে ।

ঙ] সৃজনধর্মী কাজ এবং খেলাধুলার সময় শিশুরা যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎসাহ আনন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার ।

চ] শিক্ষক মহাশয় প্রত্যহ ব্ল্যাকবোর্ডে—শ্রেণীর কাজ, বিষয়, আবহাওয়াবার্তা, দিনের খবর, মহাপুরুষদের বাণী প্রভৃতি লিখে রাখতে পারেন, যাতে শিশুরা সেদিকে আকৃষ্ট হয় ।

দেওয়ালে (বা কার্ডবোর্ডে) পেরেক লাগিয়ে রেখে, সেখানে আগে থেকে শিশুদের নাম লেখা কার্ড শ্রেণীর সকলের নামলেখা কার্ডের মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে প্রত্যেক শিশুকে ঝোলাতে বলা যেতে পারে।

৩. শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ

ক] বিদ্যালয়ে শিক্ষাবর্ষ সুরুর প্রথম দিকে যখন পঠন প্রস্তুতির অন্যতম কাজ হিসাবে "পড়ার আগে শোনো আর বলো" শীর্ষ এর ছড়াগুলি শেখানো হবে তারই সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা বাংলার জন্য নির্ধারিত সময়ে (এবং সৃজনধর্মী কাজের সময়েও) এই কাজগুলি পরিচালিত হবে।

খ] শিক্ষক মহাশয় ব্ল্যাকবোর্ডে একটি বা দুটি ধরণের রেখা এঁকে দেখাবেন। শিশুদের খাতা ও শ্লেটেও তিনি ঐরূপ রেখা এঁকে দেবেন। সুযোগ-সুবিধামত রঙীন চক্ ব্যবহার করা যেতে পারে। রেখাগুলি (পরবর্ত্তীকালে বর্ণ) কোথা থেকে সুরু হবে এবং কোথায় শেষ হবে তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতে হবে। শিশুরা খড়ি, পেন্সিল বা কলম কিভাবে ধরবে তাও দেখিয়ে দেওয়া দরকার। শিশুরা যখন কাজ করতে থাকবে তখন ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছে শিক্ষক মহাশয় যাবেন এবং প্রয়োজনমত সহায়তা দেবেন। বিভিন্ন ধরণের ঘর রঙ দিয়ে ভরাট করার সময়ে শিশুদের শ্লেটে ও খাতায় তিনি তা দেখিয়ে দেবেন।

".....আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাস হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে ; পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া যে একবস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুন্ঠিত হই। .....আমাদের স্কুল কলেজ ছেলেদের সুশিক্ষিত হবার যে সুযোগ দেয় না, শুধু তাই নয়, সুশিক্ষিত হবার শক্তি পর্যন্ত নষ্ট করে।"

—প্রমথ চৌধুরী

এস, বর্ণ চিনি

১. সামর্থ্য

শিক্ষার্থী—ক] ধৈর্য্য সহকারে শোনার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে ;

খ] শুদ্ধ উচ্চারণে একক বা সমবেতভাবে আবৃত্তি করতে পারবে ;

গ] ছবিতে যা দেখল, ছড়ায় যা শুনল তা নিয়ে সহজ কথাবার্ত্তায় অংশ নিতে পারবে ;

ঘ] ছড়ার মূল ভাবোদ্দীপক শব্দটি যা ছড়ার পাশে বড় হরফে ছাপা তার বর্ণগুলির আকারগত বৈশিষ্ট্য সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য নির্ধারণ করতে পারবে ;

ঙ] ছড়ার মূল ভাবোদ্দীপক শব্দের উচ্চারণ, বর্ণগুলির পৃথক উচ্চারণ শুদ্ধভাবে করতে পারবে ;

চ] ছড়ার মূল ভাবোদ্দীপক শব্দটি যে যে বর্ণ দিয়ে তৈরী সেগুলি নির্দেশানুসারে লিখতে পারবে ;

ছ] ছড়ার মূল ভাবোদ্দীপক শব্দের বর্ণগুলির সহযোগে আরও নতুন নতুন শব্দ তৈরী করতে পারবে।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] 'এস, বর্ণ চিনি' প্রসঙ্গে পাঠ্যপুস্তকে "শিক্ষক মহাশয়দের প্রতি" যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে শিক্ষক মহাশয় পরিচিত হবেন।

খ] যে বর্ণগুলি চেনানো হবে তার সঙ্গে যুক্ত ছড়াটি একটি বড় কাগজে গোটানো বা সাধারণ ব্ল্যাকবোর্ডে আগে থেকে বড় হরফে লিখে রাখা যেতে পারে। সম্ভব হলে ছবি এবং রঙীন কালি [চক]ও ব্যবহার করা যায়।

গ] শিশুকে বইয়ের পাতায় নির্ধারিত ছড়াটি বার করতে সহায়তা করা দরকার। ছড়ার সঙ্গে যে ছবিটি আছে প্রথমে সেদিকে শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। নিম্নানুরূপ প্রশ্নাবলীর সাহায্যে ছবির খুঁটিনাটি বিষয়ে, বিশেষ করে যে সব শব্দ ছড়ায় ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি প্রসঙ্গে সহজ কথাবার্ত্তা বলা দরকার। শিশুরা আলোচনায় অংশ নেবে।

যেমন,—"বক ওড়ে সারি সারি / নিচে ছোটে রেলগাড়ি" (কিশলয় প্রথম শ্রেণী পৃষ্ঠা-২) এই ছড়াটির সঙ্গে যুক্ত যে ছবিটি আছে তার প্রতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করে ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ছড়াতে যা বলা হয়েছে তা স্পষ্ট করে তোলা যায়। ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে ?

বক কিভাবে উড়ছে মনে হয়, কতগুলি বক উড়ছে ? এক সঙ্গে অনেক বক উড়ে গেলে কিরকম লাগে দেখতে ? কে কে রেলগাড়ী দেখেছ/চড়েছ ? রেলগাড়ি জোরে না আস্তে ছোটে ? ফাঁকা মাঠের মাঝখান দিয়ে রেলগাড়ি ছুটছে,—মাথার ওপরে নীল আকাশের গায় এক ঝাঁক বক সারি বেঁধে উড়ে যাচ্ছে, কি রকম লাগবে দেখতে ? ইত্যাদি প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ করা যেতে পারে।

৩. সরব পঠন

[পূর্বেই এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে]

৪. শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ

ক] শিক্ষক মহাশয় ব্ল্যাকবোর্ডে ছড়ার মূল ভাবোদ্দীপক শব্দটি লিখবেন। সেটির শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ বার বার শোনাবেন। শিশুরাও একক/সমবেত ভাবে শব্দটি উচ্চারণ করবে। শিক্ষক মহাশয়ের মতো উচারণ করে, বইতে [বা বোর্ডে লেখা] দেখে এবং আঙ্গুল বুলিয়ে মূল ভাবোদ্দীপক শব্দটির ধ্বনিগত, দৃশ্যগত [আকার বা গঠন], স্পর্শগত রূপের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় সুদৃঢ় হবে।

খ] শিক্ষক মহাশয় মূল ভাবোদ্দীপক শব্দটি যে যে বর্ণ দিয়ে তৈয়ারী সেগুলি পৃথক পৃথক ভাবে বোর্ডে লিখবেন, উচ্চারণ করবেন। শিক্ষার্থীরাও প্রতিটি বর্ণের পৃথক উচ্চারণ করবে এবং দৃশ্যগত রূপের সঙ্গে (যেমন ব, ক) পরিচিত হবে। বর্ণগুলির মধ্যে কোনরূপ আকারগত সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য থাকলে তাও শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করবে।

গ শিক্ষক মহাশয় ব্ল্যাকবোর্ডে বিচ্ছিন্ন আকারে দেখানো এবং উচ্চারিত বর্ণগুলিকে জুড়ে পুনরায় ভাবোদ্দীপক মূল শব্দে পরিণত করে লিখে দেবেন এবং উচ্চারণ করবেন। শিক্ষার্থীরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করবে।

ঘ] দুটি ছড়ার মূল ভাবোদ্দীপক শব্দের বর্ণ সহযোগে নতুন নতুন শব্দ গঠনে শিশুদের সহায়তা করা দরকার। গঠিত শব্দগুলি (বইতে দেওয়া আছে) ও বোর্ডে লিখে দেখাতে হবে, উচ্চারণ শোনাতে হবে, শিক্ষার্থীরাও বলবে।

ঙ] যে যে বর্ণ সহযোগে মূল ভাবোদ্দীপক শব্দটি গঠিত, যার উচারণ শিশুরা শিখেছে, যার আকারগত বৈশিষ্ট্য তারা লক্ষ্য করেছে, সেগুলি শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশানুসারে (পাঠ্যপুস্তকে এ বিষয়ে ইঙ্গিত আছে) এবার তারা শ্লেটে বা কাগজে লিখবে। শিক্ষক মহাশয় তাদের লিখনে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীরা বার বার অভ্যাস করবে।

বর্ণ লেখার সময়ে বর্ণের মাত্রা, কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় শেষ হবে, পেন্সিল বা খড়ি কিভাবে ধরতে হবে, ঘোরাতে হবে ইত্যাদি ব্যাপার শিক্ষক মহাশয় লক্ষ্য রাখবেন।

এক একটি বর্ণ লেখা অভ্যাসের পরে শিক্ষার্থীরা সেগুলির সহযোগে যে শব্দ গঠিত হয়, যেমন—'ব' 'ক' বর্ণ দুটির লিখন অভ্যাসের পরে 'বক' শব্দটিও তারা লিখতে শিখবে।

৫. সরব পঠন [পুনরাবৃত্তি]

৬. মূল্যায়ন

ক] শিক্ষক মহাশয় বিভিন্ন বর্ণ মুখে উচ্চারণ করবেন।

শিক্ষার্থীদের সেগুলি খাতায়, শ্লেটে বা বোর্ডে লিখতে বলা যায়।

খ] শিক্ষক মহাশয় বোর্ডে এক একটি বর্ণ বা চেনা শব্দের অংশ বিশেষ লিখবেন, শিক্ষার্থীদের বাকি অংশ পূরণ করতে বলা যায়।

গ] নতুন শেখা শব্দগুলি খাতায় বা শ্লেটে লিখতে বলা যায়।

ঘ] শিক্ষক মহাশয় ব্ল্যাকবোর্ডে বর্ণ বা শব্দ লিখে শিশুদের তা উচ্চারণ করতে বলতে পারেন।

ঙ] ছড়াটি মুখস্থ বলতে বলা যেতে পারে।

৭. বর্ণ চিনি প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা

উল্লিখিতভাবে একেকটি বর্ণ চেনাবার সময় ছড়াটির মধ্যে মূলভাবোদ্দীপক শব্দ ছাড়াও অন্যান্য শব্দের অর্থ এবং সামগ্রিকভাবে ছড়াটির বিষয়বস্তু শিশুদের কাছে স্পষ্ট করে তোলা দরকার যাতে বর্ণপরিচয়ের অভিজ্ঞতা হয় আনন্দময়। শুধু তাই নয় কার্যকারণ সম্পর্কিত যে সব বৈজ্ঞানিক সত্য আছে, যে সকল মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী বা পরিবেশের পরিচয় আছে সে সম্পর্কেও শিক্ষক মহাশয় সহজ কথায় শিক্ষার্থীদের ধারণা দেবেন। যেহেতু প্রথম দুটি শ্রেণীতে অন্যান্য বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক নাই, সুতরাং স্বাস্থ্য অভ্যাস, বিজ্ঞান, সমাজ পরিচিতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি প্রসঙ্গে নানা বিষয় মাতৃভাষার পাঠ্যপুস্তক অবলম্বন করে দেবার যে চেষ্টা সেটি স্মরণে রেখে এই সকল পাঠগুলি উপস্থাপিত করা দরকার।

'বর্ণ চিনি'-র বিভিন্ন ছড়াতে যে সব বিষয় আছে সেগুলির নিম্নলিখিত দিকগুলি পঠনপাঠনের সময় লক্ষ্য রাখা দরকার—

বর্ণ চিনি ঃ [১]

আম কোন সময়ে হয়, কিরকম খেতে, আমগাছ কিরকম দেখতে ?

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস গ্রীষ্মকাল, গ্রীষ্মকালের গরম আবহাওয়া। বৃষ্টি হলে তার আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা—গ্রীষ্মের প্রকৃতি—

দুধ থেকে কেমন করে দই হয়, মানুষ কোন্ কোন্ প্রাণী থেকে দুধ পায় ? সে সব প্রাণী সম্পর্কে কেমন মনোভাব হওয়া উচিত—

বর্ণ চিনি ঃ [২]

রবি কবি কে, কেন তিনি সবার সেরা কবি—রবীন্দ্রনাথ এর পরিচয় প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

বর্ণ চিনি ঃ [৩]

ঝড় কখন হয়—ঝড়ের সময় পরিবেশের পরিবর্তন—মেঘ ডাকার সঙ্গে বাজ পড়ার সম্পর্ক

কুঁড়ে ঘর কি কি জিনিস দিয়ে তৈরী হয়—কারা থাকে সে ঘরে—খড় কোথা থেকে পাওয়া যায়—খড়ের ঘরের চাল ঢালু থাকে কেন

বর্ণ চিনি ঃ [৪]

সাধারণত কোন সময়ে পুকুরে জল থাকে না—জল না থাকলে কি কি অসুবিধা হয়

কি কি ফল খাওয়া যায়—নানা স্বাদের ফল—কোন্ সময় কোন্ ফল পাওয়া যায়—হাতমুখ না ধুয়ে খেলে কি হবে—

বর্ণ চিনি ঃ [৫]

উট কোন্ কোন্ জায়গায় পাওয়া যায়—কি কাজ করে—কি খায়

বর্ণ চিনি ঃ [৭]

অজয় নদ কোথায়—বন্যা ব্যাপারটা কি—মানুষের কি অসুবিধা হয়

বর্ণ চিনি ঃ [৮]

ভরত প্রসঙ্গে রামায়ণের গল্প—রামের ভাই হিসেবে কেন তিনি অতুলনীয়

শ্রেণীর সব শিশুর মধ্যে কেমন সম্পর্ক হওয়া উচিত

বর্ণ চিনি ঃ [১০]

দিনরাত, সকালে সূর্যের উদয়—সন্ধ্যেবেলায় অস্তে গমন, সকাল সন্ধ্যার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ—

বর্ণ চিনি ঃ [১১]

শরীর ভাল রাখতে হলে নিয়মিত খেলা ব্যায়াম—শরীর ভাল থাকলে মনও ভাল থাকবে।

রূপকথার রাজা-রাণীর গল্প—'এ' বর্ণটির উচ্চারণ সতর্কতা—কোথায় 'এ' কোথায় 'অ্যা' হবে—একটি পাতা দুটি কুঁড়ি / জেলার নাম জলপাইগুড়ি—এখানে 'এ'-র উচ্চারণ স্বাভাবিক কিন্তু অ্যাক যে ছিল রাজা।

বর্ণ চিনি ঃ [১২]

নতুন বছর কখন সুরু হয়—বাংলা-ইংরাজী বা অন্যান্য ধরণের বছর সুরুর সময়

নতুন বছরের প্রথম দিনে কেন উৎসবের আবহাওয়া

নিজে পড়ো

১. সামর্থ্য

শিক্ষার্থী—ক] স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ সহযোগে আরও নতুন শব্দ এবং শব্দ সহযোগে গঠিত ছোট ছোট সহজ বাক্য শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে পঠনের, কথনের এবং লিখনের সামর্থ্য অর্জন করতে পারবে ;

খ] বিভিন্ন স্বরবর্ণের (আ, ই, ঈ) স্বরচিহ্নগুলি (আ-কার, ই-কার প্রভৃতি) কিভাবে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করছে তা ছোট ছোট সহজ বাক্য শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে, পঠনের, কথনের এবং লিখনের মাধ্যমে জানতে পারবে ;

গ] স্বরচিহ্ন (এবং চন্দ্রবিন্দু) যোগ করে নতুন নতুন শব্দ গঠন এবং লিখনের দক্ষতা অর্জন করতে পারবে ;

ঘ] নতুন শব্দের অর্থবোধ এবং বাক্যগঠনের দক্ষতা অর্জন করতে পারবে ;

ঙ] পাঠগুলির একেকটি এককে যে সকল সামাজিক, প্রাকৃতিক পরিবেশ, ঘটনা, কাজ প্রভৃতির উল্লেখ আছে সেগুলির সঙ্গে পরিচিত হবে ;

চ] পাঠগুলিতে যে সব ছবি আছে সেগুলির সাহায্যে মুদ্রিত শব্দ ও বাক্যের অর্থ বুঝার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে ।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] শিশু-শিক্ষার্থীরা এই পাঠগুলি আয়ত্ত করলে এরূপ দক্ষতা অর্জন করবে, যাতে তার শেখা শব্দ উচ্চারিত হতে শুনলে বা বইয়ের পাতায় দেখলে সঙ্গে সঙ্গে শব্দটির আকারগত, ধ্বনিগত, অর্থগত ব্যাপার-স্যাপার তার মনের পর্দায় ছবির মত ভেসে উঠবে,—মোটামুটি এভাবে পাঠ-এককগুলি উপস্থাপিত হওয়া দরকার ।

খ] 'নিজে পড়ো (১) এককটি বাদে বাকি (২—৯) এককগুলিতে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরচিহ্ন সংযোগ (আ-কার, ই-কার ইত্যাদি) এবং চন্দ্রবিন্দু সংযোগ (৯) দেখানো হয়েছে । কোন্ পাঠে কোন্ স্বরচিহ্ন সংযুক্ত হয়েছে তা' পাঠ্যপুস্তকে একটির প্রথমেই উল্লেখ আছে ।

গ] 'নিজে পড়ো'-র প্রতিটি পাঠই সচিত্র । শব্দ ও বাক্যের অর্থ, ঘটনাপ্রবাহ, কার্যকারণ সম্পর্ক, কাজ প্রভৃতি বোধের ক্ষেত্রে এগুলির সহায়তা নিতে হবে ।

ঘ। নিজে পড়ো ঃ ২ থেকে এককগুলির পাঠ পরিচালনার সময়ে প্রথমেই স্বরচিহ্ন (বা চিহ্নগুলি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেখাতে হবে। যেমন—

আ—া ক+া ক+া কাকা

ই—ি প+া ি+খ পাখি

এর পর স্বরচিহ্ন যোগের পর ব্যঞ্জনবর্ণের কিরূপ উচ্চারণ হচ্ছে তা পরিচিত সহজ শব্দের সাহায্যে শিশুদের কাছে তুলে ধরতে হবে। শিশুরা শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশমত উচ্চারণ করবে। স্বরচিহ্নটি ব্যঞ্জন বর্ণের কোথায় যুক্ত হচ্ছে বা বসছে, অর্থাৎ আগে (কে, কি), পরে (কা, কী), নীচে (কু, কূ), উপরে (কঁ), দুপাশে (কো) তাও শিশুদের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে হবে। আবার স্বরচিহ্ন যুক্ত হবার ফলে কোনো কোনো বর্ণের চেহারাটাই যেখানে অন্যরূপ নিচ্ছে (গু, শু, রু, হু) সেটিও শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে হবে।

৩. শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন (সম্পূর্ণ অংশের)

৪. শিক্ষার্থীদের সরব পঠন (একে একে)

৫. শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ

সম্পূর্ণ অংশটিকে কয়েকটি ছোট অংশে বিভক্ত করে পুনরায় একেকটি অংশের সরব পঠন শোনাতে হবে। নিম্নানুরূপ প্রশ্নাবলীর সাহায্যে নেওয়া যেতে পারে—

ক। খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর ঃ

যে সকল শব্দে ঐ নির্দিষ্ট পাঠের স্বরচিহ্ন [আ-ই-ঈ ইত্যাদি] যুক্ত হয়েছে সেগুলি শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করতে বলা যায়।

খ। শব্দ আর অর্থ শেখো ঃ (প্রসঙ্গ সংকেত/অর্থ সংকেত/উদ্দেশ্যপূর্ণ সরব পঠনের সাহায্যে)

যেমন—নিজে পড়ো ঃ ৪

ঃ পরেশ কোথায় কাজ করে ?

ঃ কি থেকে চট হয় ?

ঃ পাট থেকে আর কি কি জিনিস হয় ?

ঃ কারখানায় কি হয় ইত্যাদি

গ। পড়ো আর লেখো/শোনো আর লেখো ঃ

স্বরচিহ্নযুক্ত শব্দ পড়ে বা শুনে শিক্ষার্থীরা লেখার অভ্যাস করবে।

যেমন—নিজে পড়ো ঃ ৫

হাটবারের নামটি লেখো (বই দেখে)

ভূষণের দিদি কি বানায় তা লেখো (বই দেখে)

৬. মূল্যায়ন

ক] আ-কার, ই-কার, ঈ-কার স্বরচিহ্নযুক্ত শব্দ লিখতে দেওয়া যায়।

খ] আ-কার, ই-কার ইত্যাদি যুক্ত শব্দ দিয়ে বাক্য বলতে/লিখতে বলা যায়।

গ] বিভিন্ন শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

ঘ] বিভিন্ন শব্দের অর্থ লিখতে বলা যায়।

ঙ] বিভিন্ন শব্দে ভিন্ন ভিন্ন স্বরচিহ্ন যোগ করে অর্থবহ শব্দ মুখে বলতে/লিখতে বলা যায়।

চ] বিভিন্ন বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে বলা যায়।

যেমন— ঃ খাঁ খাঁ মাঠ

ঃ রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে

ঃ আঁকা বাঁকা পথ

ঃ পথ ঘর সব ঝলমল

'মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে ; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে।'

—রবীন্দ্রনাথ

প্রথম পাঠ

১. **সামর্থ্য**

ক] 'ন্ত', 'ন্দ' যুক্তবর্ণ দুটি—

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'ন্ত', 'ন্দ' বর্ণযুক্ত শব্দ পঠনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'ন্ত', 'ন্দ' বর্ণযুক্ত শব্দ কথনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'ন্ত', 'ন্দ' বর্ণযুক্ত শব্দ লিখনের,—সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে শিখতে পারবে।

খ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কন্ঠস্বরে পড়তে সমর্থ হবে ;

গ] শুদ্ধ উচ্চারণ সহ স্পষ্ট কন্ঠস্বরে কথা বলতে সমর্থ হবে ;

ঘ] শুদ্ধ বানান সহ সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে পারবে ;

ঙ] অর্থ-সংকেত বা প্রসঙ্গ-সংকেত-এর সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জানতে পারবে ;

চ] ধৈর্য সহকারে শিক্ষক ও সঙ্গীদের নির্দেশ/কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে :

ছ] পথে চলাফেরার নিয়মকানুন,

আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের বাঙালী রীতি,

সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভৃতি প্রসঙ্গে কিছু কিছু তথ্যাদির সঙ্গে পরিচিত হবে।

২. **প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ**

ক] শিশুরা কে কোথায় কি জন্যে কিভাবে বেড়াতে গেছে,—কার কেমন লেগেছে এ প্রসঙ্গে শিক্ষক মহাশয় সহজ কথাবার্তা বলতে পারেন।

খ] বইয়ের পাতায় এই পাঠের ছবিগুলির প্রতি শিক্ষক মহাশয় শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রাথমিক আলোচনাদি করতে পারেন।

যেমন : ছবিতে কি দেখছ ?

কারা যাচ্ছে মনে হয় ?

তারা কোথায় যাচ্ছে ?

দোকানে তারা কি করছে ?

মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছে কেন ? ইত্যাদি।

গ] এর আগে শিশুরা স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরচিহ্ন যুক্ত বাক্য শিখেছে। যুক্তবর্ণ তারা শেখেনি। এবার তারা যুক্তবর্ণ শিখবে। এক বর্ণের সঙ্গে আর এক বর্ণ জুড়ে নতুন চেহারার যুক্তবর্ণ—যার উচ্চারণও অন্যরূপ—শিক্ষক মহাশয় দৃষ্টান্ত সহ সেদিকে শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। শ্রেণীর কোন কোন শিশুদের নাম যুক্তবর্ণ দিয়ে হলে শিক্ষক মহাশয় সেগুলি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে বানানের উচ্চারণ শোনাবেন।

শিক্ষক মহাশয় ব্ল্যাকবোর্ডে বড় আকারে লিখবেন ঃ

ন্—ত>ন্ত

ন্—দ>ন্দ

এবার বিভিন্ন চেনা শব্দের সাহায্যে এই বর্ণ দুটির উচ্চারণ শোনাতে পারেন ঃ

অনন্ত	বন্দনা
শান্ত	পছন্দ
কান্ত	আনন্দ

৩. শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন (সম্পূর্ণ অংশের)

৪. শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীর কাজ

সম্পূর্ণ পাঠটিকে কয়েকটি ছোট অংশে বিভক্ত করে শিক্ষক মহাশয় এক-একটি অংশের সরব পঠন শোনাতে পারেন এবং শিশুরা যাতে এই পাঠের সামর্থ্যসমূহ অর্জন করতে পারেন সেজন্য নিম্নানুরূপ ভাবে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন ঃ

ক] খুঁজে দেখো / লক্ষ্য কর

সুমন্ত	শান্ত	আনন্দ	সন্দেশ
অনন্ত	শান্তি	মুকুন্দ	
হেমন্ত	শান্তা	গোবিন্দ	পছন্দ
দুরন্ত	শান্তিনিকেতন		মন্দ
	কুন্তি	চন্দননগর	
	কুন্তলা		

খ] শব্দ আর অর্থ শেখো (অর্থ সংকেত/প্রসঙ্গ সংকেত/উদ্দেশপূর্ণ সরব পঠনের সাহায্যে)

—সুমন্ত কোথায় যাবে ? (বা সন্তোষপুরে কে যাবে)

—সন্তোষপুরে কার বাড়ি ? (বা সুমন্ত কার বাড়ী যাবে)

—সুমন্তর সঙ্গে আর কে যাবে ?

—(ছবি দেখে বল) কে সুমন্ত কে অনন্ত

ঃ অনন্ত কেমন ছেলে ? (বই থেকে পড়ে বল)

ঃ অশান্ত/দামাল ছেলেকে আর কি বলা যায় ? (বই দেখে বল)

ঃ গাড়িতে ওঠার সম্বন্ধে বইতে যেখানে বলা আছে—সেই অংশটি পড়

ঃ সুমন্তর পিসির নাম কি বল।

ঃ তোমাদের কাদের কাদের পিসি আছেন ? (তোমাদের কার পিসির বাড়ি কোথায়)

ঃ তোমাদের পিসির বাড়ি কিভাবে যাও ?

ঃ কুন্তী পিসির জন্য সুমন্ত কি নিয়ে যাবে ?

ঃ কুন্তী পিসির সন্দেশ কেমন লাগে ? (বই থেকে পড়ে উত্তর দাও)

ঃ শনিবার কাকে আসতে বলবে ?

ঃ রবিবার কোথায় যাবার কথা ?

ঃ কার বন্দুক আছে ?

ঃ বন্দুক দিয়ে কি হয় ?

ঃ কে ভাল শিকারী ? (বই দেখে বল)

ঃ তার কোথা থেকে আসার কথা ?

ঃ গোবিন্দ সাহসী নয়। (কেমন করে জানলে বই দেখে বল)

ঃ (ছবি দেখে বল) কে কার হাত ধরে আছে ?

ঃ কার কাঁধে ঝোলা ব্যাগ আছে ?

ঃ ছবিতে কি গাড়ি দেখা যাচ্ছে ?

ঃ তোমরা কে কে রেলগাড়ী দেখেছ/চড়েছ ?

ঃ যে জিনিসপত্র বেচে তাকে কি বলতে পার ?

ঃ দোকানী কোথায় তার জিনিসপত্র রেখেছে ?

ঃ সুন্দরবনে কি কি পাওয়া যায় ? (প্রাসঙ্গিকভাবে জায়গাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় শিক্ষক মহাশয় দেবেন)

গ] পড়ো আর লেখো

ঃ যে শিকার করে সে হল—

ঃ যে সাহসী নয় সে হল—

ঃ 'ভাল' নয় যে সে হল—

ঃ যে গাড়ি চলছে তাকে বলে—

৫. শিক্ষার্থীদের সরব পঠন [এক একজন করে]

৬. মূল্যায়ন

ক] নিচের শব্দগুলি যুক্তবর্ণ দিয়ে লেখো ; তারপর পড়ো

পছন্দ সনদেশ মুকুনদ ঘুমনত চলনত মনদ

খ] শুনে লেখো ঃ বানান শেখো

আনন্দ হেমন্ত চলন্ত কুন্তল আকন্দ

সুন্দরবন চন্দননগর চিন্তা আন্দোলন বাসিন্দা

বন্দুক সন্তোষপুর চলন্তিকা আব্দুল

গ] ফাঁক পূরণ কর [ন্ত বা ন্দ দিয়ে]

সবাই ম [ ] কাজের নি [ ] করে

চ [ ] ন সুগন্ধী দামী গাছ

পছ [ ] মত কবিতা বল

শীতকালের আগে [। ।] কাল, পরে আসে [। ।]

দাঁতকেঁবলা হয় [।]

ঘ] নিচের শব্দগুলি ব্যবহার করে বাক্যরচনা কর ঃ

পড়ন্ত, ডুবন্ত, ভাসন্ত, জীবন্ত, ফলন্ত, মন্দির

ঙ] এই পাঠে একটা বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে। সাবধান না হলে কি কি হতে পারে বুঝিয়ে দাও।

চ] কুন্তী পিসি সন্দেশ পছন্দ করেন বলেই কি সন্দেশ নিয়ে যেতে বলা হয়েছে ; না আর কোনো কারণ আছে তা বল।

ছ] পড়ে দেখো ঃ

সন্তোষপুর থেকে চন্দননগর যাবে বন্দনা আর কান্তি দু ভাই-বোন। তাদের আনন্দ ধরে না। কান্তি কিনবে খেলনা বন্দুক। বন্দনা কিনবে কুন্তলিকা তেল। তাদের পছন্দ মতো জামাকাপড়ও কিনবে। তারা সাথে নিয়েছে সন্দেশ, চলন্ত গাড়িতে বসে বসে খাবে। কান্ত দাদা একটুও শান্ত না, খুবই দুরন্ত। সবাই তাকে মন্দ বলে, কেউ পছন্দ করে না। না হলে সেও আমাদের সাথে যেত।

দ্বিতীয় পাঠ

১. সামর্থ্য

ক] 'স্ত' যুক্ত বর্ণটি—

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'স্ত' বর্ণযুক্ত শব্দ পঠনের ;

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'স্ত' বর্ণযুক্ত শব্দ কথনের ;

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'স্ত' বর্ণযুক্ত শব্দ লিখনের সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে ;

খ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কন্ঠস্বরে পড়তে সমর্থ হবে ;

গ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কন্ঠস্বরে কথা বলতে সমর্থ হবে ;

ঘ] শুদ্ধ বানানসহ সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে সমর্থ হবে ;

ঙ] অর্থ-সংকেত বা প্রসঙ্গ-সংকেত-এর সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ প্রয়োগ জানতে পারবে ;

চ] ধৈর্যসহকারে শিক্ষক ও সঙ্গীদের নির্দেশ/কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে ;

ছ] শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে নিয়মিত ব্যায়ামের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা আছে ;

বেঁচে থাকার জন্য কাজ করতে হয় ;

শ্রমজীবি মানুষ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে—

মোস্তাফার জীবন থেকে শিশুরা এ সম্পর্কে ধারণা গঠনে সমর্থ হবে।

জ] কাজ আর কর্মী-মানুষ সম্পর্কে শিশুরা সুস্থ ও কাম্য দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সমর্থ হবে।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁদের কাজকর্ম করতে দেখে তাঁদের সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে আলাপ আলোচনা করা যেতে পারে ;

খ] কিশলয় এর [প্রথম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত] হাসান [পৃষ্ঠা ২২] পরেশ [পৃষ্ঠা ২৪] ভূষণ [পৃষ্ঠা ২৮] এর সম্পর্কে কথাবার্তা বলা যেতে পারে ;

গ] এই পাঠের ছবিগুলির প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যেতে পারে ;

ঘ] প্রথম পাঠের অনুরূপভাবে 'স্ত' যুক্ত বর্ণটির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

৩. **শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন [সম্পূর্ণ অংশের]**

৪ **শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ**

ক] খুঁজে দেখো / লক্ষ্য কর ঃ

পোস্ত	পেস্তা	তিস্তা	আস্তে
আস্ত	রাস্তা	বস্তি	মোস্তাফা
সমস্ত	বস্তা	কুস্তি	আস্তানা

খ] শব্দ আর অর্থ শেখো [অর্থ-সংকেত/প্রসঙ্গ-সংকেত/উদ্দেশ্যপূর্ণ সরব পঠনের সাহায্যে] ঃ

ঃ এখানে একটি নদীর নাম আছে, সেটি বল [শিক্ষক মহাশয় তিস্তার অবস্থান সম্পর্কে বলবেন]

ঃ তোমাদের এখানে কোনো নদী থাকলে তার নাম বল।

ঃ তিস্তার ধারে কে থাকে ?

ঃ মোস্তাফা তিস্তার ধারে কোথায় থাকে ?

ঃ তোমরা কেউ বস্তির ঘরবাড়ী দেখে থাকলে, তা কিরকম দেখতে বল।

ঃ বাসস্থান বা থাকবার জায়গাকে কি বলে—বই দেখে বল।

ঃ মোস্তাফা প্রতিদিনই কুস্তি করে তা কোন্ শব্দ থেকে জানা যাচ্ছে ?

ঃ কুস্তির পরে মোস্তাফা কি খায় ?

ঃ মোস্তাফা কোন্ কোন্ খাবার পায় না ?

ঃ মোস্তাফা কিভাবে কাজে যায়—বই থেকে বাক্যটি পড়ে বল।

ঃ মোস্তাফাকে সারাদিনই খুব কাজ করতে হয়—বইয়ের যেখানে এ বিষয়ে লেখা আছে সে জায়গাটি পড়।

ঃ 'বস্তা বস্তা'-এর মানে হল—"মাত্র দুবস্তা/কয়েক বস্তা/বহু বস্তা"—কোনটা ঠিক বল।

ঃ 'মাল' কথাটার মানে কি ?

ঃ কাজের শেষে মোস্তফা কি করে ?

ঃ সে কিভাবে ঘরে ফেরে ?

ঃ মোস্তাফার আস্তে আস্তে বা ধীরে ধীরে ফেরার কারণ কি বলে মনে হয় ?

ঃ মোস্তাফার রাতের খাবার কি কি ?

গ] পড়ো আর লেখো

ঃ খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর শীর্ষে যে সব শব্দ আছে অর্থাৎ স্ত-বর্ণযুক্ত শব্দগুলি পড়তে এবং লিখতে বলা যায়

ঃ এক রকম ব্যায়ামের নাম হল (খেলা ও বলা যায়)

ঃ 'পথ'-কে বলা হয়—

ঃ বড় থলের নাম হল—

ঃ একটা গোটা জিনিসকে বলে—

ঃ এক ধরণের মশলার নাম হল—

৫. শিক্ষার্থীদের সরব পঠন

৬. মূল্যায়ন

ক] নিচের শব্দগুলি যুক্তবর্ণ দিয়ে লেখো ঃ এবং পড়ো

পোসত ; আসত ; আসতানা ; পেসতা

রাসতা ; কুসতি ; সমসত ; বসতা

খ] শুনে লেখো ঃ বানান শেখো

বস্তি, পেস্তা, রাস্তা, মোস্তাফা, কুস্তি, পোস্তা, বস্তা

গ] নতুন শব্দ শেখো ঃ বাক্যরচনা কর

মল্ল, মস্তক, পুস্তক, অস্ত, দিস্তা

[শিক্ষক মহাশয় নিচের বাক্যগুলি শিক্ষার্থীদের শোনাতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের শব্দার্থ অনুধাবনে সহায়তা করতে পারেন—

তিস্তা মস্ত নদী না হলেও বর্ষায় বড় দুরন্ত ;

মস্তক উঁচু রেখে চলবে ;

পুস্তক মন দিয়ে পড়তে হয় ;

দিনশেষে সূর্যকে পশ্চিমদিকে অস্ত যেতে দেখা যায় ;

চব্বিশটা কাগজে এক দিস্তা হয় ।]

ঘ] প্রশ্ন শোনো ঃ ভেবে বল

ঃ বস্তির ঘর কি রকম দেখতে হয় ?

ঃ গুড় কি থেকে হয় ?

ঃ লরি কি ধরণের গাড়ী, কি কাজে লাগে ?

ঃ যেখানে অনেক মাল জমা রাখা হয় তার নাম কি ?

ঃ বস্তা কি দিয়ে তৈরী হয় ?

৬] নিচে মোস্তাফার সম্পর্কে লেখা কথাগুলির যেটা যেটা তোমার পছন্দ তার পাশে "পছন্দ" লেখো। যদি কোনোটি, ভাল না লাগে তার পাশে "অপছন্দ" লেখো।

ঃ মোস্তাফা প্রতিদিন ব্যায়াম করে—

ঃ মোস্তাফা রোজ ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে—

ঃ সে দামী খাবার পেস্তাবাদামের বদলে ছোলাগুড় খায়—

ঃ সে চটপট কাজে যায়—

ঃ মোস্তাফা অলস নয়—

ঃ মোস্তাফা খেটে খায় আর সরলভাবে দিন কাটায়—

'মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না, সে তখন আপিস-আদালতের বা কল-কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখনি সে মানুষ না হইয়া মাষ্টার-মশায় হইতে চায়; তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরু শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিত স্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে।'

—রবীন্দ্রনাথ

তৃতীয় পাঠ

১. সামর্থ্য

ক] 'ষ্ট', 'ষ্ঠ' যুক্তবর্ণ দুটি—

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'ষ্ট', 'ষ্ঠ' বর্ণযুক্ত শব্দ পঠনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'ষ্ট', 'ষ্ঠ' বর্ণযুক্ত শব্দ কথনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'ষ্ট', 'ষ্ঠ' বর্ণযুক্ত শব্দ লিখনের, সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে।

খ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কন্ঠস্বরে পড়তে সমর্থ হবে ;

গ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কন্ঠস্বরে কথা বলতে সমর্থ হবে ;

ঘ] শুদ্ধ বানানসহ সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে সমর্থ হবে ;

ঙ] অর্থ-সংকেত বা প্রসঙ্গ-সংকেত-এর সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জানতে পারবে ;

চ] ধৈর্য সহকারে শিক্ষক ও সঙ্গীদের নির্দেশ/কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে ;

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবেশে যে রূপান্তর লক্ষ্য করা যায় সে বিষয়ে সহজ আলোচনা করা যেতে পারে।

খ] পাঠটির ছবি দুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যেতে পারে।

গ] প্রথম পাঠের অনুরূপভাবে ষ্ট/ষ্ঠ যুক্তবর্ণ দুটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

৩. শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন (সম্পূর্ণ অংশের)

৪. শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ

ক] খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর ঃ

কষ্ট, নষ্ট, কেষ্ট, বিষ্টু, বৃষ্টি, তেষ্টা, দুষ্টুমি, অবশিষ্ট, গোষ্ঠ, অতিষ্ঠ, পৃষ্ঠা, নিষ্ঠুর

খ] শব্দ আর অর্থ শেখো ঃ

- যে বাক্যটিতে খুব গরম বোঝাচ্ছে—সে বাক্যটি পড়
- আমাদের দেশে কোন্ কোন্ মাসে গরম বেশি ?
- খুব গরম আর খুব বৃষ্টির সময়কে কোন কাল বলবে ?

ঃ 'উঃ কী কষ্ট'—গরমকালে কি কি কারণে কষ্ট হয় ?

ঃ পিপাসায় গলা শুকিয়েযাচ্ছে—এরকম মানে যে বাক্যটায় আছে সেটি পড়

ঃ বেগুন চারা কিজন্যে শুকিয়ে যাচ্ছিল ?

ঃ বেগুন চারাকে কে কিভাবে বাঁচাতে চাইছিল—বই দেখে পড়

ঃ কাকে নিয়ে সবাই অতিষ্ঠ ? (বা বিষ্টুর কাজে অন্যরা কি হচ্ছিল)

ঃ বিষ্টু কি করছিল ?

ঃ বইয়ের পাতা বুঝাতে কোন্ শব্দটা বলবে ?

ঃ টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া বুঝাতে কোন্ শব্দটা জেনেছ ?

ঃ বিষ্টুর দুষ্টুমিতে কিছু আর বাকী থাকল না—এটা যে বাক্য থেকে জানলে সেটা পড়

ঃ বিষ্টুর দাদার নাম কি ?

ঃ কেষ্ট বিষ্টুর কোন কথায় হেসে ফেলল ?

ঃ ছবি দেখে বল—গোষ্ঠ কি করছে ? তার হাতে কি ?

গ] পড়ো আর লেখো ঃ

ঃ খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর শীর্ষে যে সব শব্দ আছে সেগুলি শিক্ষার্থীদের পড়তে এবং লিখতে বলা যায়

৫. শিক্ষার্থীদের সরব পঠন

৬. মূল্যায়ন

ক] বুঝে নিয়ে পাশে লেখো ঃ

ঃ 'পিপাসা'-র বদলে বইতে যে শব্দটি আছে—

ঃ 'পাতা' শব্দটার মত একই অর্থ বুঝায় যে শব্দটি—

ঃ 'বাকি রাখল না'—একথা বুঝাতে বইতে যে শব্দটি আছে—

ঃ 'নির্দয়' বা 'কঠোর' এর বদলে বইতে যে শব্দটি আছে—

ঃ ছয় কে বলে ষ [ ], কিন্তু আট হল অ [ ]

খ] বাক্য রচনা কর ঃ

কুটিকুটি, কাঁদো কাঁদো, পুরোদমে, দারুণ, অতিষ্ঠ

গ] পুরো বাক্যে উত্তর বল ঃ

ঃ যে দুটো মাস নিয়ে গরমকাল তাদের নাম

ঃ গরমের সময় লোকজন, গাছপালার কি অবস্থা হয় ?

ঃ খুব গরমে বাইরে থেকে ঘুরে এসে ঠান্ডা বা শীতল জলপান ঠিক না বেঠিক হবে ?

ঃ গরমের সময় বাগানের গাছপালা কেমন করে বাঁচিয়ে রাখবে ?

চতুর্থ পাঠ

১. সামর্থ্য

ক] চ্চ, চ্ছ, জ্জ যুক্তবর্ণ তিনটি—

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত চ্চ, চ্ছ, জ্জ বর্ণযুক্ত শব্দ পঠনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত চ্চ, চ্ছ, জ্জ বর্ণযুক্ত শব্দ কথনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত চ্চ, চ্ছ, জ্জ বর্ণযুক্ত শব্দ লিখনের,

সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে ;

খ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে পড়তে সমর্থ হবে ;

গ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কথা বলতে সমর্থ হবে ;

ঘ] শুদ্ধ বানানসহ সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে সমর্থ হবে ;

ঙ] অর্থ-সংকেত বা প্রসঙ্গ-সংকেত-এর সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জানতে পারবে ;

চ] ধৈর্যসহকারে শিক্ষক ও সঙ্গীদের নির্দেশ/কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে ।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] শিশুরা বাড়ীতে/খেলার মাঠে কে কি করে জানতে চাওয়া যেতে পারে ।

খ] এর আগে প্রথম ও তৃতীয় পাঠের অনন্ত ও বিষ্টু কেমন ছেলে তা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে ।

গ] এই পাঠের সঙ্গে যে যে ছবিটি আছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে ।

ঘ] প্রথম পাঠের অনুরূপভাবে চ্চ, চ্ছ, জ্জ যুক্তবর্ণ তিনটির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে ।

৩. শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন (সম্পূর্ণ অংশের)

৪. শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীর কাজ

ক] খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর ঃ

বাচ্চু, যাচ্ছে, বেড়াচ্ছে, লজ্জা, ইচ্ছে, আচ্ছা, বাচ্চা, কচ্ছপ, দুরন্ত, উচ্চিঙড়ি

খ] শব্দ আর অর্থ শেখো ঃ

ঃ দুরন্ত ছেলেটার নাম কি ?

ঃ বাচ্চু খুবই দুরন্ত ছেলে এটা তার কোন্ কোন্ কাজ থেকে জানলে ?

ঃ বাচ্চু সারাদিন কি করে ?

ঃ বাচ্চুর এখানে ওখানে যাবার ফলটা কি হয় ?

ঃ বাচ্চুর ঘরে থাকতে ইচ্ছা করে না কেন ?

ঃ বাচ্চু ঘরে থাকে না বলে তার মা-বাবা কি বলেন ?

ঃ পাড়ার লোকে বাচ্চুকে কি নাম দিয়েছে ?

ঃ বাচ্চুকে পাড়ার লোকের দেওয়া নামটা ঠিক হয়েছে কি ?

ঃ কুকুরবাচ্চা নিয়ে বাচ্চু কি করে ?

ঃ তোমরা কে কে নদী দেখেছ ?

ঃ নদীর চর বলতে কি বুঝায় ? (শিক্ষক মহাশয় চর সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করে দেবেন)

ঃ কচ্ছপ কিরকম দেখতে ? (কচ্ছপ কোথায় থাকে, কি রকম দেখতে, কতদিন বাঁচে, ইত্যাদি প্রসঙ্গে বলা দরকার)

ঃ প্রথম ছবিটাতে কি দেখছ তা বল।

ঃ দ্বিতীয় ছবিটাতেই বা বাচ্চু কি করছে তা বল।

গ] পড়ো আর লেখো ঃ

ঃ খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর শীর্ষ এর শব্দসমূহ

৫. শিক্ষার্থীদের সরব পঠন

৬. মূল্যায়ন

ক] ফাঁকা জায়গায় ঠিক বর্ণটি বসাও ঃ

ঃ [ ] ষ্টু খুবই দূর [ ] তাই তাকে আ [ ] মার দেওয়া হল।

ঃ পাখির ছানাকে পাখির বা [ ] ও বলা যায়।

ঃ নদীর চরে একরকম প্রাণী থাকে, তার নাম হল [ ] [ ] প।

ঃ অনেকগুলি জিনিস এক সঙ্গে থাকলে তাকে বলা যায় এক গু [ ] জিনিস।

ঃ বাচ্চু নদীর [ ] [ ] ঘোরে।

ঃ কথা না শুনলে মা বাবা [। । । । ।]।

ঃ কথা শুনলে মা বাবা [। ।]

খ] নতুন নতুন শব্দ শেখো ঃ বাক্য তৈরী কর

সারাদিন, দিনরাত, দিনদিন, দিনেদিনে, দিনদুপুরে, দিনমণি

গ] বাচ্চু কেমন ছেলে, সে সারাদিন কি করে, এজন্যে তার মা বাবা তাকে কি বলেন—এসব কথা পাঁচ ছয়টা বাক্যে লেখো।

পঞ্চম পাঠ

১. সামর্থ্য

ক] 'ক্ক', 'দ্দ', 'ন্ন', 'প্প', 'ব্ব', 'ল্ল' যুক্তবর্ণ ছয়টি—

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত উল্লিখিত বর্ণযুক্ত শব্দ পঠনের ;

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত উল্লিখিত বর্ণযুক্ত শব্দ কথনের ;

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত উল্লিখিত বর্ণযুক্ত শব্দ লিখনের সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে ;

খ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কন্ঠস্বরে পড়তে সমর্থ হবে ;

গ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কন্ঠস্বরে কথা বলতে সমর্থ হবে ;

ঘ] শুদ্ধ বানানসহ সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে সমর্থ হবে ;

ঙ] অর্থ-সংকেত বা প্রসঙ্গ-সংকেত-এর সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জানতে পারবে ;

চ] ধৈর্যসহকারে শিক্ষক ও সঙ্গীদের নির্দেশ/কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে ;

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] শিশুরা খেলার সময় যে সব খেলনা নিয়ে খেলে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে ;

খ] শিশুরা পরিবেশে যে সব যানবাহন দেখেছে, সে প্রসঙ্গে কথা বলা যায়, যেমন—কে কি গাড়ী দেখেছে, কেমন দেখতে, কি করে গাড়ী চলে, কোন গাড়ীর কটা চাকা ইত্যাদি ;

গ] এই পাঠের ছবির বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে সে বিষয়ে আলোচনা করা যায় ।

ঘ] প্রথম পাঠের অনুরূপ ভাবে এই পাঠের ছয়টি যুক্তবর্ণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে ।

৩. শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন (সম্পূর্ণ অংশের)

৪. শিক্ষক মহাশয়ের কাজ শিক্ষার্থীদের কাজ

ক] খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর ঃ

চক্কর, ঠোক্কর, ধাক্কা, চোদ্দ, রদ্দি, রোদ্দুর, কান্না, রান্না, বাপ্পা, আব্বাসউদ্দিন, রসগোল্লা, হৈহল্লা, পাল্লা, আবদুল্লা ।

খ] শব্দ আর অর্থ শেখো ঃ

ঃ বাপ্পার রেলগাড়ীটা কি দিয়ে তৈরী ?

ঃ সেটা কিভাবে দৌড়ায় ?

ঃ টিনের রেলগাড়ী কিভাবে চলে—ছবি দেখে আর বই পড়ে বল।

ঃ বাপ্পা কিভাবে তার মোটরখানা চালাতে চেয়েছিল ?

ঃ মোটরখানা ধাক্কা খাবার পর কি হচ্ছে ?

ঃ ঠোক্কর খেয়ে মোটর পড়ে যাওয়ায় বাপ্পা কি করেছিল ?

ঃ বাপ্পা যখন কাঁদছিল মা তখন কি করছিলেন ?

ঃ বাপ্পার কান্না থামাবার জন্য মা কি করলেন, কি বললেন ?

ঃ কে কে মোরব্বা খেয়েছ, কি রকম খেতে, মোরব্বা কি দিয়ে তৈরী হয় ?

ঃ কে কে রসগোল্লা খেয়েছ, কি রকম দেখতে, কি দিয়ে তৈরী, খেতে কেমন ?

ঃ বাপ্পার দাদা এসে কি বলল ?

ঃ দাদার কথা শুনে বাপ্পা কি বলল ?

ঃ দাদা যে গল্পটা বলল সেটা কদ্দিন আগের কথা ?

ঃ নতুন বাস আর পুরোন মোটরের মালিকের নাম দুটি বল।
(বাস ও মোটরের তফাৎ সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে)

ঃ রাস্তার লোকেরা একদিন কি মজা দেখেছিল ?

ঃ আব্বাসের মোটর দেখে পথের লোক কি ভাবছিল—বই দেখে বল।

ঃ আব্দুল্লার বাস চলল না কেন ?

ঃ বাসের চাকা ফেটে যাবার সময় দারুণ একটা আওয়াজ হল কেন বলতো ?

ঃ বাসের চাকা আর রেলগাড়ীর চাকা কোনটা কি দিয়ে তৈরী ? বাসের চাকার ভেতরে কি থাকে ?

ঃ আব্বাসের মোটরটা কি রকম দেখতে ছিল ?

ঃ বাসের দশা দেখে লোকে কি করছিল ?

ঃ দাদার গল্প শুনে বাপ্পা কি করল ?

ঃ দাদা যে বলল "মাথা ভাঙলেও গাড়ি চলে, চাকা ভাঙলে চলে না।"
এ বিষয়ে তোমাদের কি মনে হয় ?

গ] পড়ো আর লেখো ঃ

ঃ খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর শীর্ষ এর শব্দসমূহ

ঃ বাপ্পার টিনের রেলগাড়ীটা কিভাবে দৌড়ায়

ঃ রেলগাড়িটা গোল হয়ে ঘুরে আসে বুঝাতে বইতে যে শব্দটা আছে সেটা লেখো।

ঃ ঠেলা কথাটার মত একই অর্থে আর কি শব্দ জেনেছ।

ঃ "দারুণ একটা আওয়াজ হল" কথাগুলিকে আর কিভাবে লিখতে পার ?

৫. শিক্ষার্থীদের সরব পঠন

৬. মূল্যায়ন

ক] বাক্য রচনা কর ঃ

কুপোকাৎ, রদ্দি, খদ্দর, হুস করে; হাসাহাসি, ঠেলাঠেলি, পাল্লা।

খ] নিচের গাড়িগুলির নাম লেখো ঃ

দু চাকাওয়ালা, তিন চাকাওয়ালা, চার চাকাওয়ালা, অনেক চাকাওয়ালা

গ] শব্দ তৈরী কর ঃ

ক্ক, ল্ল, ব্ব, দ্দ

ঘ] দু একটি বাক্যে উত্তর দাও [মুখে বা লিখে]

ঃ মা বাপ্পার কান্না ভুলাতে তাকে কি কি খাবার দেবেন বলেছিলেন ?

ঃ বাস গাড়ি বড় না মোটর গাড়ি বড় ?

ঃ রাস্তায় বাসে লোকজন কিভাবে ওঠা-নামা করে ?

ঃ যে পথে লরি, বাস, মোটর চলে সে পথে চলতে হলে কিভাবে পথ চলবে ?

ঃ রোদ্দুর কথাটাকে আরও সহজ করে বলতে হলে কি বলবে ?

ঃ "নতুন বাসের দশা" কথাগুলোকে আর কিভাবে বলতে পার ?

ষষ্ঠ পাঠ

১. সামর্থ্য

ক] 'ণ্ট', 'ণ্ঠ', 'ণ্ড' যুক্তবর্ণ তিনটি—
বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত উল্লিখিত বর্ণযুক্ত শব্দ পঠনের,
বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত উল্লিখিত বর্ণযুক্ত শব্দ কথনের,
বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত উল্লিখিত বর্ণযুক্ত শব্দ লিখনের,
সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে ;

খ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে পড়তে সমর্থ হবে ;

গ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কথা বলতে সমর্থ হবে ;

ঘ] শুদ্ধ বানানসহ সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে সমর্থ হবে ;

ঙ] অর্থ-সংকেত বা প্রসঙ্গ সংকেত-এর সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জানতে পারবে ;

চ] ধৈর্যসহকারে শিক্ষক ও সঙ্গীদের নির্দেশ ও কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে ।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] শিক্ষার্থীদের রেলগাড়ী চড়ার অভিজ্ঞতা থাকলে সে প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলা যেতে পারে ;

খ] যে সব শিক্ষার্থীর বাইরে বেড়াতে যাবার সুযোগ হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা হতে পারে ;

গ] এই পাঠের ছবি দুটির প্রসঙ্গে নানা কথা হতে পারে ;

ঘ] প্রথম পাঠের অনুরূপভাবে 'ণ্ট', 'ণ্ঠ', 'ণ্ড' যুক্তবর্ণ তিনটির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে ।

৩. শিক্ষকের আদর্শ সরব পঠন

৪ শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ

ক] খুঁজে দেখো / লক্ষ্য কর ঃ
ঘণ্ট, ঘণ্টা, মণ্টু, এণ্টালি, লণ্ঠন, নীলকণ্ঠ, মণ্ডল, ঠাণ্ডা, পণ্ডিত, পাণ্ডুয়া, গণ্ডগোল, খণ্ড, ষণ্ড, কাণ্ড ।

খ] শব্দ আর অর্থ শেখো ঃ

ঃ রেলগাড়ি ছাড়ার আগে কি কি ঘটে,—বই দেখে বল।

ঃ রেলগাড়ির সঙ্গে ঘণ্টা বাজার সম্পর্ক কি ?

ঃ গাড়ি ছাড়ার আগে সবুজ আলো কিভাবে দেখানো হয় ? লাল আলো দেখালে কি বুঝবে ?

ঃ 'বাঁশি' বেজে ওঠে'—কে এটা বাজায়, কেনই বা বাজায় ?

ঃ রেলগাড়িতে খুব ভীড় ছিল, কেমন করে জানলে—বই পড়ে বল।

ঃ মণ্টু খাবার-দাবার কিসে করে নিয়ে যাচ্ছিল ?

ঃ কে কলকাতায় যাবে ?

ঃ এন্তাজ আলী কলকাতার কোথায় যাবে ?

ঃ এন্তাজ কার জন্যে কি নিয়ে যাচ্ছিল ?

ঃ পুঁটুলি কার হাতে ছিল ?

ঃ নীলকণ্ঠ পণ্ডিত কোথায় যাবেন ?

ঃ তাঁর পুঁটুলিতে কি ছিল ?

ঃ পাটালি কি থেকে তৈরী হয়, খেতে কেমন লাগে ?

ঃ গাড়িটা কিভাবে থেমে গেল ?

ঃ গাড়িটা হঠাৎ থামায় কি কি ঘটনা ঘটল ?

ঃ পণ্ডিত মহাশয় কি খবর নিয়ে এলেন ?

ঃ ষণ্ডকে সহজ কথায় আর কি বলবে ?

গ] পড়ো আর লেখো ঃ

ঃ খুঁজে দেখো / লক্ষ্য কর শীর্ষ-এর শব্দসমূহ।

ঃ এখানে যে সব লোকের নাম আছে সেগুলি লেখো।

ঃ তারা কে কোথায় যাচ্ছিল লেখো।

ঃ গুড় দিয়ে তৈরী একরকম খাবারের নামটি লেখো।

ঃ গাড়ি ঝাঁকুনি দিয়ে থামলে কোন খাবারের কি দশা হল ?

ঃ কলা গাছের ফুল দিয়ে রান্না তরকারীর নামটা বই পড়ে বল।

৫. শিক্ষার্থীদের সরব পঠন

৬. মূল্যায়ন

ক] ফাঁকা জায়গা ভরে দাও ঃ

ঃ মোচার ঘ [ ] খেতে ভাল।

ঃ কলাগাছের ফুলকে বলে [।]

ঃ সভার শেষে খুব গ [ ] গো [ ] হল।

ঃ ষাঁড়কে বলে ষ [ ], আর মাথাকে বলে মু [ ]।

খ] বাক্য রচনা কর ঃ

লণ্ডভণ্ড, গণ্ডগোল, ঠাসাঠাসি, লণ্ঠন, ঘণ্ট

গ] দু-একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও [লিখে বা মুখে মুখে]

ঃ কলাগাছের ফুলকে কি বলে ?

ঃ ষাঁড়কে আর কি বলা যায় ?

ঃ 'শীতল বাতাস' শব্দ দুটোর বদলে আর কি লিখতে পার।

ঃ 'গায়ে' শব্দটার বদলে আর কি বলা যেত ?

ঃ কলকাতা কোথায়, গ্রাম না শহর।

ঃ বাড়ীতে যে লণ্ঠন ব্যবহার করা হয় তার নাম কি ?

ঃ গাড়ি হঠাৎ না থেমে আস্তে আস্তে থামলে কি হতো বা হতো না।

ঃ গাড়ি যদি আদৌ না থামাত তা হলেই বা কি হতো ?

সপ্তম পাঠ

১. সামর্থ্য

ক] 'ক্ত', যুক্তবর্ণটি—

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'ক্ত' বর্ণযুক্ত শব্দ পঠনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'ক্ত' বর্ণযুক্ত শব্দ কথনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'ক্ত' বর্ণযুক্ত শব্দ লিখনের, সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে।

খ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে পড়তে সমর্থ হবে ;

গ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কথা বলতে সমর্থ হবে ;

ঘ] শুদ্ধ বানানসহ সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে সমর্থ হবে ;

ঙ] অর্থ-সংকেত বা প্রসঙ্গ-সংকেত-এর সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জানতে পারবে ;

চ] ধৈর্য্য সহকারে শিক্ষক ও সঙ্গীদের নির্দেশ/কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] এই পাঠের সঙ্গে দেওয়া ছবি দুটির প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যেতে পারে।

খ] ছোট ছেলেরা খেলাধুলোর সময় যে সব অঘটন ঘটায় সে সম্পর্কেও কথাবার্তা বলা যায়। প্রাথমিক সর্তকতা সম্পর্কেও দু-একটি কথা বলা যায়।

গ] প্রথম পাঠের অনুরূপভাবে 'ক্ত' যুক্ত বর্ণটির সংগে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

৩. শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন

৪. শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ

ক] খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর ঃ

শক্তি, শক্ত, তক্তা, মুক্তি, সুক্তি, রক্ত, বিরক্ত, ডাক্তার, বিষাক্ত

খ] শব্দ আর অর্থ শেখো ঃ

ঃ এই গল্পে ভাই আর বোনের নাম কি ?

ঃ শক্তি আর মুক্তি 'দুজনে যুক্তি করল' এ কথার মানে কি বুঝেছ ?

ঃ শক্তি কোনটাকে তাদের গাড়ি বলে ঠিক করল—ছবি দেখে বল।

ঃ কাঁঠাল গাছ কি রকম দেখতে ?

ঃ 'গাছের গুঁড়ি' দিয়ে কি হতে পারে ?

ঃ কাঁঠাল গাছের গুঁড়ির গাড়ি ঠেলার ফলে কি কাণ্ড হল ?

ঃ শক্তি কিজন্যে কাকে ভয় পেল ?

ঃ বাবা ঘটনাটা জেনে কি খুশি হয়েছিলেন ! অন্য কিছু ।

ঃ বাবা বিরক্ত হয়ে কি বললেন ?

ঃ ডাক্তার এসে প্রথমে কি করলেন ?

ঃ ডাক্তার শক্তিকে ডেকে কি বললেন ?

গ] পড়ো আর লেখো ঃ

ঃ গাছের কোন অংশটাকে গুঁড়ি বলা হয় ? [বা গাছের কাণ্ডকে কি বলা হয়]

ঃ 'বিষযুক্ত' বুঝাতে কোন্ শব্দটা লেখা হয়েছে ?

ঃ বাবা খুশি হননি তা কোন্ শব্দটা থেকে জানলে ?

৫. শিক্ষার্থীদের সরব পঠন

৬. মূল্যায়ন

ক] 'ক্ত' যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরী শব্দগুলি লেখো ।

খ] যেটা যেটা ঠিক তার পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দাও ঃ

খেলাধুলা করতে হয়—

ঃ সাবধানে

ঃ নিয়মিত

ঃ যখনতখন

ঃ খেয়ালখুশিমত

গ] ডাক্তারবাবু যে শক্তিকে বললেন—'পড়বে, লাগবে, তবু খেলা ছাড়বে না'—এ কথার আসল মানে কয়েকটি বাক্যে বল ।

ঘ] নিচের বর্ণগুলির সঙ্গে 'ক্ত' যুক্তবর্ণ আর আ-কার, ই-কার, উ-কার যোগ করে নতুন শব্দ গঠন কর ঃ

ম [মুক্ত, মুক্তা, মুক্তি]
ভ [ভক্ত, ভক্তি]
র [রক্ত, রিক্ত]
শ [শুক্তা, শক্ত]
য [যুক্ত, যুক্তি]
ত [তক্তা, তিক্ত]

অষ্টম পাঠ

১. সামর্থ্য

ক] 'ঙ্গ' যুক্তবর্ণটি—

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'ঙ্গ' বর্ণযুক্ত শব্দ পঠনের ;

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'ঙ্গ' বর্ণযুক্ত শব্দ কথনের ;

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'ঙ্গ' বর্ণযুক্ত শব্দ লিখনের সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে ;

খ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে পড়তে সমর্থ হবে ;

গ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কথা বলতে সমর্থ হবে ;

ঘ] শুদ্ধ উ-চারণসহ সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে পারবে ;

ঙ] অর্থ-সঙ্কেত বা প্রসঙ্গ-সঙ্কেত-এর সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জানতে পারবে ।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] নদী-প্রসঙ্গে নানা কথা বলা যেতে পারে, যেমন কারা কারা দেখেছে, নদীর নাম—নদী পারাপারের যান ইত্যাদি । যারা নদী দেখেনি তাদের সহজভাবে ধারণা দিতে হবে ।

গ] এই পাঠের ছবি দুটির প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে সে বিষয়ে আলোচনা করা যায় ।

ঘ] প্রথম পাঠের অনুরূপ ভাবে 'ঙ্গ' যুক্ত বর্ণটির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে ।

৩. শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন

৪. শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ

ক] খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর ঃ

ভুজঙ্গ, গাঙ্গুলী, জঙ্গীপুর, মঙ্গলবার, গঙ্গা, হাঙ্গর, সুড়ঙ্গ, অঙ্গভঙ্গী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, টাঙ্গা রঙ্গলাল, অঙ্গনা, দঙ্গল, সঙ্গী, জঙ্গল, লবঙ্গ, চাঙ্গা ।

খ] শব্দ আর অর্থ শেখো ঃ

ঃ জঙ্গীপুরে কে থাকেন ? (জঙ্গীপুর জায়গাটা যে মুর্শিদাবাদে তা উল্লেখ করা যেতে পারে)

ঃ ভুজঙ্গ গাঙ্গুলী কবে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন ?

ঃ তিনি কি বলেছিলেন—বই দেখে বলে।

ঃ 'কথায় কথায়'—এ কথার মানে কি বুঝায় ?

(হাঙর সমুদ্রে শিশুদের ধারণা দেওয়া দরকার—ছবি দেখাতে পারলে ভাল হয়। গঙ্গা নদী সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে)

ঃ কাকে কাকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার দিকে যাওয়া হল ?

ঃ যে গাড়ীতে চড়ে যাওয়া হল তার নাম কি ?

ঃ টাঙ্গা গাড়ি দেখতে কি রকম ?

(টাঙ্গা সম্পর্কে শিশুদের ধারণা স্পষ্ট করা দরকার—সম্ভব হলে ছবি দেখাতে হবে।)

ঃ গঙ্গার ধারে কি কি দেখা গেল ?

ঃ অঙ্গনা কি করছিল ?

ঃ বুনোফুল কিসের মত দেখতে ? (লবঙ্গ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে)

ঃ ঝোপের পাশে কি দেখে অঙ্গনা ফিরে এসেছিল ?

ঃ রঙ্গলাল হেসে কি বলেছিল ?

(শিয়াল সম্পর্কে সহজ পরিচিতি বা গল্প বলা যেতে পারে)

ঃ বটগাছে কি কাণ্ড দেখা গেল ? (হনুমান এবং বটগাছ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া দরকার)

ঃ কুকুরের দল কি করছিল ?

ঃ জলের ধারে লোকটিকে দেখে রঙ্গলাল কি ভেবেছিল ?

ঃ লোকটা আসলে কোথায় বসেছিল, ছবি দেখে বল।

ঃ লোকটি অবাক হয়ে তাকাল কেন ?

ঃ প্রথম ছবিটা দেখে বল, কারা কোথায় বসে আছে—কি দেখতে পাচ্ছে ?

গ] পড়ো আর লেখো ঃ

ঃ খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর শীর্ষ এর শব্দসমূহ

ঃ এক ধরণের বড় মাছ/সমুদ্রের প্রাণী—

ঃ ঘোড়ায় টানা দু চাকার গাড়ীকে বলে—

ঃ 'এক দঙ্গল ছেলে'—আর কিভাবে লিখতে পার ?

ঃ লবঙ্গ আসলে কি, কি কাজেই বা লাগে ?

ঃ মাটির ভেতরের সরু গর্তপথকে বলে—

ঃ মাছ ধরার ছিপকে বলে—

ঃ ছোট নৌকাকে বলে—

৫. শিক্ষার্থীদের সরব পঠন

৬. মূল্যায়ন

ক] 'ঙ্গ' দিয়ে দশটা শব্দ লেখো।

খ] নিচের বাক্যগুলিকে আর কিভাবে লিখতে পার ঃ

যেমন—"ভুজঙ্গ গাঙ্গুলী থাকেন জঙ্গীপুরে"—ভুজঙ্গ গাঙ্গুলী জঙ্গীপুরে থাকেন।

ঃ মঙ্গলবার দিন এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে।

ঃ বুনোফুল ফুটেছে ঝোপে।

ঃ আমরা চেয়ে আছি জলের দিকে।

গ] নিচের শব্দগুলোর বদলে একই অর্থ বুঝায় আর কি লিখতে পার ঃ

হাওয়া, চাঙ্গা, দঙ্গল, সুড়ঙ্গ, বঁড়শি, শরীর

ঘ] ফাঁক ভরাট করো ঃ

ঃ গঙ্গা হল একটা [ ][ ][ ] নাম।

ঃ টাঙ্গা হল একরকম [ ][ ]।

ঃ ডিঙ্গি হল একধরণের [ ][ ]।

ঃ লবঙ্গ হল একরকম [ ][ ][ ]।

নবম পাঠ

১. সামর্থ্য

রেফ-এর ব্যবহার—

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'রেফ' বর্ণযুক্ত শব্দ পঠনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'রেফ' বর্ণযুক্ত শব্দ কথনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'রেফ' বর্ণযুক্ত শব্দ লিখনের, সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে।

খ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে পড়তে সমর্থ হবে ;

গ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কথা বলতে সমর্থ হবে ;

ঘ] শুদ্ধ বানানসহ সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে সমর্থ হবে ;

ঙ] অর্থ-সংকেত বা প্রসঙ্গ-সংকেত-এর সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জানতে পারবে ;

চ] ধৈর্যসহকারে শিক্ষক ও সঙ্গীদের নির্দেশ/কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে।

ছ] বিপদে পড়লে একসঙ্গে জোটে

তবেই মিলে সবার রক্ষা বটে—অর্জুন সর্দার আর গ্রামবাসীদের বাঁধ রক্ষার কাহিনী পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এ ধরণের মূল্যবোধ গঠনে সমর্থ হবে।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] 'র' কিভাবে 'রেফ' আকারে শব্দের মধ্যে থাকছে সেটি শিক্ষার্থীদের কাছে বিভিন্ন শব্দের সাহায্যে স্পষ্ট করে তুলতে হবে। কোনো কোনো শব্দে 'র' আছে, কোথাও বা র-এর উচ্চারণ আছে কিন্তু বর্ণটি অদৃশ্য। 'র' চেনা রূপে অদৃশ্য হলেও পরিবর্তিত রূপে পরের বর্ণের মাথায় বসে আছে 'রেফ' চিহ্ন হয়ে। তরক > তর্ক, পূরব > পূর্ব, উরদু > উর্দু, উরবর > উর্বর, কারয > কার্য, ঘরম > ঘর্ম, করম > কর্ম, অরচনা > অর্চনা, অরথ > অর্থ,—এরকম বহু শব্দ ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে র কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, কিভাবে দ্রুত উচ্চারণ করা হচ্ছে, কিভাবে পরবর্তী বর্ণ র-এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এবং তার মাথায় রেফ আকারে 'র' বসছে—তা স্পষ্ট করে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

বরষা, সূরয, ঘূরণি, ভরতি, সুবরণরেখা, গরজন, দুরদান্ত, শব্দগুলি শিক্ষার্থীদের বইতে কিভাবে ছাপা আছে তা পরবর্তীকালে পাঠের সময় লক্ষ্য করতে বলা দরকার।

খ] শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতায় বর্ষা, বন্যা, ঘরবাড়ী, গাছপালার ডুবে যাওয়া প্রভৃতি কোন কিছুর অভিজ্ঞতা থাকলে সে প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা যায়। নদীর তীরে যাদের বাড়ী তাদের অভিজ্ঞতাও শোনা যায়। শিক্ষক মহাশয় বন্যা বা প্লাবনের যে ক্ষতিকারক রূপ সে প্রসঙ্গে সহজ কথায় বলতে পারেন।

৩. শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন

৪. শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ

ক] খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর ঃ

বর্ষা, সূর্য, ঘূর্ণি, সুবর্ণরেখা, গর্জন, দুর্দান্ত, অর্জুন, দুর্গাপুর, বর্শা, গর্ত, সর্ব্বনাশ, পর্বত, টর্চ।

খ] শব্দ আর অর্থ শেখো ঃ

ঃ বর্ষা না থামার সঙ্গে সূর্য দেখা না যাওয়ার সম্পর্ক কি ?

ঃ 'সাতদিন' শব্দটির বদলে আর কি বলতে পার ?

ঃ মাঝে মাঝে কিরকম ঝড় বইছিল ?

ঃ কি রকম বাতাস বইলে তাকে ঝড় বা ঘূর্ণিঝড় বলবে।

ঃ বর্ষার সময় দিনরাত যখন বৃষ্টি হতে থাকে তখন সেই জল কোথায় কোথায় যায় ?

ঃ এখানে কোন নদীটার নাম জানলে ?

ঃ সুবর্ণরেখার জল কিভাবে বাড়ছিল ?

ঃ 'জলের গর্জন দুর্দান্ত' একথার মানে কি বুঝিয়ে বল।

ঃ অর্জুন কে, সে কি করছিল ?

ঃ অর্জুনের হাতে কি ছিল ?

ঃ বর্শা আর কোঁচ কিরকম দেখতে, কি কাজে লাগে ?

ঃ ছবি দেখে বল অর্জুন সর্দারের হাতে কি আছে ?

ঃ অর্জুনের পা কাদায় দেবে গেল কেন ?

ঃ অর্জুন আঁৎকে উঠল কেন ?

ঃ অর্জুন গাঁয়ের দিকে ছুটল কেন ?

ঃ সে কি বলতে বলতে ছুটছিল ?

ঃ গাঁয়ের লোক অর্জুনের কথা শুনে কি করল ?

ঃ "মনে হচ্ছে যেন একটা পর্বত ছুটছে"—বই এর ছবি দেখে বল—এ কথাগুলোর আসল মানে কি ?

গ] পড়ো, বুঝে নাও তারপর লেখো :

: খুঁজে দেখো লক্ষ্য কর শীর্ষ এর শব্দসমূহ

: যার কাছ থেকে আমরা রোদ পাই তার নাম—

: সকালের রোদ কোন দিক থেকে আসে—

: ঝগড়া বা কথা কাটাকাটি বুঝাতে যে শব্দটা জেনেছ—

: পুকুর-ডোবার বদলে যে শব্দটা পড়েছ—

: জল বয়ে যাবার জোর আওয়াজ বুঝাতে কোন্ শব্দটা জেনেছ ?

: বাঁধ মেরামতের জন্য গাঁয়ের লোকজন কি কি জিনিস সঙ্গে নিল ?

৫. শিক্ষার্থীদের সরব পঠন

৬. মূল্যায়ন

ক] নিচের শব্দগুলির 'র' এর বদলে রেফ্ বসিয়ে শব্দ বানাও, লেখো তারপর পড়ো :

বরষা, সুরয, ঘুরণি, সুবরণ, দুরদান্ত, সরবনাশ, পরবত, দুরবা, দুরগা, বরণ, বরষ, বরতমান।

গ] কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :

গাঁয়ের লোকেরা দলবেঁধে না গিয়ে যদি একা একা যেত তাহলে বাঁধ বাঁচানোর ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধা দেখা দিত তা লেখো।

দশম পাঠ

১· সামর্থ্য

ক] র-ফলার ব্যবহার—

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত র-ফলাযুক্ত শব্দ পঠনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত র-ফলাযুক্ত শব্দ কথনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত র-ফলাযুক্ত শব্দ লিখনের, সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিখতে পারবে ;

খ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে পড়তে সমর্থ হবে ;

গ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কথা বলতে পারবে ;

ঘ] শুদ্ধ বানানসহ সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে পারবে ;

ঙ] অর্থ-সংকেত বা প্রসঙ্গ সংকেত-এর সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জানতে পারবে ;

চ] ধৈর্যসহকারে শিক্ষক মহাশয় ও সঙ্গীদের নির্দেশ/কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে ;

ছ] প্রভাতের 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' যাত্রাপালা দেখার কাহিনীর মাধ্যমে—অন্যায় অত্যাচারকে ঠেকাতে হলে সমবেত প্রয়াস অপরিহার্য—শিক্ষার্থীরা এ ধরণের মূল্যবোধ গঠনে সমর্থ হবে ।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে রেফ-এর ব্যবহার ও প্রয়োগ শিখেছে । এই পাঠের কাহিনীর মাধ্যমে তারা র-ফলার ব্যবহার ও প্রয়োগ শিখবে । আগের পাঠে জেনেছে র-এর উচ্চারণ থাকলেও কোন কোন শব্দে 'র' রেফ চিহ্ন হয়ে পরবর্ত্তী বর্ণের মাথায় বসে যায় । এবার তারা জানবে কোনো কোনো শব্দে 'র' র-ফলা [্র] চিহ্নরূপে পূর্ববর্তী বর্ণের নিচে জুড়ে যায় । সহজ শব্দ ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে, যেমন—পরভাত>প্রভাত, রৌদর>রৌদ্র, যাত্রা>যাত্রা প্রভৃতি র-ফলার চিহ্ন, তার বর্ণের সঙ্গে জুড়ে যাওয়া এবং অবস্থান ও সামগ্রিকভাবে শব্দের উচ্চারণ এর সঙ্গে শিক্ষক মহাশয় পরিচয় করিয়ে দেবেন । শিক্ষার্থীরা র-ফলাযুক্ত শব্দ লিখবে এবং উচ্চারণ অভ্যাস করবে ।

খ] 'ক্র' লেখার বৈশিষ্ট্যের দিকে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে ।

গ] যাত্রাগানের প্রসঙ্গও আনা যেতে পারে । শিশুদের মধ্যে কারা কারা যাত্রা দেখেছে, কোথায় দেখেছে,

যাত্রার আসর, অভিনয়, আসরের সাজসজ্জা ইত্যাদি প্রসঙ্গে শিশুদের যে অভিজ্ঞতা সে বিষয়ে আলাপ আলোচনা করা যেতে পারে।

৩. শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন

৪. শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ

ক] খুঁজে দেখো / লক্ষ্য কর ঃ

প্রভাত, প্রচুর, পরিশ্রম, বিশ্রাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভাদ্র, রৌদ্র, বিদ্রোহ. যাত্রা, আশ্রম, বেত্রবতী, গোগ্রাস, গ্রাম, স্রোত।

খ] শব্দ আর অর্থ শেখো ঃ

ঃ কে কাজ থেকে ফিরেছে ?

ঃ প্রভাত কি কাজ করেছে ?

ঃ প্রভাতকে কোন্ সময় কাজ করতে হয়েছে ?

ঃ ভাদ্রের রৌদ্র প্রখর—একথা বললে কি বুঝবে ?

ঃ মাটি কি দিয়ে কুপানো যায় ?

ঃ প্রভাতকে খুব কাজ করতে হয়েছে—কোন্ বাক্য থেকে জানলে—বই দেখে বল।

ঃ কাজ থেকে ফিরে প্রভাত কি করছিল ?

ঃ প্রভাত কিভাবে বিশ্রাম নিচ্ছিল, তা ছবি দেখে বল।

ঃ আক্রম এসে কি বলল ?

ঃ 'রাত' কথাটার বদলে এখানে আক্রম কোন্ কথাটা বলেছে ?

ঃ যাত্রা কোথায় হবার কথা সে বলল ?

ঃ 'গ্রাম' শব্দটার বদলে একই অর্থ বুঝায় আর কি বলতে পার ?

ঃ যাত্রাদলটা কোথাকার, মালিকের নামই বা কি ?

ঃ সাঁওতালদের তোমরা চেন কি ? তারা কোথায় থাকে ? কেমন দেখতে ?

ঃ যাত্রার বিষয় বুঝাতে কোন্ শব্দটা লেখা হয়েছে ?

ঃ আক্রমের কথা শুনে প্রভাত কি করল ?

ঃ 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়া' বুঝাতে কোন্ শব্দটা জানছ—বই দেখে বল।

ঃ যাত্রা দেখার জন্য কোন্ নদী পার হতে হবে ?

ঃ প্রভাত ও আক্রম নদী পার হল কিভাবে ?

ঃ আক্রম প্রভাতকে কি বলল ?

ঃ নোঙর নৌকার কি কাজে লাগে, কি রকম দেখতে ?

ঃ 'হাল ধরতে খুব পাকা' একথার মানে কি বুঝেছ বল। নৌকায় হাল থাকে কেন, কোথায় থাকে ?

ঃ যাত্রা কোন্ মাঠে হচ্ছিল ?

ঃ প্রভাতরা যাত্রার আসরে পৌঁছে কি দেখল ?

ঃ জমিদার আর মহাজনের অত্যাচার চাষীরা মেনে নিয়েছিল কিনা তা বই থেকে পড়ে বল।

ঃ চাষীদের নেতা ছিল কারা ? [সিধু-কানু প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা দরকার *]

ঃ "শুনতে শুনতে রাত ভোর হয়ে যায়। সূর্য ওঠে"।

এ কথাগুলির মানে তোমরা কি বুঝেছ তা বল।

ঃ "তবু মাথা নোয়ালো না" কাদের কথা বলা হচ্ছে—এ ঘটনা থেকে তারা কেমন লোক ছিল তা বল।

গ] পড়ো আর লেখো ঃ

ঃ খুঁজে দেখো/লক্ষ্য করো শীর্ষ-এর শব্দসমূহ।

ঃ যাত্রাপালার নামটি লেখো।

ঃ নৌকার হাল আর নোঙর এর কি কাজ তা লেখো।

ঃ নৌকার চালককে কি বলে ?

ঃ চাষীদের নেতাদের নাম লেখো।

ঃ চাষীদের হাতে কি কি অস্ত্র ছিল ?

ঃ কাদের জমিদার/মহাজন বলে ?

৫. শিক্ষার্থীদের সরব পঠন

৬. মূল্যায়ন

ক] ফাঁক ভরাট করো ঃ

ঃ [ ] ভাত সু [ ] পু [ ] দিকে দেখা যায় (র-ফলা ও রেফ বসাও)

ঃ কাজের শেষে বি [ ] ম করা দরকার।

ঃ নদীর নাম বে [ ] বতী।

ঃ নদীর জলে দারুণ [ ] ত।

খ] বাক্য রচনা কর ঃ

সুমুদ্র, গোগ্রাস, প্রচুর, রৌদ্র, রাত্রি।

গ] দু-একটি বাক্যে হ্যাঁ বা না লিখে উত্তর দাও ঃ

ঃ জমিদার আর মহাজন চাষীকে মেরে ঠিক করেছিল কি ?

: চাষীরা প্রতিবাদ না করে মেনে নিলে ঠিক করত কি ?

: একা একা প্রতিবাদ করলে কোনো কাজ হত কি ?

: চাষীরা মরল তবু মাথা নোয়াল না কেন ?

: একজোট হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে কি ফল হয় ?

* "তৎকালীন ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত 'দামিন-ই-কো' অঞ্চল হইতে বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত সাঁওতাল ভাষাভাষী, বিনিময় প্রথামূলক ও কৃষিকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠী কর্তৃক ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকে 'খেরওয়ারী হুল' বা সাঁওতাল বিদ্রোহ [১৮৫৪—৫৬ খ্রীঃ] বলা হয়।

এই সাঁওতালেরা অনেকে গোষ্ঠীপতি 'মাঝি'দের অধীন বঙ্গ-বিহার সীমান্তের জঙ্গল পার্বত্য অঞ্চলে কৃষিকার্য গ্রহণ করিয়া কৃষিজীবি শ্রেণীতে পরিণত এবং ধনসম্পত্তির অধিকারীও হয়। কিন্তু ইংরাজদের খাজনা দাবী ও জোতদার কর্তৃক জঙ্গল কাটিয়া কৃষিক্ষেত্রের আয়তন বৃদ্ধির ফলে বেশীর ভাগ সাঁওতাল কৃষিজমি হারাইয়া 'ডিকু' মহাজনদের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। জমিদারের নায়েব, দুর্নীতিপরায়ন দারোগা, নতুন রেললাইনের ঠিকাদার, নীলকর ও ইজারাদার সাহেবদের অত্যাচার এবং সাঁওতালদের অমিতব্যয়িতা ও সুরাসক্তি এই বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। পূর্ব দশকের জঙ্গল মহাল, রাঁচী ও পালামৌ অঞ্চলের চুয়াড় ও কোলদের বিদ্রোহ ও তাহাদের অনুপ্রেরণা দেয়।.....

সুস্পষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ ও নেতৃত্বের অভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীভুক্ত সশস্ত্র দরিদ্র জনতার এই বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৮৫৬ খ্রীঃ দলপতি সিদু, চাঁদ, ভৈরব ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত পনের হইতে পঁচিশ সহস্র সাঁওতাল নিহত হয়।... ...."

ঃ ভারত কোষ [৫ম খণ্ড] পৃঃ ৫৫২

একাদশ পাঠ

১. সামর্থ্য

ক] য-ফলার ব্যবহার—

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত য-ফলাযুক্ত শব্দ পঠনের ;

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত য-ফলাযুক্ত শব্দ কথনের ;

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত য-ফলাযুক্ত শব্দ লিখনের সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিখতে পারবে ;

খ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে পড়তে সমর্থ হবে ;

গ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কথা বলতে পারবে ;

ঘ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে পারবে ;

ঙ] অর্থ-সঙ্কেত বা প্রসঙ্গ-সঙ্কেত-এর সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জানতে পারবে ;

চ] ধৈর্যসহকারে শিক্ষক মহাশয়/সঙ্গীদের নির্দেশ/কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে ;

ছ] বিপদ-আপদে সাহস রাখতে হয়—শিক্ষার্থীরা এ ধরণের মূল্যবোধ গঠনে সমর্থ হবে ।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] বাড়ীতে হঠাৎ কারুর অসুখ-বিসুখ হলে কি করা উচিত সে সম্পর্কে সহজ আলোচনা করা যেতে পারে ।

খ] এই পাঠের ছবিগুলির প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে কি হতে পারে তা অনুমান করে বলতে বলা যায় ।

গ] কয়েকটি পরিচিত শব্দের সাহায্যে শব্দে য-ফলার অবস্থান, উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে—কোথায় 'অ্যা', কোথায় পূর্ব বর্ণটির দুবার উচ্চারণ হবে—সেগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে হবে ।

শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন

৪· শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ

ক] খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর ঃ

অমূল্য, শ্যামল, ব্যবসা, উড়িষ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ব্যাঙ, ঠ্যাঙ, অভ্যাস, ব্যস্ত, ব্যাপার, অসহ্য, অমান্য, অন্য, বিদ্যুৎ, নিত্যলাল, মধ্য, প্রদ্যোত, গ্রাহ্য, ধন্য, সত্যজ্যোতি, জনশূন্য।

খ] শব্দ আর অর্থ শেখো ঃ

ঃ রাত দুটোর সময় কি হয়েছিল ?

ঃ শ্যামলের দাদার নাম কি ?

ঃ অমূল্যর কি হয়েছিল ?

ঃ অমূল্যর অবস্থা দেখে মা কি করছিলেন, তার ওরকম করার কারণ কি মনে হয় ?

ঃ শ্যামলের বাবা কোথায় গিয়েছিলেন ? [উড়িষ্যা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা যায়]

ঃ শ্যামলের ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনার কথায় মা কি বললেন ?

ঃ শ্যামল কি মায়ের কথা শুনেছিল ?

ঃ মায়ের কথা শ্যামল শোনেনি কেন ?

ঃ শ্যামল কিভাবে ডাক্তারবাবুকে ডাকতে গেল—বই থেকে পড়ে বল।

ঃ শ্যামল যে পথে যাচ্ছিল তার বর্ণনা—বই থেকে পড়।

ঃ শ্যামলের যাবার পথে একেবারেই লোকজন ছিল না—তা কোন্ বাক্য থেকে জানলে ?

ঃ ডাক্তারবাবু রাত জেগে কি করেন ?

ঃ তিনি শ্যামলের ডাক শুনে কি বললেন, কি করলেন ?

ঃ অমূল্যকে দেখে তিনি কি বললেন ?

ঃ শ্যামলের কাজে সবাই খুশি—কেমন করে জানলে ?

ঃ 'শ্যামু, আমার বীরপুরুষ'—এ কথাগুলো কে কাকে কেন বলেছিল ?

গ] পড়ো আর লেখো ঃ

ঃ অমূল্যর পেটের ব্যথা খুবই জোর ছিল,—যে যে শব্দ থেকে জানলে তা লেখো।

ঃ পশ্চিমবঙ্গের পাশের যে রাজ্যটার নাম জানলে সেটা লেখো।

ঃ শ্যামলের বাবা কি করেন তা লেখো।

ঃ রাস্তা ফাঁকা, নির্জন বুঝাতে কি লেখা হয়েছে ?

ঃ মাঝের পাড়া বুঝাচ্ছে—কোন্ শব্দটা পড়েছ ?

ঃ 'কোনো কিছু না মেনে শ্যামল পথ চলছিল'—একথা যে শব্দ থেকে বুঝাচ্ছে সেটা লেখো।

ঃ খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর শীর্ষ-এর শব্দসমূহ

৫. **শিক্ষার্থীদের সরব পঠন**

৬. **মূল্যায়ন**

ক] বাক্য রচনা কর ঃ

ধড়ফড়, অসহ্য, জনশূন্য, গ্রাহ্য, অমান্য, ধন্য ধন্য।

খ] অর্থ লেখো ঃ

ঠ্যাঙ, ছটফট, অভ্যাস, ব্যস্ত !

গ] যে সকল শব্দে য-ফলার উচ্চারণ "অ্যা" সেগুলি একদিকে আর যেগুলিতে য-ফলার উচ্চারণ শেষ বর্ণটার দুবার উচ্চারণ তা আলাদা সারিতে লেখো—

ঘ] নিচের প্রশ্নের উত্তর দু-একটি বাক্যে দাও ঃ

- শ্যামল সাহসী ছেলে তা কেমন করে বুঝা গেল।
- শ্যামল মার কথা না শুনে পথে বেরিয়েছিল—সেটা ঠিক করেছিল কি ?
- মায়ের কথা অমান্য করা ভাল কি ?
- সময়মত ডাক্তারবাবু না এলে কি কি হতে পারত ?
- শ্যামলের কাজ বীরপুরুষের মত—এর মানে কি তা বুঝিয়ে বল।

দ্বাদশ পাঠ

১. সামর্থ্য

ক] বিভিন্ন ব্যঞ্জন বর্ণের [ন, ম, ল, ত, দ, স, ষ, ক, শ] সঙ্গে 'ম' যুক্ত হয়ে যে সব যুক্তবর্ণ তৈয়ারী হয় সেগুলি—

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত উল্লিখিত বর্ণযুক্ত শব্দ পঠনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত উল্লিখিত বর্ণযুক্ত শব্দ কথনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত উল্লিখিত বর্ণযুক্ত শব্দ লিখনের, সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে ;

খ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে পড়তে সমর্থ হবে ;

গ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কথা বলতে সমর্থ হবে ;

ঘ] শুদ্ধ বানানসহ সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে পারবে ;

ঙ] অর্থ-সংকেত বা প্রসঙ্গ-সংকেত-এর সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জানতে পারবে ;

চ] ধৈর্য্য সহকারে শিক্ষক ও সঙ্গীদের নির্দেশ/কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে ।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] শিক্ষক মহাশয় বেড়ানোর প্রসঙ্গে—কে কোথায় গেছে, কার সঙ্গে কিভাবে গেছে, কেমন লেগেছে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন ।

খ] সংক্ষেপে আমাদের দেশের সহজ সাধারণ বর্ণনা দিয়ে কাশ্মীর সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে ।

গ] প্রথম পাঠের অনুরূপভাবে যুক্ত বর্ণগুলির সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে । বিভিন্ন বর্ণের সঙ্গে 'ম' যুক্ত হবার ফলে নতুন যে যুক্তবর্ণ গঠিত হচ্ছে তার রূপ এবং পদের মধ্যে তার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে (পাঠ্য বইতে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে) সচেতন থেকে শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ উচ্চারণে সহায়তা করা দরকার ।

৩. শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন

৪. শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ

ক] খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর ঃ

যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরী শব্দগুলি।

খ] শব্দ আর অর্থ শেখো ঃ

ঃ কে কে মামার বাড়ি বেড়াতে গেল ?

ঃ রুক্মিনী আর পদ্মিনী কোন্ সময়ে বেড়াতে গিয়েছিল ?

ঃ কে কে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিল ?

[কাশ্মীর সম্পর্কে বলা দরকার—জায়গাটা কোথায়, প্রাকৃতিক শোভা—লোকজন—আচার-আচরণ—কাজকর্ম]

ঃ ট্রেনে কোন্ পর্যন্ত যাওয়া হয়েছিল ? [জম্মুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হবে]

ঃ বাসে যেতে যেতে পাহাড়ের শোভা কিভাবে দেখা হয়েছিল—বই থেকে পড়।

[বা পাহাড়ের শোভা দেখতে দেখতে সব ভুল হয়ে গিয়েছিল—কোন্ বাক্যের কোন্ শব্দ থেকে জানা যায়]

ঃ কাশ্মীরে কার বাড়িতে যাওয়া হল ?

ঃ দীন মোহাম্মদকে কি নামে ডাকা হত ?

ঃ দীনু চাচার মাকে কি বলে ডাকা হত ?

ঃ দীনু চাচার মা যারা বেড়াতে গিয়েছিল তাদের কিভাবে দেখতেন—বই থেকে শব্দটি পড়ে বল।

ঃ কাশ্মীরের কোন্ নদীর নাম জানা যাচ্ছে ?

ঃ ঝিলমের ধারে কার সাথে দেখা হয়ে গেল ?

ঃ মন্মথবাবুর সাথে দেখা হতে তিনি খুব খুশি হলেন—যে বাক্য থেকে এটা জানলে সেটা পড়। মন্মথবাবু কোথাকার মানুষ বলে পরিচয় দিলেন ?

ঃ মন্মথবাবু কি বললেন—বই থেকে পড়।

ঃ দীঘি বলতে কি বুঝায় [পুকুরের সঙ্গে তফাৎ বলা যেতে পারে]

ঃ 'দীঘি ভরা পদ্মফুল' একথার আসল মানে কি ?

ঃ বাঙলাদেশ কোথায় ? [পশ্চিমবঙ্গ আর বাঙলাদেশ সম্পর্কে খুব সহজে পরিচয় দেওয়া যায়]

ঃ বাঙলাদেশে কোন্ কোন্ ফুল বেশি ফোটে ?

ঃ কাশ্মীরে কোন্ ফুল বেশি ফোটে ?

গ] পড়ো আর লেখো ঃ

ঃ গরমকাল কথাটার বদলে আর কি লিখতে পার।

ঃ 'কাকা' কথাটার বদলে বইতে কি আছে ?

ঃ বাঙলাদেশের মানুষকে এককথায় কি বলা যাবে ?

ঃ কাশ্মীরের লোকজনকে এককথায় কি বলা যাবে ?

৫. শিক্ষার্থীদের সরব পঠন

৬. মূল্যায়ন

ক] বাক্য রচনা কর ঃ

পদ্ম, কাশ্মীর, আত্মীয়, গ্রীষ্ম, দীঘি

খ] বানান বলো/লেখো ঃ

ঃ শিবঠাকুর গায়ে 'ভস্ম' মেখে থাকেন।

ঃ রবীন্দ্রনাথ পঁচিশে বৈশাখ 'জন্ম'গ্রহন করেছিলেন।

গ] শব্দ তৈরী কর ঃ

প্রথম সারির বর্ণ এবং দ্বিতীয় সারির যুক্তবর্ণ মিলিয়ে বর্ণ তৈরী কর ঃ

রু চি, নী, র, য়, ত, আ, প

ক্ষ, ক্ব, ক্ম, ক্ম, ক্ম ....

'আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন ; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই ; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।'

—রবীন্দ্রনাথ

ত্রয়োদশ পাঠ

১. সামর্থ্য

ক] বিভিন্ন ব্যঞ্জন বর্ণের (চ, ছ, জ, ঝ) সঙ্গে 'ঞ' যুক্ত হয়ে যে সব যুক্তবর্ণ তৈয়ারী হয়, সেগুলি—
বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত উল্লিখিত যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ পঠনের,
বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত উল্লিখিত যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ কথনের,
বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত উল্লিখিত যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ লিখনের, সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে ;

খ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে পড়তে সমর্থ হবে ;

গ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কথা বলতে সমর্থ হবে ;

ঘ] শুদ্ধ বানানসহ সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে পারবে ;

ঙ] অর্থ-সংকেত বা প্রসঙ্গ-সংকেত-এর সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জানতে পারবে ;

চ] ধৈর্যসহকারে শিক্ষক মহাশয় ও সঙ্গীদের নির্দেশ/কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে ।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর জন্মদিবসের উৎসব সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যায় ।

খ] যে কোনো উৎসব অনুষ্ঠানের সময় বিদ্যালয়ে যে সব সাজসজ্জা করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা যায় ।

গ] প্রথম শ্রেণীতে পঠিত 'বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ' এবং কবিতার উল্লেখ করা যায় ।

ঘ] প্রথম পাঠের অনুরূপভাবে যুক্তবর্ণগুলির সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে ।

৩. শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন

৪. শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ

ক] খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর ঃ
যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরী শব্দসমূহ ।

খ] শব্দ আর অর্থ শেখো ঃ

ঃ কে সারাদিন বাড়ীতে নাই ?

ঃ রঞ্জন কোথায় ছিল ?

[পঞ্চায়েত সম্পর্কে সহজ কথায় কয়েকটি বাক্য বলা যেতে পারে। যেমন—সবাই মিলে পরামর্শ করে মিলেমিশে দেশের কাজ, গ্রামের কাজ—লোক বেশী হলে সকলের সম্মতি নিয়ে প্রতিনিধি, নেতা বেছে নিয়ে কাজ করার সুবিধা ইত্যাদি]

ঃ পঞ্চায়েতের মাঠে কি হবে ?

ঃ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে রঞ্জন কি বলবে ?

ঃ তোমরা রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ কবিতা পড়েছ, যে কোনো একটি বল।

ঃ উৎসবের জন্যে বড়রা কি করছিল ?

ঃ রঞ্জন সারাদিন কি করেছে ?

ঃ রঞ্জনের কান্না পাচ্ছিল কেন ?

ঃ কে কে কালবৈশাখীর ঝড় দেখেছ ?

ঃ রঞ্জন কি পোশাক পরে এসেছিল ?

ঃ নিরঞ্জন কোন্ বই থেকে কবিতা বলবে ? [সঞ্চয়িতা কি ধরণের বই তা বলা যায়]

ঃ কে গান গাইবে ?

ঃ মঞ্জুলাদি কোন্ বই থেকে গান গাইবে ? [গীতাঞ্জলি বই সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা যায়]

ঃ বাঞ্ছারাম কি নিয়ে উপস্থিত ?

ঃ উৎসবে লোকজন দেরি করে আসবে কেন ?

গ] পড়ো আর লেখো ঃ

ঃ পঁচিশে বৈশাখ কিজন্যে উৎসবের দিন—

ঃ বড়োরা উৎসবের 'মাঁচা' বেঁধেছিল—মাঁচা শব্দটার বদলে একই অর্থ বুঝায় এমন একটা শব্দ বই থেকে বল।

ঃ আবর্জনা বা ময়লা অর্থে বইতে যে শব্দটি জেনেছ সেটি লেখো।

ঃ অনেক লোক বসতে পারে এমন একরকম আসনের নাম বই থেকে লেখো।

ঃ রঞ্জনের জামার নাম কি ?

ঃ রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা আর গানের বই দুটোর নাম লেখো।

ঃ প্রথম ছবিটি দেখে দুটি বাক্য বলো/লেখো।

ঃ দ্বিতীয় ছবিটি দেখে দুটি বাক্য বলো/লেখো।

৫. শিক্ষার্থীদের সরব পঠন

৬. মূল্যায়ন

ক] বাক্য রচনা কর ঃ

জন্মদিন, মঞ্চ, জঞ্জাল, উৎসব, কালবৈশাখী, সরঞ্জাম, পণ্ড।

খ] দু-একটি পুরো বাক্যে লেখো ঃ

ঃ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন কবে ?

ঃ কালবৈশাখীর ঝড়ের সময় কি হয় ?

ঃ রবীন্দ্রনাথের গানের বইটার নাম কি ?

ঃ রঞ্জনের কিজন্যে ভয় ভয় করছিল ?

ঃ হাট কোথায় বসবে ? উৎসবের দিনে সেখানে লোকেরা দেরি করে আসবে কেন ?

ঃ তুমি যে উৎসবে অংশ নিয়েছ সে সম্পর্কে দু-একটা বাক্য লেখো।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ পাঠ

১. সামর্থ্য

ক] একই বর্ণের সঙ্গে সেই বর্ণের যোগে (ট, ড, ত) তৈয়ারী যুক্তবর্ণ ত, ন, স এর সঙ্গে 'থ' জুড়ে গেলে, ল এর সঙ্গে ক, গ, প, ট জুড়ে গেলে, 'ঙ' এর সঙ্গে ক, খ, ঘ এর যোগে তৈয়ারী যুক্তবর্ণ, 'ন', 'ব', 'দ' এর সঙ্গে 'ধ' এর যোগে তৈয়ারী যুক্তবর্ণ এবং শ ও চ এর মিলনে যে যুক্তবর্ণ সেগুলি,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত উল্লিখিত যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ পঠনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত উল্লিখিত যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ কথনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত উল্লিখিত যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ লিখনের, সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিখতে পারবে ;

খ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে পড়তে সমর্থ হবে ;

গ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কথা বলতে সমর্থ হবে ;

ঘ] শুদ্ধ বানানসহ সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে পারবে ;

ঙ] অর্থ-সংকেত বা প্রসঙ্গ সংকেত-এর সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জানতে পারবে ;

চ] ধৈর্যসহকারে শিক্ষক মহাশয় ও সঙ্গীদের নির্দেশ/কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে ।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] শিশু শিক্ষার্থীর কার কোথায় বেড়াবার কিরূপ অভিজ্ঞতা আছে তার খোঁজখবর করা যেতে পারে ।

খ] শিকার কাহিনী প্রসঙ্গে (প্রথম পাঠে এই প্রসঙ্গ আছে) আলোচনা করা যেতে পারে ।

গ] প্রথম পাঠের অনুরূপভাবে যুক্তবর্ণগুলি শিখিয়ে দিতে হবে ।

৩. শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন

৪ শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ

ক] খুঁজে দেখো / লক্ষ্য কর ঃ

যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দসমূহ ।

খ] শব্দ আর অর্থ শেখো ঃ

ঃ ভুবন ভট্টাচার্য আগে কোথায় ছিলেন, এখন কোথায় থাকেন ?

ঃ একসময় তাঁর শরীর কেমন ছিল—বই পড়ে বল।

ঃ ভুবন ভট্টাচার্যের বয়স কত ?

ঃ তাঁর কম বয়সে তিনি কি কি খেতেন—বই পড়ে বল।

ঃ ছাতু কি কি থেকে হয়, কে কে খেয়েছ ?

ঃ লাড্ডু কি দিয়ে তৈরী বলে মনে হয়, কেমন দেখতে, খেতে কেমন ?

ঃ ভুবন ভট্টাচার্যের মেয়ে কোথায় থাকেন ?

ঃ তাঁর নাতির নাম কি, সে কোথায় থাকে ?

ঃ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ীটা দেখতে কেমন ?

ঃ তাঁর বাড়ীর নাম কি ? ['পান্থশালা' কথাটির অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া দরকার]

ঃ ভুবন ভট্টাচার্যের বাড়ীর সামনে কি গাছ ছিল ?

ঃ গাছতলায় শিশুরা কি নিয়ে খেলা করত ?

ঃ দাদা মহাশয়ের কি সখ ছিল ?

ঃ তিনি কোথা থেকে ঘুরে এসেছেন ?

ঃ তৃতীয় ছবিতে কি দেখছ [রাজস্থান, মরুভূমির জাহাজ উট প্রভৃতি প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা দরকার]

ঃ সকালবেলা দাদা মহাশয় কিভাবে সময় কাটান ?

ঃ ছেলেরা মাঝে মাঝে দাদা মহাশয়কে ঘিরে বসে কেন ?

? দাদা মহাশয় গল্প বলার সময় কি করেন—ছবি দেখে বল।

ঃ দাদা মহাশয় কার কথায় কি বলতে রাজী হলেন ?

* * *

ঃ দাদা মহাশয় কোথাকার গল্প শুরু করলেন ?

ঃ দাদা মহাশয়ের ভাগ্নের নাম বই দেখে খুঁজে বল।

ঃ কোন্ মাসে বাঘ দেখতে যাওয়া হল ?

ঃ দাদা মহাশয়ের ভাগ্নে ছাড়া আর কে কে সঙ্গে ছিল ?

ঃ বাঘ দেখার জন্য কোন্ পথে কিভাবে যাওয়া হয়েছিল—বই দেখে পড়।

ঃ বাঘ দেখতে যাবার পথে কি কি দেখা গেল ?

ঃ যে যে পাখি দেখা গিয়েছিল, তাদের নাম বল। [এসব পাখির ছবি দেখাতে পারলে ভাল হয়]

: হেতালের ডালে সারি সারি বক দেখে কি মনে হল—বই দেখে পড়।

: শঙ্খকে সহজ করে বলতে হলে কি বলবে ?

: শাঁখ বাড়ীতে কি কি কাজে লাগে ?

: বনের পথে সবাই কিভাবে চলছিল—বই দেখে পড়।

: সকলে কিভাবে ফিরে আসছিল—বই দেখে পড়।

: নৌকা কিসের টানে ছুটছিল [জোয়ার ভাঁটা সম্পর্কে সহজ কথায় বলতে হবে]

: বাতাসে কি ভাসছিল ?

: নদীতে বাঁক ঘুরতে কি মনে হল ?

: কিজন্যে গা ছম ছম করছিল ?

: কে প্রথম বাঘটা দেখল ?

: তোমরা কে কে বাঘ দেখেছ, কোথায় দেখেছ, কেমন দেখতে ?

: বাঘের গর্জন শুনে মাঝি কি করল ?

: নৌকা ভাঁটার টানে কিভাবে বেরিয়ে গেল ?

: বাঘের কি অবস্থা হল ? কাদায় পড়া বাঘের কথা বই দেখে পড়।

: দাদা মহাশয় বাঘকে কি দিয়ে মারলেন ?

: দাদা মহাশয় বাঘকে বেঁধে না এনে মারলেন কেন ?

গ] পড়ো আর লেখো :

: ট্ট, ড্ড, ত্ত, ল্প, ল্ক, ল্গ, ঙ্গ, ঙ্ঘ, দ্ধ, ব্ধ, ন্ধ দিয়ে শব্দ বানাও।

: চিত্তর দাদা মহাশয়ের নামটি লেখো।

: দাদা মহাশয় সকালবেলা কোথায় বই পড়তেন ?

: চারদিক চুপচাপ বোঝাতে কি শব্দ জেনেছ ?

: বাঘের চোখ দেখে কি মনে হচ্ছিল ?

: বাঘের গলার আওয়াজকে কোন্ শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে ?

৫. শিক্ষার্থীদের সরব পঠন

৬. মূল্যায়ন

ক] বাক্য রচনা কর ?

গাট্টাগোট্টা, গল্প, উদ্ধার, গন্ধ, যুদ্ধ, গ্রন্থাগার, আকুলি-বিকুলি, জোয়ার।

খ] মুখে বল :

: কখন গা ছমছম করে ?

: কখন হুঁশিয়ার থাকতে হয় ?

: বাঘের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে—আসলে ব্যাপারটা কি ?

: হেতালের ডালে সারি সারি বক দেখে কি মনে হয়েছিল ?

: বনে আর কি কি জন্তু-জানোয়ার থাকে ?

: তুমি কি কি জন্তু-জানোয়ার, পাখি দেখেছ ?

: সূর্য কোন্ সময় পশ্চিমে ঢলে পড়ে ?

: 'মরুভূমির জাহাজ' কাকে বলে ?

গ] চিত্ত-র দাদা মহাশয়ের নামটি লিখে, তিনি কোথায় ছিলেন, এখন কোথায় থাকেন, তাঁর বাড়ীর নাম কি, বাড়ীটা দেখতে কেমন, বাড়ীর সামনেটা কিরকম, কি গাছ আছে, সেখানে ছেলেরা কি করত ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি বাক্য লেখো।

ঘ] তোমাদের কারুর বেড়াতে যাবার অভিজ্ঞতা থাকলে, কোনো মজার ঘটনা জানা থাকলে পাঁচ-ছ'টি বাক্যে লেখো।

চ] শব্দ বানাও :

: অপ, হাকা, গপ, ফাগুন [ল যুক্ত কর]

: আডা, বড [ড যুক্ত কর]

: অ, আত, পাল [ক্ক যুক্ত করে]

: ব, গ [ন্ধ যুক্ত করে]

: ষু, বু [ন্ধ যুক্ত করে]

ষোড়শ পাঠ

১. সামর্থ্য

ক] 'ব'-ফলা এবং 'জ্ঞ' যুক্ত বর্ণটি—

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত ব-ফলা ও জ্ঞ বর্ণযুক্ত শব্দ পঠনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত ব-ফলা ও জ্ঞ বর্ণযুক্ত শব্দ কথনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত ব-ফলা ও জ্ঞ বর্ণযুক্ত শব্দ লিখনের সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিখতে পারবে ;

খ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে পড়তে সমর্থ হবে ;

গ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কথা বলতে পারবে ;

ঘ] শুদ্ধ বানানসহ সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে পারবে ;

ঙ] অর্থ-সংকেত বা প্রসঙ্গ-সংকেত-এর সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জানতে পারবে ;

চ] ধৈর্যসহকারে শিক্ষক মহাশয় ও সঙ্গীদের নির্দেশ/কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে ;

ছ] মানুষের ইচ্ছাশক্তি পরিবেশের প্রতিকূলতাকে জয় করে বড় হবার প্রেরণা দেয়,—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছেলেবেলার কাহিনী থেকে শিশু-শিক্ষার্থীরা এ ধারণা গঠনে সমর্থ হবে।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা দরকার। যেমন—কদ্দিন আগে কোথায় জন্মেছিলেন—মা-বাবার পরিচয়—ভগবতী দেবীর কথা—বিদ্যাসাগরের মায়ের প্রতি ভালবাসার গল্প—তাঁর দয়া—দান-করুণার গল্প, আমাদের মাতৃভাষা বাংলার জন্য তাঁর অসাধারণ অবদান প্রভৃতি প্রসঙ্গ শিশুদের উপযোগী ভাষায় ও ভঙ্গীতে বলা যায়। শিক্ষক মহাশয়গণ ইন্দ্র মিত্র মহাশয়ের লেখা 'বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা' এবং 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' বই দুটি দেখে নিলে ভাল হয়।

খ] এই পাঠের ছবি দুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলা যায়।

গ] প্রথম পাঠের অনুরূপভাবে ব-ফলা এবং যুক্ত বর্ণটি শিক্ষিয়ে দিতে হবে।

৩. শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন

৪. শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ

ক] খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর ঃ

যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দসমূহ।

খ] শব্দ আর অর্থ শেখো ঃ

ঃ ডানপিটে ছেলেটার নামটি বল।

ঃ ঈশ্বরের কোন্ কাজের জন্য তাকে ডানপিটে বলা হয়েছে ?

ঃ ঈশ্বরের বাবার নাম কি ?

ঃ ঈশ্বরের বাবা তাঁকে কার পাঠশালায় কেন পড়ালেন না ?

ঃ ঈশ্বরকে কোথায় পড়তে পাঠানো হল ?

ঃ কালীকান্ত চাটুজ্জে কিজন্যে অবাক হয়েছিলেন ?

ঃ ঈশ্বরের জ্ঞানবুদ্ধি দেখে তার পণ্ডিত মহাশয় কি ভেবেছিলেন ?

ঃ ঈশ্বরচন্দ্র ভারি বুদ্ধিমান ছিলেন, কিভাবে জানলে, বই দেখে বল।

ঃ ঈশ্বরচন্দ্র কোথা থেকে কলকাতায় পড়তে এলেন ?

ঃ কলকাতার বাসায় তাঁকে কি কি কাজ করতে হত ?

ঃ পড়ার সময় ঈশ্বরের ঘুম পেত কেন ?

ঃ ঘুম তাড়াবার জন্য ঈশ্বর কি করতেন ?

ঃ সময়ের অভাবে ঈশ্বর কখন কখন পড়তেন—বই দেখে বল।

ঃ ঈশ্বরের কি নিয়ে কঠোর প্রতিজ্ঞা ছিল ?

ঃ ঈশ্বর শোবার সময়ে পায়ে দড়ি বেঁধে রাখতেন কেন ?

ঃ ঘরে আলো নিভে গেলেও ঈশ্বর কোথায় পড়তেন ? [গ্যাসের আলো সম্পর্কে বলতে হবে]

ঃ 'গির্জার ঘণ্টাধ্বনি' ব্যাপারটা কি বলতো ?

[শিক্ষক মহাশয় এ বিষয় বলবেন—যিশুর কথাও বলতে পারেন]

ঃ ঈশ্বরচন্দ্র কখন থেকে বিদ্যাসাগর হলেন ? [বিদ্যাসাগর শব্দটির অর্থ স্পষ্ট করে দিতে হবে]

ঃ দেশের মানুষকে ঈশ্বরচন্দ্র লিখতে পড়তে শিখিয়েছেন—একথার মানে কি ?

গ] পড়ো আর লেখো ঃ

ঃ 'ডানপিটে' কথাটার বদলে একই অর্থ বুঝায় আর কি লিখতে পার ?

ঃ প্রতিবেশী বা ঘরের পাশে থাকে বোঝাতে বইতে কি লেখা আছে ?

ঃ নিজের লোক/আপনজন বোঝাতে বইতে কি লেখা আছে ?

ঃ ঈশ্বরচন্দ্র খুবই জেদী স্বভাবের বুঝাতে কোন্ শব্দটা জেনেছ ?

ঃ 'বিদ্যার সাগর' কথা দুটোকে জুড়ে বইতে কি লেখা হয়েছে ?

৫. শিক্ষার্থীদের সরব পঠন

৬. মূল্যায়ন

ক] বাক্য রচনা কর ঃ

প্রতিজ্ঞা, ডানপিটে, পড়শি, বিজ্ঞান, গুরুদেব, জিজ্ঞাসা, স্বভাব, বুদ্ধি।

খ] উত্তর দাও ঃ

ঃ ঈশ্বরের পুরো নামটি লেখ।

ঃ ঈশ্বরচন্দ্রের মা ও বাবার নাম লেখ।

ঃ ঈশ্বর বড় হয়ে মস্ত বিদ্বান হবেন তা কেমন করে জানলে ?

ঃ ঈশ্বরচন্দ্র দরিদ্র ছিলেন, তাঁকে অনেক কাজ করতে হত—তবু তিনি কিভাবে সময় করে পড়তেন তা লেখ।

ঃ 'ঈশ্বর কেবল নিজেই বিদ্বান হননি'—একথার আসল মানে কি তা লেখো।

ঃ বাধার কাছে হার মানতে [নাই/আছে]—কোনটা ঠিক তা বল।

ঃ ভাল করে পড়তে হলে জেদ থাকা [ভাল/মন্দ]—কোনটা ঠিক তা বল।

ঃ বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলার কথা কয়েকটি বাক্যে লেখো।

ঃ ঈশ্বরকে কেন তুমি ভালবাসবে তা কয়েকটি বাক্যে বল।

সপ্তদশ পাঠ

১. সামর্থ্য

ক] 'ক্ষ' যুক্তবর্ণটি—

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'ক্ষ' বর্ণযুক্ত শব্দ পঠনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'ক্ষ' বর্ণযুক্ত শব্দ কথনের,

বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত 'ক্ষ' বর্ণযুক্ত শব্দ লিখনের, সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে ;

খ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে পড়তে সমর্থ হবে ;

গ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কথা বলতে সমর্থ হবে ;

ঘ] শুদ্ধ বানানসহ সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে পারবে ;

ঙ] অর্থ-সংকেত বা প্রসঙ্গ-সংকেত-এর সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জানতে পারবে ;

চ] ধৈর্য্য সহকারে শিক্ষক ও সঙ্গীদের নির্দেশ/কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে ;

ছ] ক্ষীরোদ মহাজন আর ক্ষিতীশের কাহিনী থেকে শিশু শিক্ষার্থীরা যে বাস্তব সমাজ চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হবে তা থেকে—গ্রামের গরীব মানুষকে মহাজনরা দাবিয়ে রাখতে চায়, আর এর থেকে রেহাই পেতে হলে চাই সংঘবদ্ধ প্রয়াস—এ ধরণের মূল্যবোধ গঠনে শিক্ষার্থীরা সমর্থ হবে।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] গ্রামের পরিবেশ সম্পর্কে সহজ আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন—গ্রামে কত ঘর লোকের বাস, চাষবাস কারা করে, সকলের নিজের জমি আছে কিনা, চাষবাসের খরচ গরীব মানুষরা কোথা থেকে জোগাড় করে, টাকা পয়সা কোথা থেকে ধার পায়, ধার করলে সেজন্যে কি দিতে হয়, সুদ দিতে না পারলে কি হয় ইত্যাদি প্রসঙ্গ খুবই সহজভাবে গল্পাকারে বলা যায়। গরীব মানুষরা একজোট থাকলে ধনী-ক্ষমতাবানরা তাদের উপর অন্যায় অবিচার করতে পারবে না—একতাই বল ধারণাটিও স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

খ] ছবিতে কি হচ্ছে তা অনুমান করতে বলা যায়।

গ] প্রথম পাঠের অনুরূপভাবে যুক্তবর্ণটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

৩. শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন

৪. শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ

ক] খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর ঃ

'ক্ষ' যুক্তবর্ণ দিয়ে লেখা শব্দসমূহ।

খ] শব্দ আর অর্থ শেখো ঃ

ঃ মহাজনের নাম কি ?

ঃ দারোয়ান কি কাজ করে ?

ঃ দারোয়ান সবাইকে ডেকে ডেকে কি বলেছিল ?

ঃ হাতি কি রকম দেখতে, কোথায় দেখেছো ?

ঃ হাতি পাগল হয়ে গেছে বোঝাতে কোন্ শব্দটা জানলে ?

ঃ চাষীরা ভয় পেয়ে কোথায় ছুটে গেল ?

ঃ তারা হায় ! হায় ! করে উঠেছিল কেন ?

ঃ অক্ষয় কি ভেবেছিল ?

ঃ সে কত টাকা ধার নিয়েছিল ?

ঃ ক্ষীরোদ মহাজন কি বলেছিল ?

ঃ হাতি ফসল নষ্ট করায় অক্ষয়ের ভাবনা হল কেন ?

ঃ অক্ষয়ের অবস্থায় অন্যরা ভয় পেল কেন ?

ঃ সকলে মিলে কি করল ?

ঃ সারারাত পাহারা দেবার ফলে কি জানা গেল ?

ঃ আসলে অক্ষয়ের ধান কে নষ্ট করেছিল ?

ঃ ক্ষীরোদ মহাজনের হাতিকে কে ফসল নষ্ট করতে দেখেছে ?

ঃ মহাজনের পোষা হাতি ধান নষ্ট করেছে জানার পর সবাই মিলে কি করল ?

ঃ শেষ পর্যন্ত মহাজন কি বলল ?

ঃ গাঁয়ের লোক কিসের দলিল ফেরত চেয়েছিল ? দলিল কথাটার অর্থ কি ?

ঃ ক্ষিতীশ কি বলল—বই থেকে পড়।

গ] পড়ো আর লেখো ঃ

ঃ কোন্ জঙ্গলে বুনো হাতি বেরিয়েছিল ?

ঃ পাগলা হাতিকে আর কি বলা যায় ?

ঃ চাষের জমিকে আর কি নাম দিতে পার ?

: সারা রাত পাহারা দিয়ে দেখা গেল কেউ এল না—এটা বুঝাতে কি লেখা আছে ?

: ধান গাছ লাগানোর কাজকে কি বলে ?

৫. শিক্ষার্থীদের সরব পঠন

৬. মূল্যায়ন

ক] শোন আর লেখো ঃ

পরীক্ষা, ক্ষেত্রপুর, ক্ষতি, ভিক্ষুক।

খ] বাক্য রচনা কর ঃ

কাকপক্ষী, মহাজন, রক্ষা, ক্ষ্যাপা

গ] অল্প কথায় উত্তর দাও ঃ

: গরীব চাষী অভাবের সময় কোথা থেকে টাকা ধারা নেয় ?

: মহাজনের কাছে টাকা ধার নিলে কি কি অসুবিধা হয় ?

: মহাজনের হাতি অক্ষয়ের ফসল নষ্ট করেছে, একথা সে মানতে চাইল না কেন ?

: মহাজনের হাতি ধানের ক্ষতি করেছে শুনে গাঁয়ের লোকেরা মিলে কি করল এবং মহাজনকে কি বলল তা লেখো।

: মহাজনের মত ধনী লোকেরা অন্যায় করলে গাঁয়ের লোক কিভাবে তা ঠেকাতে পারে ?

অষ্টাদশ পাঠ

১. সামর্থ্য

ক] বিভিন্ন বাক্যে যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈয়ারী শব্দ পঠনের, কথনের, লিখনের সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ৩১টি যুক্তবর্ণ শিখতে পারবে ;

খ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে পড়তে সমর্থ হবে ;

গ] শুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কথা বলতে সমর্থ হবে ;

ঘ] শুদ্ধ বানানসহ সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে পারবে ;

ঙ] অর্থ-সংকেত বা প্রসঙ্গ-সংকেত-এর সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জানতে পারবে ;

চ] ধৈর্যসহকারে শিক্ষক মহাশয় ও সঙ্গীদের নির্দেশ/কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে ।

২. প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

ক] স্বপ্নের মধ্যে শিশুমনের ইচ্ছাপূরণ—এ কাহিনীর মধ্যে আছে। এই বয়সের শিশুরা স্বপ্ন ব্যাপারটি পুরোপুরি নাও বুঝে উঠতে পারে। শিশুদের অনেক ইচ্ছা-বাসনা থাকে সেগুলি বাস্তবে পূরণ না হলে, সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাতে না পেলে, কল্পনার জগতে তারা বিচরণ করে। সহজ আলাপ-আলোচনায় এ নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। খেলার মাঠে খেলা দেখার বা খেলবার অভিজ্ঞতা নিয়েও কথা বলা যায়।

খ] এই পাঠে বেশ কয়েকটি ইংরাজী শব্দ আছে যেগুলি বাংলায় হামেশাই ব্যবহৃত হয়। এ বিষয়ে শিক্ষক মহাশয় সচেতন থাকবেন। শিশুদের কাছে শব্দটির অর্থ বোধগম্য হলেই হল। প্রয়োজন হলে যেমন—'শীল্ড' জিনিষটা দেখিয়ে অর্থ স্পষ্ট করে তুলতে হবে।

গ] প্রথম পাঠের অনুরূপভাবে যুক্তবর্ণগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

৩. শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শ সরব পঠন

৪ শিক্ষক মহাশয়ের কাজ/শিক্ষার্থীদের কাজ

ক] খুঁজে দেখো/লক্ষ্য কর ঃ

জোড়া অক্ষর দিয়ে লেখা শব্দগুলি।

খ] শব্দ আর অর্থ শেখো ঃ

ঃ কে বিছানার পাশে বসে ছিল ?

ঃ শম্ভুর মামার নাম কি ?

ঃ বিষ্ণুমামা তাকে কি বলেছিল ?

ঃ খেলাটা কোন্ মাঠে হবে ?

ঃ 'বিপ্রদাস স্মৃতি শীল্ডের শেষ খেলা'—এ কথাগুলোর অর্থ কি বুঝেছ ?

ঃ যে দুই দলের মধ্যে খেলা তাদের নাম কি ?

ঃ শম্ভুর জ্বর হওয়াতে সে বাড়ীতে কিভাবে ছিল—বই থেকে পড়ে বল ।

ঃ শম্ভুর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না—কিভাবে জানলে—বই থেকে পড়ে বল ।

ঃ শম্ভু কার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল ?

ঃ ভোম্বল সারাদিন কি করে ?

ঃ প্রখর রোদ/রোদের খুব তেজ বুঝাতে—কোন্ শব্দটা জানলে ?

ঃ নানারকম ফসল যে মাঠে হয় তাকে কি বলে—বই দেখে বল ।

ঃ শম্ভুর অঙ্কের মাষ্টার মহাশয়ের নাম কি ?

ঃ স্বপ্নে ব্ল্যাকবোর্ডটাকে শম্ভুর কি মনে হয়েছিল ?

ঃ অঙ্কের সংখ্যাগুলোকে কি মনে হয়েছিল ?

ঃ স্বপ্নে খেলার মাঠে কে কে ছিল ?

ঃ গোল দেবার পর বিষ্ণু মামা কি করলেন ?

ঃ হঠাৎ লোকজনেরা ছুটোছুটি করতে লাগল কেন—বই দেখে বল ।

গ] পড়ো আর লেখো ঃ

ঃ খেলার মাঠের নাম ।

ঃ খেলার দলের নাম ।

ঃ শম্ভুর মামার নাম ।

ঃ শম্ভুর কাকা, পিসী আর মাসির নাম ।

ঃ গরুটা কোথায় বাঁধা ছিল ?

ঃ শম্ভু খুবই রোগা—কথাগুলোকে আর কিভাবে লিখতে পার ?

৫. **শিক্ষার্থীদের সরব পঠন**

৬. **মূল্যায়ন**

ক] শোন আর লেখো ঃ

মুন্সীগঞ্জ, শীল্ড, স্মৃতি, শম্ভু, ভোম্বল, বিষ্ণু, অম্লান, লাইন্সম্যান, ফ্ল্যাগ, থাম্বা, স্ফূর্তি।

খ] বাক্য রচনা কর ঃ

সঙ্ঘ, সপ্তরথী, রুন্দ, অদ্ভুত, প্রাণপণ, পুরস্কার।

গ] অল্পকথায় উত্তর দাও ঃ

ঃ বিষ্ণু মামার ভাগ্নের নাম কি ?

ঃ শম্ভুর কি হয়েছিল ?

ঃ খেলাটা আসলে কোথায় হচ্ছিল ?

ঃ ভোম্বলের সঙ্গে শম্ভুর তফাৎ কোথায় ? কেউ তাকে বকে না কেন ?

ঃ কিজন্যে সবাই হাততালি দিয়েছিল ?

ঃ লোকে আর কখন কখন হাততালি দেয় ?

স্বাধীন পাঠ

কবিতা - গদ্য

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কিশলয় বইতে যে এগারটি কবিতা [প্রথম শ্রেণীতে পাঁচটি, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছয়টি] এবং তিনটি গদ্য রচনা [প্রথম শ্রেণীতে দুটি, দ্বিতীয় শ্রেণীতে একটি] সংকলিত হয়েছে সেগুলিকেই স্বাধীন পাঠ আখ্যা দেওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীতে বর্ণ চেনা, স্বরচিহ্ন যোজনার শেষে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে যুক্তবর্ণ পরিচিতির ফাঁকে ফাঁকে এগুলি স্থান পেয়েছে। অন্য পাঠগুলির ক্ষেত্রে প্রথমেই পাঠটির মধ্যে কি বিষয় উপস্থাপন করতে চাওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কবিতা ও গদ্যের ক্ষেত্রে সেরকম কিছু দেওয়া নাই—যদিও কবিতা/গদ্যের শিরোনাম আছে। এ থেকে অন্ততঃ এটুকু বোঝা যায় অন্যান্য পাঠ-এর ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষার্থীরা যাতে নির্দিষ্ট সামর্থ্য অর্জন করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে পঠনপাঠন কার্য পরিচালনা করতে হবে, কিন্তু কবিতা-গদ্যর ক্ষেত্রে সেরকম নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য নাই। এজন্যই এগুলিকে স্বাধীন পাঠ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। একথার অর্থ এ নয় যে কবিতা/গদ্যগুলি পঠনপাঠনের কোনো উদ্দেশ্য নাই বা সেগুলি পাঠ এর শেষে শিক্ষার্থীরা কোনোরূপ সামর্থ্য অর্জন করতে পারবে না।

কবিতা পঠন

শিশু শিক্ষার্থীরা পঠন-প্রস্তুতির সময় কবিতা-ছড়ায় তাদের কান ও মনকে তৃপ্ত করেছে। গৃহ পরিবেশেও অনেক সময় লোক-প্রচলিত গাথা-ছড়া শোনার সুযোগ তাদের হয়। কবিতার ছন্দোবদ্ধ রূপ, তার ধ্বনির মাধুর্য, সকল শিশুকেই আনন্দ দেয়। শিশুর অনুভূতি, কল্পনা, আবেগকে আরও তীক্ষ্ণ করে তোলে। কবিতা ভাবের জগৎ, অনুভূতির জগৎ। কবির ভাব-অনুভূতির জগতের সঙ্গে পাঠকের ভাব অনুভূতির জগতের একাত্মতা ঘটলে তবেই কবিতা পাঠ সার্থক হয়। কবিতার যে ভাবজগৎ তার সঙ্গে শিক্ষার্থী—পাঠকের মনোজগতের যে স্বাভাবিক দূরত্ব থাকে সেটিকে অপসারিত করে দেওয়াই শ্রেণীতে কবিতা পাঠের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এদিক থেকে দেখতে গেলে, কোনো কবিতার সামগ্রিক ভাব উপলব্ধিতে সহায়তা করাই কবিতা পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য—কেবলমাত্র কতকগুলি শব্দের বহিঃসৌন্দর্য বিশ্লেষণ বা অর্থবোধ নয়।

একথা ঠিক কবিতার মধ্যে কিছু কঠিন শব্দ থাকতে পারে যার অর্থ শিশুদের জানা নাই, কিছু শব্দ থাকতে পারে যা কেবল কবিতাতেই ব্যবহৃত হয়। কবিতা পঠনের আগে এগুলি সহজভাবে বলে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কবিতা-পাঠ সুরু করার পরে বার বার শব্দের অর্থ, বাক্যের অর্থ, বা সারাংশ নিয়ে ব্যস্ত থাকাটা ঠিক হবে না। যদি কবিতা পড়তে পড়তে দেখা যায়, কবিতাটি শিশুরা তাদের মত করে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছে তাহলে ব্যাখ্যা ইত্যাদি অনাবশ্যক মাত্র। কবিতা-পাঠের পর প্রশ্ন করে বুঝা যেতে পারে শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে কিনা। প্রয়োজন হলে অবশ্যই তিনি সহায়তা করবেন। ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ, এমন কি গদ্য পাঠের চেয়েও কবিতা পাঠ স্বতন্ত্র ব্যাপার একথা স্মরণে রাখা দরকার।

বস্তুতঃপক্ষে কবিতার ছন্দ, আবেগ, সঙ্গীত বাদ দিয়ে সারাংশ, অর্থ নিয়ে মেতে থাকলে তা হবে পত্রপুষ্পহীন বৃক্ষের মত—নীরস তরুবর।

সুতরাং 'কবিতা শুধু কবিতার জন্য'—একথা মনে রেখে শ্রেণীতে কবিতা পঠনের আয়োজন করা দরকার।

শিক্ষক মহাশয় শুদ্ধ উচ্চারণে, বিরাম চিহ্ন অনুসরণ করে, সতেজ আবেগপূর্ণ কণ্ঠস্বরে কবিতা পাঠ [আবৃত্তি] করে শোনাবেন—বারবার শোনাবেন। শিক্ষার্থীরা চাইলে আবার শোনাবেন। এমনও হতে পারে শিক্ষক মহাশয়ের কণ্ঠস্বরেই কবি আবার কথা কয়ে উঠলেন। এভাবেই কেবল অর্থ নয়, কবিতার অন্তর্নিহিত সঙ্গীত এবং পরিমণ্ডল শিক্ষার্থীদের কাছে মূর্ত হয়ে উঠবে। সম্পূর্ণ খুঁটিনাটি বোঝার মধ্যেই যে কবিতা পাঠের আনন্দ আছে এরকম না ভাবলেও চলে—সামগ্রিক উপলব্ধিতেই কবিতার আনন্দ।

উল্লিখিত দিকগুলি স্মরণে রেখে শ্রেণীতে কবিতা উপস্থাপনের সময় মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত ক্রম অনুসরণ করা যেতে পারে—

- কঠিন শব্দ, অচেনা বিষয় প্রভৃতি নিয়ে শিক্ষক মহাশয় প্রথমেই আলোচনা করবেন।
- প্রাসঙ্গিক বিষয়, পূর্বজ্ঞান ইত্যাদির আলোচনান্তে শিক্ষক মহাশয় সম্পূর্ণ কবিতাটির সরব পাঠ শোনাবেন [কবিতাটি বড় হলেও প্রথম দিন পুরো কবিতাটিই শোনাতে হবে]।
- শিক্ষার্থীরা কবিতা/কবিতাংশটি পড়বে।
- শিক্ষক মহাশয় প্রয়োজনমত আবারো শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতায় নাই এমন কোনো বিষয় থাকলে তার ছবি, মডেল ইত্যাদি দেখানো যেতে পারে—বাহুল্য বর্জন করতে হবে।
- উপলব্ধি পরিমাপক কিছু সহজ প্রশ্ন রাখা যেতে পারে।
- শ্রেণীতে মুখস্থ করতে বলা যায়। বাড়ী থেকেও মুখস্থ করে আনতে বলা যায়।
- খাতায় সুন্দর করে কবিতাটি লিখে রাখবে।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে সকল কবিতা পাঠ্য আছে সেগুলি উপস্থাপনার সময়ে কবিতার ভাব-পরিমণ্ডল রচনার জন্যে নিম্নলিখিত দিকগুলি শিক্ষক মহাশয় বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

শিল : কালবৈশাখী, হঠাৎ বৃষ্টি, শিশুমনের মজা, "ঘরে ঘরে কলরব" মেঘের গর্জন, ঝড়ের দাপট, জানালায় জানালায় খুশিভরা মুখ, হিমের পরশ—হাত মুখ ঠাণ্ডা—শিল্ শিল্ শিল্! কেবল অনাবিল মজা আর মজা।

কাটাকুটি খেলা : শব্দের খেলা, ছন্দের মজা, নর আর বানর, ছাগ আর বাঘ-এর কাটাকুটি খেলা।

ছুটি : মেঘ মেঘ মেঘ, বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি, চারদিকে অনাসৃষ্টি, রোদ রোদ রোদ, হাসি আর খুশি, মজা আর ছুটি 'কী করি আজ ভেবে না পাই' বাধাহীন বন্ধনহীন চলা, ঘরে বন্দী, ধূসর মেঘের বিষণ্ণতা, একঘেয়েমি থেকে খুশির রাজ্যে আনন্দের আলোয় চঞ্চলতা।

ভোর হোলো : সুন্দর ভোর, অমল উষা, সতেজ গাছ-গাছালি, পাখির ডাক, ফুলের হাসিখুশি, জুঁই-এর শুভ্রতা, পবিত্রতা, স্নিগ্ধ-শান্ত-নম্রতা, নতুন দিন, নতুন উৎসাহ, সূর্যের আহ্বান—ওঠ, জাগ, এগিয়ে চল।

পাকাপাকি : শব্দের খেলা, অর্থ নিয়ে খেলা—পাকা ফল, পাকা ফলার, খেতেই মজা. পাকালে চোখ, বুঝবে মজা, রাঁধুনি পাকা, তবেই বুঝি রান্না পাকা।

দস্তানা : এক বোকা লোকের কাণ্ডকারখানা, কাজের বদলে অকাজের জিনিস সস্তায় কেনার ফল হল পস্তানা।

খুকী ও কাঠবেড়ালী : খুকী আর কাঠ বেড়ালীর মধুর সখ্যতা, ভালবাসা, ভাব ভাব আড়ি আড়ি কবিতায় ছোট্ট খুকী আর ছোট্ট কাঠবেড়ালীর মধ্যে দূরত্ব হারিয়ে গেছে—তারা যেন এক ঘরের, এক বয়সের, তাই তো খুকীর হাজারো প্রশ্ন।

আসল কথা : ছোট্ট মেয়ের রঙ বদল—সাজ বদল—মেজাজ বদল আসল কথা—হলই বা একটা মেয়ে—প্রতিক্ষণেই কান্নাহাসির লুকোচুরি—এতেই যত মজা ভারি।

হাতির হাঁচি : মজার কবিতা—কবিতায় মজা—কেষ্টার বেয়াড়া চেষ্টা।

মজার মুল্লুক : কবিতার জগত—অসম্ভবের জগত—আজগুবী সব ব্যাপার স্যাপার—শিশুমনের ইচ্ছা পূরণ—পড়তে মজা—শুনতে মজা।

চাষ করি আনন্দে : কবিতায় সঙ্গীত—সঙ্গীতের কবিতা—নতুন শস্য সৃষ্টির সম্ভাবনার আনন্দ—উৎসবমুখর প্রকৃতি—রোদ-বর্ষা-বাতাস মাটির গন্ধ—ফসল ফলাবার আনন্দ—কাজের আনন্দ—আনন্দের কাজ।

গদ্য পঠন ঃ

অনেকে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে কোনো মূলগত পার্থক্য আছে তা স্বীকার করেন না। শব্দের সুনিয়ন্ত্রিত বিন্যাস হল গদ্য আর অপরিহার্য শব্দের অবশ্যম্ভাবী বাণী বিন্যাসই গদ্য। গদ্য যাহা বলে তাহাই বলে, পদ্য যাহা বলে তাহার বেশী বুঝায়। এ সব কথা নিয়ে নানান তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু গদ্য রচনা পাঠের ফলে শব্দার্থ জ্ঞান, যুক্তিবোধ, বাক্য গঠন কৌশল, দেশ-কাল-সমাজ পরিস্থিতির অনুধাবন, প্রভৃতি হওয়ার ফলে—গদ্য পঠনের সময় বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা ভাল।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কিশলয়ে মাত্র তিনটি গদ্য রচনা দেওয়া হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে 'বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ' এবং 'দুখু মিঞা' নামক রচনা দুটি বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল-এর সহজ জীবন চিত্র। এ দুটি রচনা পাঠের ভূমিকা এবং অনুশীলনী দুইটি দীর্ঘ ও বিস্তারিত হলে শিশুদের ভালই লাগবে। ভূমিকায় যেমন এই দুই কবির জীবন কাহিনী—গল্পের মত করে শিশুদের কাছে তুলে ধরতে হবে, তেমনি শেষ পর্বে আবার এঁদের লেখা নানান কবিতা-গান-গল্প শিশুদের শোনাতে হবে—তাদের পড়তে উৎসাহ দিতে হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কিশলয়ে যে একটিমাত্র গদ্য রচনা স্থান পেয়েছে তা হল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তপোবন', যা তাঁর 'শকুন্তলা' বইয়ের সূচনা। এ রচনা নামেই গদ্য রচনা। এ হল ছবি—লেখেন অবন ঠাকুরের সৃষ্টি। কেবল তুলিতে নয়, শব্দের পর শব্দ সাজিয়েও যিনি ছবি আঁকায় সিদ্ধ হস্ত।

সুতরাং শব্দ নয়, অর্থ নয়,—শব্দ চিত্র-এর সুনিপুণ ধ্বনিময় যে বিন্যাস, শিশুরা যাতে সেটি উপলব্ধি করতে পারে, হৃদয় গেঁথে নিতে পারে, তেমনি সহজ স্বাভাবিক সুন্দর গদ্য পঠনের দিকেই মনোনিবেশ করা দরকার। এ লেখা পড়তে পড়তে, শুনতে শুনতে ছোট ছোট শিশুরা যেন কল্পনায় দেখতে পায়—নিবিড় অরণ্যের গভীর রূপ—তাল তমালের সারি। আয়নার মত স্বচ্ছ সলিলা মালিনী, হরিণ শিশুর খেলা, ময়ূরের নাচ।

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী

মাতৃভাষা বাংলা
[প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী]

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে সাধারণভাবে ভাষাশিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হবে ত্রিবিধ ঃ

ক] মাতৃভাষার শব্দসম্ভার বাড়ানো এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে ভাবগ্রহণ ও ভাবপ্রকাশের উন্নতিসাধন ;

খ] মাতৃভাষায় মৌখিক ও লিখিতভাবে মনের ভাব প্রকাশ করার এবং লিখিত বক্তব্য প'ড়ে ও অন্যের বক্তব্য শুনে বোঝার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন ; এবং

গ] রুচিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিশীল মানসিকতা গঠন ।

প্রথম শ্রেণী [বয়স ৬+]

এই বয়সে ভাষাশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য শিশু যাতে—

ক] অপরের কথা শুনে মোটামুটি বুঝতে শেখে ;

খ] সহজভাবে কথা বলতে পারে ;

গ] সহজভাবে মনের কথা প্রকাশ করতে পারে ;

ঘ] জাতীয় গাথা, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করতে ও গল্প বলতে পারে ;

ঙ] সহজ শব্দ ও বাক্য প'ড়ে বুঝতে ও লিখতে পারে ।

মৌখিক—শোনা ও বলা ঃ

১] শিশুর গ্রাম অথবা শহর, গৃহ ও বিদ্যালয়ের কথা সরল ও পরিষ্কাররূপে নিজের ভাষায় বলা । উচ্চারণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকবে ।

২] গৃহ, বিদ্যালয় ও প্রত্যক্ষ পরিবেশ সম্পর্কে শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি ।

৩] ক) শিক্ষক ও শিশু উভয়ের মধ্যে কথোপকথন ।

খ) নানা ধরণের গল্প শোনা—যেমন, পৌরাণিক গল্প [সেইসব কাহিনী যা শিশুর স্বভাবে বাস্তবতাবোধ, সদাচারবোধ, সাহস, ভয়শূন্যতা ইত্যাদি জাগাতে সহায়তা করবে], রূপকথা, প্রকৃতি বিষয়ক গল্প, মজার গল্প । গল্পগুলি সবই ছোটখাট হবে ।

গ] শিশুদের গল্প বলতে পারা। সহজ ও ছোট ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করতে পারা।

পঠন ও লিখন :

১] শুধু হাতে আঁকা, দাগ কাটা, রেখা, বৃত্ত প্রভৃতি আঁকা এবং তার মাধ্যমে অক্ষর-পরিচয়।

২] শিশুর দৈনন্দিন কাজ—পরিচিত ছবি ও বস্তুর সঙ্গে শব্দ ও বাক্য মেলানো।

৩] পরিচিত শব্দ ও সহজ বাক্য লেখা—যেমন, বাবা, কাকা, দাদা, বই পড়, ছবি আঁক, গান গাও, ডেকে আন ইত্যাদি।

৪] লিখে ও প'ড়ে বর্ণমালা এবং বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে পরিচয়সাধন।

৫] এই শ্রেণীবর্ষে জীবনী, প্রকৃতি, সহজ গল্প ও সামাজিক কাজকর্ম-বিষয়ক রচনা, ছড়া, সাধারণ বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমান ও ঘটমান বর্তমান এবং সাধারণ ভবিষ্যৎ কালসূচক সরল বাক্য লিখতে পারা। পড়া ও লেখা একসঙ্গে পাশাপাশি চলবে। যথাসম্ভব বাক্যক্রমিক, ও শব্দ বা পদক্রমিক পদ্ধতিতে পড়তে শিখবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী [বয়স ৭+]

মৌখিক—শোনা ও বলা :

মনের ভাব মুখে প্রকাশ করার ক্ষমতার অধিকতর বৃদ্ধিসাধন। প্রথম শ্রেণী থেকে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে গ্রাম বা শহর, গৃহ ও বিদ্যালয়ের বস্তু, ব্যক্তি ও ঘটনাগুলো বিবৃত করানো। কবিতা, গল্প, অভিনয় ও আবৃত্তিকে প্রাধান্যদান।

পঠন ও শ্রবণ :

ছোট গল্প, মানুষ ও তার জীবিকার কাহিনী, জন্তুর গল্প, কৌতুককর ঘটনা, প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রত্যক্ষ ঘটনা প্রভৃতি পাঠ এবং পাঠের পর মুখে মুখে বলা। প্রচলিত ও আধুনিক ছড়া পাঠ। কল্পনা-বিকাশের সহায়ক, প্রসিদ্ধ লেখকদের সহজ কবিতা ও গল্প পাঠ। এই শ্রেণীর উপযোগী সহজ গল্প-কাহিনী পুস্তক ও কবিতা ও ছড়ার বই পড়তে শেখা।

লিখন :

গৃহে, বিদ্যালয়ে ও পরিবেশে অনুষ্ঠিত কার্য বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাধারণ বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমান, ঘটমান বর্তমান, সাধারণ ভবিষ্যৎ ও অতীত কালসূচক অধিকতর শব্দসহযোগে সরল বাক্য লিখতে শেখা। বিভিন্ন কালের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা বিবৃত করতে শিশু শিখবে। ব্যাকরণের নিয়মাবলী শেখানো এখানে উদ্দেশ্য নয়। পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরভাবে লিখিত অক্ষর ও শব্দগুলোর সমতা ও শৃঙ্খলার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা। শব্দকে বিশ্লেষণ ক'রে বর্ণে আসা বাক্য থেকে শব্দ, শব্দ থেকে বর্ণ বিভাজন—এই পদ্ধতি অনুসৃত হবে। শব্দ সহযোগে ছোট ছোট বাক্য রচনা, শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক জীবনে সাধারণভাবে যে যুক্তাক্ষর এসে যাবে তাও শিখবে।

বাংলা শেখার কয়েকটি দিকের প্রান্তীয় সামর্থ্য এবং ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক. শ্রবণ

প্রান্তীয় সামর্থ্য

১] কথোপকথন, গল্প, ভাষণ এবং আলোচনার মূল বিষয় আয়ত্ত করা

২] বক্তব্যের কেন্দ্রীয় ভাবটি অনুসরণ বা বুঝতে পারা

৩] বক্তার মেজাজ ও অনুভূতি আবেগ বুঝতে পারা

৪] কবিতা, গল্প, নাটক, আলোচনা ইত্যাদি শুনে আনন্দলাভ করা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রমঃ

প্রথম / দ্বিতীয়

১] ধৈর্যসহকারে শোনা, নির্দেশ অনুসরণ, কথোপকথন বুঝতে পারা।

২] গল্পের মূল বক্তব্য আয়ত্ত করতে পারা।

৩] সহজ গল্প ও কবিতা শুনে আনন্দলাভ করতে পারা।

তৃতীয়

১] মনোযোগসহ শোনা।

২] গল্প, কবিতা ও আলোচনার মূল বক্তব্য ধরতে পারা।

৩] সহজ গল্প ও কবিতা শুনে আনন্দলাভ করতে পারা।

চতুর্থ

১] মনোযোগসহ শোনা।

২] গল্প, কবিতা, নাটক ও আলোচনাদির ঘটনা-ভাব অনুভূতির পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পারা।

৩] সহজ গল্প ও কবিতা শুনে আনন্দলাভ করতে পারা।

পঞ্চম

১] মনোযোগসহ শোনা।

২] গল্প, নাটক, আলোচনা, কথোপকথন ও খবরাদি থেকে সহজভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক অনুমান করতে পারা।

৩] নাটক বা আলোচনাদিতে বক্তার মেজাজ ধরতে পারা।

খ. কথন

প্রান্তীয় সামর্থ্য

১] শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্নভাবে বলতে পারা

২] কথোপকথন ও আলোচনায় অংশগ্রহণের সামর্থ্য

৩] সহজভাবে ছোট ছোট গল্প বলতে পারা

৪] দেখা, শোনা, পড়া ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়কে সহজভাবে বর্ণনা করতে পারা

৫] নিজের ভাব ও অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম:

প্রথম/দ্বিতীয়

১] যথাযথ শুদ্ধ উচ্চারণ, শ্বাসাঘাত এবং স্বরভঙ্গী সহকারে কথা বলতে পারা।

২] সহজভাবে পরিবারের সকলের ও সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলতে পারা।

৩] স্বাভাবিক পরিবেশে বাচনিক সৌজন্য-ভদ্রতা প্রকাশের অনুশীলন।

৪] ব্যক্তিগত চাহিদা এবং প্রয়োজনের কথা বুঝতে পারা। সহজ তথ্যাদির আদান-প্রদান করতে পারা।

৫] সঙ্গী-সাথী এবং বড়দের কথার উত্তর সহজ এবং শুদ্ধভাবে দিতে পারা।

তৃতীয়

১] যথাযথ শুদ্ধ উচ্চারণ, শ্বাসাঘাত ও স্বরভঙ্গী এবং সাবলীলতার সঙ্গে কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলতে পারা।

২] পারিবারিক পরিবেশের বাইরে ও বড়দের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারা।

৩] শ্রেণীকক্ষে গল্প বা ছোটখাট বিষয়ে অল্পবিস্তর কথা বলার অনুশীলন।

৪] ছোটখাট গল্প বা টুকিটাকী বিষয়ে বলতে পারা।

৫] অভিজ্ঞতাকে সহজে প্রকাশ করতে পারা। ঘটনা বা গল্প শুনে ছোট বাক্যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা।

চতুর্থ

১] যথাযথ শুদ্ধ উচ্চারণ, শ্বাসাঘাত ও স্বরভঙ্গীসহ কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলা এবং অভিনয় করতে পারা।

২] স্থানীয় প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারা।

৩] গৃহে এবং বিদ্যালয়ে অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক কথাবার্তা—যেমন স্বাগত বিদায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারা।

৪] শুদ্ধভাবে গঠিত বিষয়ের প্রশ্নোত্তর দিতে পারা।

৫] পঠিত বিষয় সহজভাবে বর্ণনা করতে পারা।

পঞ্চম

১] কণ্ঠস্বরে যথাযথ উত্থানপতনসহ কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলা এবং গান গাইতে পারা।

২] স্পষ্টভাষায় ঘোষণা ও নির্দেশ দিতে পারা।

৩] বিভিন্ন ধরণের সামাজিক পরিস্থিতিতে আলাপ-আলোচনা করতে পারা।

৪] স্থানীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে কথা বলতে পারা। নিজের মতামত দিতে পারা।

৫] দেখা, শোনা, পড়ার বিষয়ে সংক্ষেপে ও যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা।

গ. পঠন

প্রান্তীয় সামর্থ্য

১] বিভিন্ন ধরণের মুদ্রিত বিষয়—যেমন, ছবির বই, গল্পের বই, পাঠ্যপুস্তক, রাস্তাঘাটের পথনির্দেশ, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি উপলব্ধিসহ পড়তে পারা।

২] শুদ্ধ উচ্চারণ, যথাযথ শ্বাসাঘাত, স্বরভঙ্গী এবং সাবলীলতার সঙ্গে পড়তে এবং আবৃত্তি করতে পারা।

৩] নীরবে এবং দ্রুততার সঙ্গে পড়তে পারা।

৪] আনন্দ এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য পড়তে পারা।

৫] হাতে লেখা বিষয়বস্তু পড়তে পারা।

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রমঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

১] ধ্বনির সঙ্গে বর্ণের সংযোগ-সাধন। বর্ণ এবং শব্দগুলি চিনতে পারা।

২] সহজ বাক্য পঠন, শুদ্ধ উচ্চারণসহ বর্ণ, শব্দ এবং বাক্য পড়তে পারা।

তৃতীয়

১] পথনির্দেশ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি পড়তে পারা—ছোট ছোট বাক্যে লেখা অনুচ্ছেদ পড়ে ঘটনা, তথ্য আয়ত্ত করা।

২] সহজ পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ঘটনা, ভাব, অনুভূতি ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারা।

৩] পাঠ্য বইয়ের সহজ ছোট গল্প, রচনা পড়তে পারা।

৪] সাবলীলতার সঙ্গে নীরব পঠন।

৫] শিক্ষক ও সঙ্গীদের হাতের লেখা পড়তে পারা।

চতুর্থ

১] ছোট গল্প, কবিতা, বর্ণনামূলক রচনাদি পড়তে পারা এবং নতুন শব্দ চেনা। প্রাসঙ্গিক অর্থ উপলব্ধি করতে পারা।

২] কোনো কিছু পড়ে ঘটনা, ভাব, অনুভূতির প্রাসঙ্গিক অর্থ অনুমান করতে পারা।

৩] পাঠ্যবইয়ের বাইরেও সহজ ছোট গল্প, রচনা পড়তে পারা।

৪] সাবলীলতার সঙ্গে নীরব পঠন।

৫] শিক্ষক ও সঙ্গীদের হাতের লেখা পড়তে পারা।

পঞ্চম

১] বিভিন্ন ধরণের বিষয় পড়তে পারা—লেখকের মতামত উপলব্ধি করতে পারা—নিজস্ব অভিমত গঠন করতে পারা।

২] অভিধান ও সূচীপত্র দেখতে শেখা—হাতে লেখা চিঠি পড়তে পারা।

৩] পাঠ্যবইয়ের বাইরেও সহজ ছোট গল্প, রচনা পড়তে পারা।

৪] সাবলীলতার সঙ্গে নীরব পঠন।

৫] শিক্ষক ও সঙ্গীদের হাতের লেখা পড়তে পারা।

ঘ. লিখন

প্রান্তীয় সামর্থ্য

১] স্পষ্ট পরিচ্ছন্নভাবে যথাযথ বিরাম চিহ্নসহ শুদ্ধতার সঙ্গে লিখতে পারা।

২] অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখতে পারা।

৩] কোনো ঘটনার সহজ বর্ণনা লিখতে পারা।

৪] চিঠি এবং আবেদন পত্রাদি লিখতে পারা।

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

১] যথাযথ আকারে বর্ণ এবং শব্দ লিখতে পারা।

২] শুদ্ধ বানানসহ শব্দ লিখতে পারা।

৩] শুদ্ধভাবে কয়েকটি সহজ বাক্য লিখতে পারা।

তৃতীয়

১] সুন্দর পরিচ্ছন্ন অক্ষরে শব্দ ও বাক্যের মধ্যবর্তী যথাযথ দূরত্ব রক্ষা করে বাক্য লিখতে পারা।

২] যথাযথ যতি, পূর্ণচ্ছেদ প্রভৃতি বিরাম চিহ্নসহ লিখতে পারা।

৩] প্রাসঙ্গিক শব্দ ব্যবহার করে শুদ্ধ বাক্যের সাহায্যে কোনো ঘটনার বর্ণনা করতে পারা।

চতুর্থ

১] পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে পরস্পর অর্থযুক্ত কয়েকটি বাক্য শুদ্ধভাবে লিখতে পারা।

২] আবেদনপত্র, দিনলিপি লিখতে পারা।

৩] ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে, পরিচিত বিষয়ে লিখতে পারা।

পঞ্চম

১] ব্যক্তিগত ভাব, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখতে পারা।

২] সহজ গল্প, অনুচ্ছেদ প্রভৃতি নিজের ভাষায় লিখতে পারা।

৩] চিঠি, আবেদনপত্র, দিনলিপি লিখতে পারা।

৪] দেওয়াল পত্রিকা রচনা করতে পারা।

ভাষা শেখার সহায়ক কার্যক্রম

শিশুরা যাতে সুন্দর করে, শুদ্ধভাবে কথা বলতে পারে এবং লিখতে পারে সেজন্যে শিক্ষক মহাশয় নানারূপ পরিবেশ রচনা করতে পারেন, প্রসঙ্গের সাহায্য নিতে পারেন। নিম্নে এরকম কয়েকটি ইঙ্গিত রাখা হল—

১] কথোপকথনের বিষয় ঃ

বিদ্যালয়ে আসার পথে কি কি দেখেছ ;

পাড়ায় আজ কি কি ঘটনা ঘটেছে ;

বিদ্যালয় থেকে ফিরে গতকাল কি কি করেছ ;

ছুটির দিনে কি কর ; ইত্যাদি।

২] গল্প বলার বিষয় ঃ

বড়দের ছেলেবেলা ;

বড়দের বড় হওয়ার গল্প ;

বিজ্ঞানের আবিষ্কার কাহিনী ;

গল্প শুনে গল্প বলা ;

ছবি দেখে গল্প বলা।

মানুষের প্রতি জীবজন্তু পশুপাখির ভালবাসার গল্প, ইত্যাদি।

৩] অনুচ্ছেদ রচনা ঃ

বিদ্যালয়ে তোমার প্রথম দিন ;

তোমার প্রিয় খেলা/যে খেলা দেখেছ ;

মেলার মজা ;

চড়ুইভাতি ; গাঁয়ের মানুষ ; আমাদের শহর ; ডাকঘর ; রেলষ্টেশন ; বিদ্যালয়ের দেওয়াল ঘড়ি ; শরতের ফুল ; শীতের সকাল ; ছুটির ঘণ্টা/টিফিনের ঘণ্টা শুনলে ; বিকেলবেলার হাট ; জন্মদিন ; বিয়ে বাড়ির মজা ; তোমার ঘরের আশেপাশে ; চেনাজানা গাছ আর ফুল ইত্যাদি।

৪] নীচের উদাহরণে যেভাবে বাক্যটিকে বড় করা হয়েছে সে ভাবে পরবর্তী বাক্যগুলিকে বড় করা—

'মানুষ ভাত খায়'

সারাদিনে কঠিন পরিশ্রমের পরে ক্লান্ত মানুষ ডাল-তরকারী দিয়ে ভাত খায়।

আমার বই রাখার ব্যাগ আছে ;

পাখিরা বাসা বানায় ;

আমি দোকানে গিয়েছিলাম ;

চাষীরা মাঠে কাজ করে, ইত্যাদি।

৫] উদাহরণমত বাক্য সম্পূর্ণ করা—

ছেলেটি দুধ খায় এবং [সে এটা খেতে পছন্দ করে]।

আমরা খেলায় জিতব যদি—

রীণা একটি পাখি দেখেছিল যার—

আমি বিড়ালের চেয়ে কুকুর ভালবাসি কারণ—

মা শুক্রবারে অনেক মিষ্টি করেছিলেন কিন্তু—

৬] তুলনা করে লেখা ঃ

হাতঘড়ি এবং দেওয়াল ঘড়ি ; কাক এবং কোকিল ; লোহা এবং সোনা ; বাস এবং ট্রেন ; নৌকা এবং উড়োজাহাজ ; আমগাছ এবং নারিকেল গাছ ; গ্রীষ্মকাল এবং শীতকাল।

৭] বিশেষ কয়েকটি শব্দ দরকারমত ব্যবহার করে নির্দিষ্ট বিষয়ে কয়েকটি বাক্য রচনা—

ডাক পিওন

টুপি ; চিঠিপত্র ; পার্শেল ; বন্ধু ; সংগ্রহ করে ; খাম ; ঠিকানা ; বিতরণ ; খাকি জামা।

কুকুর মানুষের বন্ধু

প্রভু ; বুদ্ধিমান ; ভালবাসে ; গৃহপালিত ; চোর ; চিৎকার ; বন্ধু ; পাহারা।

৮] কি কাজ করে, কাজের জন্য কি ব্যবহার করে, কিরকম পোষাক পরে ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে অনুচ্ছেদ রচনা—

ক] বাগানের মালী খ] গোয়ালা গ] ঝাড়ুদার ঘ] রাজমিস্ত্রি ঙ] ডাক্তার চ] কামার ছ] কুমোর ইত্যাদি।

———

সময় পত্রিকা

শ্রেণী/দিন	ঘণ্টা/সময়→			১২-৩৫/১২-৪০ বিরতি	১-৪৫/২-১০ বিরতি		
১ম/২য়	১১-/১১-১৫	১ ১১-১৫/১১-৫৫	২ ১১-৫৫/১২-৩৫	৩ ১২-৪০/১-১৫	৪ -১৫/১-৪৫	৫ ২-১০/২-৫০	৬ ২-৫০/৩-৩০
সোম	প্রার্থনা	মাতৃভাষা	গণিত	পরিবেশ পরিচিতি	প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা	স্বাস্থ্য, শারীরশিক্ষা খেলাধুলা	
মঙ্গল	”	”	”	”	সৃজনশীল কাজ	”	
বুধ	”	”	”	”	প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা	”	
বৃহস্পতি	”	”	”	উৎপাদনশীল কাজ	সৃজনশীল কাজ	”	
শুক্র	”	”	”	”	”	”	
শনি.	”	”	”	পুরানো পাঠ/ মূল্যায়ন	—	—	
৩য়/৪র্থ/৫ম							
সোম	”	”	”	ইতিহাস	প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা	উৎপাদনশীল কাজ	স্বাস্থ্য, শারীরশিক্ষা ও খেলাধুলা
মঙ্গল	”	”	”	”	সৃজনশীল কাজ	”	”
বুধ	”	”	”	বিজ্ঞান	উৎপাদনশীল কাজ	সৃজনশীল কাজ	”
বৃহস্পতি	”	”	”	ভূগোল	প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা	মাতৃভাষা	”
শুক্র	”	”	”	বিজ্ঞান	”	”	”
শনি	”	”	”	পুরানো পাঠ/লিখন/ মূল্যায়ন	—	—	—

বিষয় অনুসারে সময়ের পরিমাণ

		প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী
১]	মাতৃভাষা	৬×৪০ মিঃ=২৪০ মিঃ	৮×৪০ মিঃ=৩২০ মিঃ
২]	গণিত	৬×৪০ মিঃ=২৪০ মিঃ	৬×৪০ মিঃ=২৪০ মিঃ
৩]	স্বাস্থ্য, শারীর শিক্ষা ও খেলাধূলা	৫×৪০ মিঃ=২০০ মিঃ	৫×৪০ মিঃ=২০০ মিঃ
৪]	উৎপাদনশীল কাজ	২×৩৫ মিঃ } ১৬০ মিঃ	২×৪০মিঃ, ১×৩০মিঃ } ১১০ মিঃ } ১৮০ মিঃ
	সৃজনশীল কাজ	৩×৩০ মিঃ	১×৪০মিঃ, ১×৩০মিঃ } ৭০ মিঃ
৫]	প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা	২×৩০ মিঃ } ১৬৫ মি } ২৫৫ মিঃ	৩×৩০ মিঃ=৯০ মিঃ } ১৮০ মিঃ
	পরিবেশ পরিচিতি	৩×৩ মিঃ	৩×৩০ মিঃ=৯০ মিঃ
	প্রার্থনা	৬×১৫মিঃ= ৯০ মিঃ	
৬]	সাহিত্যসভা, প্রকল্প, অভিনয়, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি	৫৫ মিঃ	৫৫ মিঃ
৭]	ইতিহাস		২×৩৫ মিঃ=৭০ মিঃ } ১৭৫ মিঃ
	ভূগোল		১×৩৫ মিঃ=৩৫ মিঃ
	বিজ্ঞান		২×৩৫ মিঃ=৭০ মিঃ
৮]	লিখন		৩৫ মিঃ

দ্রষ্টব্য

অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিষয়-শিক্ষকের পরিবর্তে শ্রেণী-শিক্ষক ব্যবস্থা রয়েছে এবং এটিই বর্তমান পরিস্থিতিতে সুবিধাজনক—এই দৃষ্টিকোণ থেকে সময় পত্রিকাটি রচনা করা হয়েছে।

১] **প্রার্থনা :**

সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে সমবেত সঙ্গীত, মহাপুরুষের বাণীপাঠ, খবর বলা/লেখা, ব্যক্তিগত-সামুদায়িক পরিচ্ছন্নতা, সাজসজ্জা প্রভৃতির কার্যক্রম থাকবে।

২] **মাতৃভাষা ঃ**

এজন্য প্রতিদিন ৪০ মিঃ বরাদ্দ আছে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য দুদিন অতিরিক্ত ৪০ মিঃ বরাদ্দ আছে। এই ৪০ মিঃ সময়কে ২৫+১৫ বা ৩০+১০ মিঃ বিভক্ত করে নিয়ে মাতৃভাষার পাঠ্যবই পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তাহের একেক দিনে—

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে—

ক] কথোপকথন, খ] গল্পবলা/শোনা, গ] পরিচিত শব্দ সহজ বাক্য লিখন, ঘ] অভিজ্ঞতা বলা/লেখা, ঙ] ছড়া-কবিতা, চ] লিখন অভ্যাস।

তৃতীয় শ্রেণীতে—

ক] অভিজ্ঞতা বর্ণনা, খ] কবিতাপাঠ, গ] গল্প, ঘ] দিনলিপি, ঙ] শব্দ-খেলা, চ] লিখন অভ্যাস।

চতুর্থ শ্রেণীতে—

ক] নীরব পঠন, খ] শ্রুতলিখন, গ] আবৃত্তি, ঘ] প্রশ্নোত্তরের আসর, ঙ] অভিনয়, চ] অনুচ্ছেদ রচনা।

পঞ্চম শ্রেণীতে—

ক] নীরব পঠন, খ] শব্দ-খেলা, গ] ব্যবহারিক ব্যাকরণ, ঘ] সৃজনধর্মী রচনা লিখন অভ্যাস, ঙ] অভিনয়, চ] প্রশ্নোত্তর প্রভৃতির কার্যক্রমও থাকবে।

মাতৃভাষার অতিরিক্ত ঘণ্টা দুটিতে নীরব পঠন অনুশীলন, ইঙ্গিতসূত্র অনুসারে পঠন, অতিরিক্ত পাঠ্যবই পঠন, সৃজনধর্মী রচনা লেখার অভ্যাস প্রভৃতির পাঠদান করা যেতে পারে।

৩] **পরিবেশ পরিচিতি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঃ**

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে—

পরিবেশ পরিচিতি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ঘণ্টা পর পর আছে। প্রয়োজনবোধে এগুলি সংযুক্ত করে নিয়ে একটি এককরূপেও পাঠদান করা যেতে পারে। শুধু তাই নয় ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির প্রয়োজনে ঐ দুটি ঘণ্টার পরে যে বিরতি আছে সেটিকেও সুবিধামত কাজে লাগানো যেতে পারে। এই সময়ে সামাজিক দৃশ্যকল্প রচনা (যেমন ডাকঘর, হাট, রথের মেলা প্রভৃতি) বিভিন্ন চরিত্র অভিনয়ের (যেমন ডাক্তার/রোগী, বাস কণ্ডাক্টর, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি) ব্যবস্থা করা যায়।

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণীতে—

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ঘণ্টাটি ইতিহাস/ভূগোল/বিজ্ঞানের পরে এবং বিরতির পূর্বে রাখার সুবিধা হল প্রয়োজনমত ঐ সকল বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করে পাঠদান করা যাবে (যার প্রয়োজন হবেই) বা অতিরিক্ত

কিছু সময়ের সুযোগ নেওয়া ও সম্ভব হবে। এই সময়ে পর্যবেক্ষণমূলক কাজ [মাসে অন্ততঃ দু'দিন], স্থানীয় বিশিষ্ট লোকদের অভিজ্ঞতা শোনা [মাসে কমপক্ষে দু'দিন], আলোচনা/বিতর্কসভা, স্থানীয় সমস্যাদি প্রসঙ্গে [মাসে ১ দিন] ব্যবস্থা করা যায়। জাতীয় উৎসব পালন, সমাজ সেবামূলক কাজ, জন্ম দিন উদ্‌যাপন প্রভৃতির ব্যবস্থাও করা যায়। এ সম্পর্কে শিক্ষাক্রমে বিস্তারিত নির্দেশ আছে।

৪] সৃজনশীল কাজ :

এই সময়ে সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থাদি করা যেতে পারে।

৫] প্রতি শনিবার তৃতীয় ঘণ্টায় পুরানো পড়া ধরা, বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষাদি নেওয়া যায়।

৬] বিদ্যার্থী সভা/সাহিত্যসভা প্রভৃতি :

শনিবার চতুর্থ ঘণ্টা থেকে মোটামুটি এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে একেক শনিবার বিদ্যার্থীর আসর, সাহিত্যের আসর, দেওয়াল পত্রিকা রচনা, অভিনয় বা ছোট ছোট ভ্রমণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কোন এক শনিবার শিক্ষক মহাশয়গণ বিদ্যালয়ের মাসিক, ত্রৈমাসিক কার্য পরিকল্পনার জন্যও ব্যবহার করতে পারেন।

৭] প্রতিদিনই বিভিন্ন বিষয় পঠন-পাঠনের ঘণ্টাতে সুযোগমত পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য বিশেষ পাঠ ও ব্যবস্থা করা দরকার।

এই পুস্তকে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ

শিখন	–Learning
শিখনের ক্রমোন্নত রূপরেখা	–Minimum Learning Continuum
সামর্থ্য	–Competency
প্রান্তীয় সামর্থ্য	–Terminal Competency
ক্রমিক বৃদ্ধি	–Upward Progression
ক্রমহীন একক	–Ungraded Unit
শিখন একক	–Teaching Unit
অবরোধ	–Wastage
অপচয়	–Stagnation
পঠন প্রস্তুতি কার্যক্রম	–Reading Readiness Programme

সংশোধন

[দু-একটি ক্ষেত্রে ছাপার ভুল এড়ানো সম্ভব হয়নি]

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
৪	১৯	আমার	আসার
৬	৩	পারমার্থ	পারম্পর্য
৭	১৩	পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গে	পাঠ্যপুস্তকে
১১	৯	থাকে	বাদে
১৪	১৬	বিকৃত বলে	বিকৃত হলে
১৭	১৫	প্রথম চৌধুরী	প্রমথ চৌধুরী
৮৬	২	গদ্য	পদ্য

of at least some of the symbols of the main institutionalized ideology of the society. These latter are rarely perfectly institutionalized; there are generally some inconsistencies between the dominant values of a society and their implementation. The existing system is vulnerable at these points of inconsistency. Sectors of the population committed to the dominant values and aware of their imperfect implementation are potential reinforcements to the deviant sub-culture the values of which may be partially expressed in terms of these widely accepted but imperfectly realized dominant values. As an example Parsons, in *The Social System* (1951) presents the Nazi case which combined the appeals of nationalism and of socialism, hitherto thought of as antithetical.

The genesis of the revolutionary movement and much of its early source of support lies in certain utopian ideologies the promises of which fall far short of fulfillment. (The importance of charisma and charismatic leaders, the routinization of charisma and other consequences follow the general pattern established by Max Weber.) As the utopian ideologies fail to materialize concessions must be made in order to maintain the functional requisites (portrayed in *The Social System* as the kinship systems; the instrumental achievement structures and stratification; territoriality, force and integration of the power system; and religion and value-integration). To the extent that concessions are made which run counter to the original utopianism, the tendencies to radicality are somewhat mitigated. This mitigating tendency, especially as it is considered in relation to the exercise of power, leads Parsons to suggest that:

> there is a sense in which gaining ascendancy over a society has the effect of "turning the tables" on the revolutionary movement. The process of its consolidation as a regime is indeed in a sense the obverse of its genesis as a movement; it is a process of reequilibration of the society; very likely to a state greatly different from what it would have been had the movement not arisen, but *not so greatly* as literal interpretation of the movement's ideology would suggest." [80]

The example of Russia shows an original ideology which was against the family, against differential rewards, against a new system of stratification and against a legal system; subsequent

concessions revived all of these. Such ideological compromises suggest to Parsons the existence of a basic societal need for structures suitable for the fulfillment of the functional requirements and of conformity needs associated with the old system. The many points at which the "empirical groupings" and the fundamental functional requirements as identified in *The Social System* enter into his conceptualizations of change in 1951 become even more important as that subject is examined ten years later.[81]

It is noteworthy that the paper upon which is based the more recent aspects of Parsons' concept of social change, is entitled, "Some Considerations on The Theory of Social Change."[82] It will be recalled that ten years earlier Parsons was unwilling to label his thoughts on social change as anything definitive enough to be called a theory on the grounds that not enough was known concerning motivational processes. Whereas his earlier work emphasized boundary maintenance his works since that time have increasingly been concerned with boundary exchanges whereby the inputs of one subsystem are the outputs of another (or on a more general level, whereby the inputs and outputs of a system through the agency of its units are interchanges between the system and its environment). Disturbances of sufficient magnitude to withstand the equilibrating mechanisms occasionally appear, channeled through the exogenous influences of the culture and personality systems. Cultural influences such as modifications of the state of empirical knowledge are mentioned but not elaborated in the 1960 paper, in contrast to the central attention given knowledge in relation to change in *The Social System*. Rather, a great deal of attention is given to the boundary exchanges between the social and the personality systems. Thus the motivation of the individual, the very point at which evidence was so inconclusive in 1951 as to cause Parsons to use the term "mechanism" instead of "theory" becomes one pivotal point from which change is now examined.

More important, the institutionalized values of the social system are seen to be institutionizeable only as they are first internalized in the personality of the individual. The typical individual personality is viewed as an integrate of value and motivational commitments which for heuristic purposes is assumed to be stable. The orientation component of the individual actor in a given role expectation is thus thought of as stable with the implication that